

আমার এই ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থখানি গ্রন্থাবলীর অনুবাদ কি
 নহে? তাহা পাঠকবর্গকে বলিয়া দিতে আমার সাহস ইহা-
 তেছে না। কারণ অনেকে কোম প্রসিদ্ধ গ্রন্থের অনুবাদ শুনি-
 লেই আদর পূর্বক পাঠ করিয়া থাকেন, সুতরাং এই অমূল্য
 বলিয়া তাহাতে বিশেষ আস্থা প্রদর্শন করেন না; কিন্তু এরূপ
 লোকও অনেক আছেন যাহারা ‘বাদ্যালভাষার প্রায় সকল পুস্ত-
 কই অনুবাদিত—উহাতে মূল পুস্তক প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না’
 এইরূপ আক্ষেপ করিয়া অনুবাদিত পুস্তকে উপেক্ষাই করিয়া
 থাকেন। সুতরাং এমত স্থলে ইহার বিশেষ পরিচয় দিয়া দিলে
 কোম পক্ষের কিঞ্চিৎ অনুরাগ এবং কোম পক্ষের কিছু বিরাগ
 জন্মিতে পারে, কিন্তু মাদৃশ সামান্যজনের পক্ষে সকল পক্ষের
 অনুরাগলাভ করাই বিশেষ প্রয়োজন; এবং সেই অনুরাগলাভ
 আমার ও আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকের পক্ষে বর্তমান আবশ্যক,
 ইহা অনুবাদ বা মূলগ্রন্থ তাহা পাঠকবর্গের জানা ততদূর
 আবশ্যক নহে! অতএব সহৃদয় পাঠকবর্গ সমীপে প্রার্থনা এই যে,
 আমি ইহার সবিশেষ পরিচয় দিতে সমর্থ না হইলেও তাহার
 পূর্বোক্ত রূপ কারণ বিবেচনা করিয়া অনুগ্রহ পূর্বক আমার সে
 অপরাধ মার্জনা করেন এবং ইহার এক এক খণ্ড গ্রন্থ পূর্বক
 এক এক বার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমার পরিচয় সকল
 করেন।

জামি এই গ্রন্থ মধ্যে অনেক স্থলে আমার পণ্ডিত হিতৈষী
 শ্রীযুত বার ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদর্শিত প্রণালী অব-
 লম্বন করিয়াছি এবং ইচ্ছাও এতদ্বলে, উল্লেখ করা আবশ্যক যে,
 বীজালার মধ্যবিভাগের স্কুল-ইমপেক্টের শ্রীযুত এচ. উড্ডো. এম.
 এ. নাহেব মহোদয় অনুগ্রহ পূর্বক পুস্তক মুদ্রণ বিষয়ে সবিশেষ
 সাহায্যদান করিয়াছেন ইতি ।

শ্রীরামগতি শর্মা ।

ভূগলী, নর্থমালবিদ্যালয়,

২৫ শে পৌষ সংবৎ ১৯১৮ ।

সম্পূর্ণ ।

রোমাবতী ।



প্রথম উচ্ছ্বাস ।

হিমালয় পর্বতের উপত্যকা ভূমিতে কৈরাতি নামে
এক জনপদ আছে। অতি পূর্বকালে পুরঞ্জয় নামে
এক প্রবল-পরাক্রম প্রজারঞ্জন নরপতি তথায় আধিপত্য
করিতেন। ময়ূরাজী নগরী তাঁহার রাজধানী ছিল।
ময়ূরাজীর তিন দিক্ কৌশিকী নামক এক তরঙ্গিনী
দ্বারা পরিবেষ্টিত ; কেবল এক দিক্ দিয়া মানবগণের
গমনাগমন সম্পন্ন হইত। পর্বতের উপত্যকা ভূমি-
সকল সহজেই বিবিধ মনোহর তরু শুল্কাদিতে সুশো-
ভিত হইয়া সকলের নয়ন রঞ্জন করিয়া থাকে তাহাকে
আবার রাজার যত্ন ও উদ্যোগে স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত
পরম রমণীয় উদ্যান সকল নগরীকে যার পর নাই
মনোহারিণী করিয়াছিল। তন্নিম্ন প্রশস্ত ও পরিজ্ঞাত

রাজপথ, রমণীয় জলাশয়, নানাবিধ-পণ্য-পূর্ণ আপন এবং
মনোহর নৌধ-রাজ-বিরাজিত দেবমন্দির, নৃপমন্দির,
ও ব্যবহার-মন্দির সকল যথাস্থানে সন্নিবেশিত হওয়াতে
নগরী সর্বালঙ্কারশোভিনী কামিনীর ন্যায় সকলেরই
নয়নানন্দদায়িনী হইয়াছিল।

রাজা পুরঞ্জয় বিবিধ-বিদ্যা-বিশারদ ও গুণগ্রাহক
ছিলেন। তিনি সামান্য নরপতিগণের ন্যায় মূর্খগণের
চাটুকীরবর্গের সংসর্গ ভাল বাসিতেন না। হতরাং
নানাদেশীয় পণ্ডিতগণ গুণের পুরস্কার পাইয়া তাঁহার
রাজধানীতে আসিয়া অবস্থান করিতেন। ঐ সকল
পণ্ডিতমণ্ডলী লইয়াই তিনি সতত সভামণ্ডপ সমুদ্ভুল
করিতেন এবং কি রূপে আপনার ও দেশের বিদ্যাবস্তার
উন্নতি হইবে, কি রূপে প্রজাগণের ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি
হইবে, কি রূপে মানব-মাত্রেই সম্ভ্রাতীয়ে প্রতি সন্তোষ-
সম্পন্ন হইবে, কি রূপে প্রচলিত নিয়ম পদ্ধতির
দোষ সকল সংশোধিত হইবে, কি রূপে বিপক্ষে
আক্রমণ করিলে সকলেই প্রাণপণে দেশের স্বাধীনতা
রক্ষায় সক্ষম হইবে, কি রূপে কৃষি ও বাণিজ্য নিर्वিঘ্নে
ও উৎকৃষ্ট রূপে নিৰ্বাহিত হইবে, কি রূপেই বা পর-
বিদ্বেষ, পরাপকার, পরবহরণ, পরদারগ্রহণ প্রভৃতি মানব-

গণের আন্তরিক কুপ্রবৃত্তির কার্য্য সকল একেবারে দেশ
হইতে নির্বাসিত হইবে, সর্বদাই তাঁহাদিগের সহিত
এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। কলতঃ তাঁহার
দয়ালুতায়, তাঁহার বদান্যতায়, তাঁহার গুণগ্রাহিতায়,
তাঁহার ধার্মিকতায়, তাঁহার সমদর্শিতায় ও তাঁহার সুবি-
চারকতায় প্রজাগণ পরম সুখে কাল যাপন করিত।
গগন-কমলিনী-প্রসূন-পুতিগন্ধের ন্যায় অসুখ তাহাদিগের
নিকট নিতাস্তই অলৌক পদার্থ ছিল।

ভূপতি অধিক পত্নী পরিগ্রহ করেন নাই। তিনি
একমাত্র ধর্ম্মমহিষী ব্যক্তিরেকে পরকলত্র মাত্রেয়ই
প্রতি দুহিতার ন্যায় ব্যবহার করিতেন। মহিষীর সম্মান
হইবে না বলিয়া সম্পূর্ণই সম্ভাবনা হইয়াছিল। কিন্তু
ঈশ্বর সমীপে প্রজাগণের নিরন্তর প্রার্থনা ও দৈবের
অনুগ্রহবশতঃ প্রৌঢ়তার শেষাবস্থায় রাজপত্নী অসুখবতী
হইলেন। এই ব্যাপার ঘটনায় মহারাজ ঘেঁরুপ
আনন্দিত হইলেন, প্রজাগণ তদপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমাণে
আনন্দলাভ করিল। কারণ পুত্র জন্মিলে রাজ্য ও বংশ
রক্ষা হইবে, বাজার এই একমাত্র আনন্দ, কিন্তু প্রজা-
গণের সেই এক আনন্দ এবং তাদৃশ প্রজাবৎসল নর-
পতির হৃদয় হইতে অনপত্যতা দুঃখ দূরীভূত হইবে।

এই আর এক আকাদ, উত্তরবিধ আকাদে তাহারা একবারে নিমগ্ন হইয়া গেল। বাহাইউক বেরূপ চির-প্রোষিত পুত্রের গৃহাগমনের নিমিত্ত মাতা, দূরদেশবর্তী প্রিয় স্বহৃদয়ের সংবাদ প্রাপ্তির জন্য প্রণয়ী, নভস্যোদ্ভিত মেঘমালার প্রতি অরগ্রহ-ক্লেশিত কৃষক এবং স্তম্ভীর্ঘ-কাল ঘনাবৃত রবিবিশ্বের প্রতি জীবলোক নিতান্ত সমুৎ-স্রুত হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রজাগণ মহিমীর প্রসব দিনের প্রতি প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

অনন্তর নিয়মিত সময়ে রাজ্যীর প্রসববেদনা উপ-স্থিত হইল। নগরীর আবাল বৃদ্ধ বনিতা তাবৎ লোকই রাজপুত্র অবলোকন করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত রাজভবনে উপস্থিত হইতে লাগিল। রামাগণ শঙ্কহস্ত হইয়া স্মৃতিকাপারের প্রাঙ্গণ ভূমিতে দণ্ডায়মান রহিল; বাদ্যকরেরা নানাবিধ মঙ্গলবান্য গ্রহণ পূর্বক বহির্বাটীতে উপস্থিত হইল; নর্ত্তকেরা রজদর্শ-নোপযোগী মনোহর বেশ ভূষায় বিভূষিত হইয়া নৃত্য-শালার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল; সহস্র সহস্র দীন, দরিদ্র, অনাথ, অন্ধ, কুজ, খঞ্জ প্রভৃতি নিরাশ্রয় লোকেরা প্রীতিকায় প্রাপ্তভিলাষে আগমন করত রাজভবন ও কন্যা সম্বাদ করিয়া তুলিল; অমাত্যগণ রাজার পুত্রমুখ

দর্শনোৎসব সময়ের প্রদেয় দ্রব্য সকলের নির্ধারণ
করিতে বসিলেন এবং কর্মকরেরা সেই সেই দ্রব্যের
আহরণ নিমিত্ত ইত্যন্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল।
কলতঃ রাজবাটী যেন একটি উৎসব ভূমির ন্যায় কেবল
কোলাহলময় হইয়া উঠিল। এমত সময়ে স্মৃতিকা
গারের মধ্য হইতে “হায়! কন্যা হইল! কন্যা হইল!”
এই আর্তস্বর বিনির্গত হইল। মহিষী প্রসববেদনার
অত্যন্ত কাতরা হইয়াছিলেন, আবার সেই সময়ে পুত্র-
মুখ দর্শনাশার উচ্ছ্বদের সংবাদ কর্ণগোচর হওয়াতে
একেবারে মুচ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। অরিষ্ট গৃহে
হাহা রব উঠিয়া গেল। পুরস্কী বর্গেরা নানাপ্রকারে
রাজার মোহাপনয় করিয়া প্রবোধবচনে তাঁহাকে
স্থিরচিত্তা করিতে সমর্থ হইলেন। বহিঃস্থ লোকসমূহ
যুবতীগণ ব্রীড়া-বিনত-বদনে একে একে স্ব স্ব গৃহে গ-
মন করিতে লাগিল। বাদ্যকরেরা পলাইবার পথ
পাইল না। সমাগত দীন দরিদ্রেরা একবারে ত্যাগ
হইয়া তুচ্ছভাবে বসিয়া পড়িল। কাহারও মুখে
বাক্যক্ষুণ্ণি হয় না। সকলেই মানবদমে স্বকৃত
কর্মের জড় হইয়া পড়িল। কলতঃ ক্ষণকালের মধ্যে
রাজভবন নিশীথ সময়ের ন্যায় নীরব ও নিষ্কল হইল।

নরনাথ এই সময়ে কতিপয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও গণক-
গণ সমভিব্যাহরে এক নিভৃত গৃহে সভা করিয়া প্রা-
বেশ সময় নিরূপণার্থ সম্মুখে ঘটিকা-যন্ত্র স্থাপনপূর্বক
প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়াছিলেন। অকস্মাৎ এইরূপ
অন্তঃপুরের নীরবতা অনুভব করিয়া তিনি সভাসদদিগকে
কহিলেন, মহাশয় গণ! অনেকক্ষণ হইল অন্তঃপুরের
কোন সংবাদ আইসে নাই, সমুদায় নিস্তব্ধ দেখিতেছি,
বোধ হইতেছে কোন বিপদ ঘটিয়া থাকিবে। অতএব
আমি এখানে স্থির-চিন্তে থাকিতে পারি না, আমার
মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইতেছে, এই বলিয়া পুরোহিত এবং
বিশ্বস্ত প্রধান সচিবকে সমভিব্যাহারে লইয়া অন্তঃপুরে
প্রবেশ করিলেন। তথায় প্রবেশিয়া কাহারও মুখে
আনন্দের চিহ্ন নাই দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, বুঝি
রাজ্যের গর্ভ কোন রোগরূপে পরিণত হইয়া থাকিবে।
নচেৎ আমার এতাদৃশ ভাগ্য কি, যে, অপত্য-মুখ অব-
লোকন করিয়া সংসারস্থখের সার্থকতা সম্পাদন করি।
অকৃত-পুণ্য দিগের এরূপ মনোরথ কেবল বিড়ম্বনা মাত্র।
তিনি এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কিয়দূর গমন করিতে-
ছেন এমন সময়ে অরিষ্ঠাভ্যন্তর হইতে নব প্রসূত শি-
স্তর রোদনধ্বনি শ্রবণ করিলেন। এই শব্দ শ্রবণে তাঁহার

প্ৰকাশনা নিরাকৃত হওয়াতে তিনি কাহাকেও কিছু না সিজ্ঞাসা করিয়া সত্বরে স্মৃতিকাগারের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন জ্বলন-বিশোধিত জাতরূপা-কৃত এক পদ্ম রমণীয় কুমারী শরমেঘাবলীর উৎসঙ্গে বিছাল্লতার ন্যায় অপ্রফুল্লচিত্তা রাজমহিষীর অঙ্কদেশ সমুজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে। অনন্তর, “পুত্র না হইয়া দুহিতা হইয়াছে এই অন্য পুরবাদীরা যথোচিত হর্ষ প্রকাশ করিতেছে না এবং রাজ্ঞীও মহা দুঃখিতা হইয়াছেন” এই সংবাদ অবগত হইয়া নরপাল অমাত্য ও পুরোহিতের সহিত স্মৃতিকা গৃহের দ্বারদেশেই পরি-জনোপনীত আসনে উপবিষ্ট হইয়া অশ্রু-পূর্ণ-নয়নে ও গদান-বচনে কহিলেন—মানব জাতির অন্তঃকরণ কি অসম্ভব! তাহার দুঃখ-গ্রস্ত হইয়া দৈবের প্রসাদ-দত্ত পদার্থকে, কখনই উচিতমত কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিতে সম্মত হয় না। আমি একপ্রকার গলিত-বয়ঃ হইয়াছি বলিলেই হয়। এ বয়সে পুত্র বা কন্যার মুখ-দর্শন করা আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিলে ইহা কাহার মনে উদ্ভিত হইয়াছিল? জগদীশ্বর প্রসন্ন হইয়া এ অবস্থাতেও আমাকে তাদৃশ মুখে বঞ্চিত করিলেন না। অতএব এ সময়ে তাঁহার অপার করুণার প্রশংসা

না করা, উল্লাসিত মনে তাঁহার প্রসাদ-দত্ত বস্তুর সমাদর না করা এবং তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চিহ্ন স্বরূপ আমাদের আনন্দোৎসব না করা কি কাপুরুষের কর্ম! মৃত লোকেরাই কন্যা ও পুত্রের ভেদজ্ঞান করিয়া তাহাদিগের প্রতি স্নেহের তারতম্য করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে উভয়কেই এক পদার্থ ভিন্ন আর কি বোধ হইতে পারে? জননীকে উভয়ের নিমিত্তই সমানরূপ যত্ননা সহ্য করিতে হয়, উভয়ের প্রতিই পিতা মাতার সমানরূপ স্নেহবিভাব হয় এবং উভয়েই বিপৎকালে সমানরূপে জনক জননীর সাহায্য করিয়া থাকে। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় পুত্রেরা উপার্জনাদি করিয়া বন্ধু পিতা জাতার সেবা শুশ্রূষা করে এবং কন্যারা পতি-গৃহে গমন করিয়া তদনুষ্ঠানে সমর্থ হয় না। বোধ হয় এই কারণ-বশতই পুত্র ও কন্যার প্রতি লোকের ভেদবুদ্ধি আবির্ভূত হইয়া থাকে। কিন্তু সূক্ষ্মরূপ বিবেচনা করিলে এই ভেদ বোধ নিতান্ত অযৌক্তিক। জ্ঞাতা বা অপরি অস্তিত্বাবক-সত্ত্বে দুহিতারা পিতা মাতার অধিক চিন্তা করে না যথার্থ বটে, কিন্তু তাহাদের অবিদ্যমানতায় কন্যারা পতি-গৃহে যাইয়াও জনক জননীর ক্লেশ সময়ে

নখাই নির্বৃত্ত হইয়া থাকিতে পারে না। সর্বদাই তাঁহাদের তত্ত্বাবধান ও ত্রুটিবিমোচনের নিমিত্ত যত্নবতী থাকে। বিশেষতঃ তাঁহাদের পীড়ার সময় উপস্থিত হইলে কন্যা। যেরূপ স্তুতসা করিয়া থাকে পুত্রের। তাহার এতদংশের একাংশও করিতে পারে না। শার্জ-
কাররা পিতামহ নাতামহ ও পৌত্র দৌহিত্র দিগের প্রতি সর্বাংশ ব্যবহার করিলে নবকণাভব ভয় প্রদ-
শন করিয়া গিয়াছেন। আর আমার যে পুত্র না হইয়া
কন্যা হইয়াছে, হজ্জনা সম্বন্ধেই আমার প্রতি নাতি-
শয় করুণাই প্রকাশিত হইয়াছে। কারণ এক্ষণে আমি
হুদীর হইয়াছি, আর কহ কাঙ্ক্ষি নাই। এ অবস্থায়
পুত্র হইলে সে প্রাপ্তবাবহার হইবার অগ্রেই হয়ত
আমাকে সৎনারলীল। সংবরণ করিতে হইত সুতরাং
সেই পুত্র এবং কুলক্রমাগত এই রাজ্য সকলই রিপু-
কর-কবলিত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইত। কিন্তু কন্যা
হওয়াতে এই সুবিধা হইয়াছে যে, অচিরকালমধ্যেই
জামাতরূপ এক উপযুক্ত পুত্রের মুখাবলোকন করিতে
পাইব এবং তাহাকে রাজা এবং কন্যাকে রাজমহিষী
দেখিয়া উল্লাসিত মানসে আপনার পারত্রিক কর্মাসুষ্ঠা-
নের নিমিত্ত গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পারিব।

নরপালের এইরূপ যুক্তিযুক্ত সারগত উদার বচন-
বলী শ্রবণ করিয়া অসত্য পুরোহিত প্রভৃতি সকলেই
সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন সকলের
মনেই নোহ-মেঘ অপগত হইয়া বোধ-জ্ঞাপকের উদয়
হইল। সকলেই যেন জড়াবস্থার হস্ত হইতে নজীবতা
লাত করিল এবং সকলেই তখন মহাকোলাহল সহকারে
নানাবিধ মঙ্গলাচরণ করণে প্রবৃত্ত হইল। তখন স্থানে
স্থানে নৃত্য গীত ও বিবিধ বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল,
সমাগত দীন দরিদ্রদিগের প্রতি, জলধরের জলবর্ষণের
ন্যায় সর্বত্র সমানরূপে প্রচুর অর্থরাশি বিতরণ হইতে
লাগিল। ভূতাবর্গ রাজদত্ত রত্নালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া
আনন্দ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। ফলতঃ সমুদায়
নগর যেন মূর্ত্তিমান্ হর্ষের ন্যায় হইয়া নানাপ্রকারে ক্রীড়া
কৌতুক করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাজাও তৎকালোচিত
অন্যান্য কর্তব্য কর্ম্ম সকল সমাধান করিয়া অন্তঃপুর
হইতে বহির্গত হইলেন।

কিয়ম্বাস অতীত হইলে পর নিয়মিত সময় উপস্থিত
হইলে মহীপাল, তনয়ানুরাগের অনুরূপ, মনের ঔদার্যের
সদৃশ ও স্বভুজ-বিনির্জিত দিগ্দিগন্ত হইতে সমধিকত
সম্পত্তির উপযুক্ত সমৃদ্ধি সহকারে প্রাণপ্রিয়া তনয়ার

অল্পপ্রাশন নামকরণ প্রভৃতি আবশ্যক সংস্কার সকল সম্পাদন করিলেন। কন্যার নাম রোমাবতী রহিল। রোমাবতী জনকের আনন্দের সহিত দিন দিন বর্দ্ধমান হইয়া শুক্ল পক্ষের শশিকলার ন্যায় যেমন পুষ্টাবয়ব। তেমনি লাবণ্যবতী হইতে লাগিলেন। তখন তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইতে লাগিল যেন, একটী নবনীত-পুষ্প-মিকা জীবনানন্দে প্রাপ্তজীবন হইয়া ইতস্ততঃ জীড়া করিতেছে। তিনি কোন দিন বসুবেশ ধরিয়া, কোন দিন বববেশ পরিগ্রহ করিয়া, কোন দিন বা রাখালবেশে সজ্জিত হইয়া তুপতিব অঙ্গুলি ধারণ পূর্ব্বক নৃত্য করিতে করিতে সম্মুখি সভাসমুপে উপস্থিত হইতেন এবং এটী কি? উটী কি? সেরী কি? অর্ধ-ফুট মধুর বচনে এইরূপ প্রশ্ন সকল মিচ্ছানা করিয়া সকলের অবগেন্দ্রিয় হৃদয়ান্তরিত করিতেন। বালিকাগণ নিয়ত অন্তঃপুরে রুদ্ধ থাকিয়া যেরূপ নিতান্ত মৃদুভাব হইয়া যায়, রোমাবতী সেরূপ হইলেন না। তিনি সতত সভাসমুপে অবস্থান করাতে বীতভয়া হইয়া কুত্ৰাপি গমন করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। যে কেহ তাঁহাকে ফোড়ে করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতেন তিনি তাঁহারই নিকট উপস্থিত হইয়া কাহারও ফোড়ে বসি-

তেন, কাহাকেও ক্রোড়ে করিতে যাইতেন, কাহাকেও স্তনপান করাইতেন, কাহাকেও খুলিময় অন্ন ব্যঞ্জন রান্নাখিয়া খাইতে দিতেন এবং কাহারও চিবুক, কান্ধারও কেশ, কাহারও উষ্ণীষ, কাহারও বা যজ্ঞোপবীত আকর্ষণ করিয়া নানারূপ ক্রীড়া কৌতুক করিতেন।

এইরূপে পঞ্চবর্ষ অতীত হইলে পর রাজা তনয়টির বিদ্যাশিক্ষার্থে নানা বিদ্যা-বিশারদ কতিপয় উপদেশক ও উপদেষ্টাশিক্ষানিযুক্ত করিয়া দিলেন। রোমাবতী তাঁহাদিগের একট সান্তিশয় অভিনিবেশ সহকারে ক্রমাগত সাত আট বৎসর শিক্ষা করত, ব্যাকরণ সাহিত্য পুরাণ শিল্প, নৃত্য গীত বাদিত্র প্রভৃতি নানা বিদ্যায় পারদর্শিনী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মেধা এরূপ বলবতী ছিল যে, তিনি একবার যে বিষয় দর্শন বা শ্রবণ করিতেন তাহা পাষাণাক্তিত রেখার ন্যায় চিরকাল তাঁহার অন্তঃকরণে বিরাজমান থাকিত। ফলতঃ রোমাবতী এই কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিদ্যাভ্যাস, প্রিয়ভাষিতা, বিনয়, সৌজন্য, গুরুভক্তি, অনুগত-বাৎসল্য প্রভৃতি নানাগুণে বিভূষিতা হইয়া উঠিলেন।

অতঃপর রোমাবতী যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিলেন। মুক্তামালা সূর্য্যকিরণে লম্বমান করিলে প্রতিকলিত প্রভা সকল যেমন উহার চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়,

টাঁহার শরীরের তরলবৎ লাবণ্যও সেইরূপ প্রতিভাত হইতে লাগিল। তখন রবি-কর-বিভিন্ন তামরদের ন্যায়, জ্বলন-বিশোধিত জাতরূপের ন্যায়, স্তবর্ণ-মণ্ডিত রত্নাদুরীয়ে ন্যায়, নীহার-গর্ভ রক্তোৎপলের ন্যায়, মেঘ-মধ্যেদিত সুরচাপের ন্যায়, কেনরাজি-বিরাজিত জাহ্নবী-জলের ন্যায়, বসন্তবিকসিত চুতকলিকার ন্যায়, শাণো-ল্লীট হীরকমালার ন্যায়, নবযৌবন-লাভিত তদীয় শরীর অপূর্ণ মনোহর শোভা ধারণ করিল। যেমন বহুরূপ-নানক সরীসৃপজাতি ক্ষণে ক্ষণে মূতনরূপ বর্ণ ধারণ করে, সেইরূপ টাঁহার অলৌকিক সৌন্দর্য্যমাধুরীও দিন দিন যেন মূতনরূপে আবির্ভূত হইতে লাগিল। সেই যৌবনশোভা সন্দর্শন করিয়া বোধ হইতে লাগিল বুদ্ধি, বিপাতা বিলাসের বিলাস, প্রসাধনের প্রসাধন, উপমানের উপমান, এবং আভরণের আভরণ করিয়া এই রমণীর সৃষ্টি করিয়াছেন। অধিক কি, বাসরত্নী যেমন দিনমণির দ্বারা শোভা ধারণ করে, বিভাবরী যেরূপ নিশাকরের দ্বারা রমণীয় হয়, হারাবলী যেমন মধ্য-মণির দ্বারা স্তম্ভোদ্ভিত হয়, উদ্যানপঙ্ক্তি যেমন পুষ্পলতা দ্বারা চিত্তাকর্ষিণী হয়, নরোজিনী যেরূপ সরোজ-শোভায় কমণীয় হয় সেইরূপ রোমান্বতীর দ্বারা সমুদায় রাজপুরী একেবারে অলঙ্কৃত হইয়া উঠিল।

যেমন বসন্তকালের চুতকলিকা মুকুলিতা হইলে গন্ধবহের দ্বারা তদীয় পরিমল দিগ্দিগন্তে বিক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ রোগাবতীর বিদ্যা রূপ বিনয় স্নানীলতা প্রভৃতি গুণসমস্তের সৌরভ লোকপরম্পরায় পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তারিত হইতে লাগিল। এই সকল সংবাদ অবগত হইয়া নানাদেশীয় ভূপালগণ তাদৃশ রমণীর লোভে আত্মাকে চরিতার্থ করিবার জন্য রাগা পুরঞ্জয়ের নিকট ভূয়োভূয়ঃ লিপিপ্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পুরঞ্জয় এই সকল লিপি প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, রোগাবতী আমার সংসার বিপিনের একমাত্র পুষ্পলতা এবং আমার জীবন রক্ষের অকালের ফল। অতএব নে যাহাতে উপযুক্ত পাত্রের হস্তগত হইয়া যাবজ্জীবন সুখভাগিনী হয় তৎসম্পাদনই আমার সংসারের সার কৰ্ম বলিয়া বোধ হইতেছে। বিশেষতঃ নে যে রূপ রূপবতী ও গুণবতী হইয়াছে, তাহাতে যদি অপাত্রে অর্পিত হয় তবে তাদৃশ রূপ ও গুণের বিমাননা করা হইবেক। আহা! বৎসার রূপলাবণ্য যত বার দর্শন করি তত বারই যেন মূতন বলিয়া বোধ হয়, কোন রূপেই নয়ন পরিতৃপ্ত হয় না। তাহার করতলে কমল নিঃক্ষেপ করিলে, তাহার

স্বামী বলিয়া বোধ এবং বীণা প্রদান করিলে কাহার মনস্বর্তী বলিয়া ভ্রম না জন্মে? যাহাহউক এক্ষণে সে বিবাহের যোগ্য হইয়া উঠিল, আর এখন নিশ্চিত থাকা বিধেয় হইতেছে না। অনেকানেক রাজপুত্রেরাও সর্বশেষ আগ্রহনকরে আমার নিকট পত্রপ্রেরণ করিতেছেন। এক্ষণে কি করা যায়? ঐ সকল রাজগণের মধ্যে কেহই রোমাবতীর পরিচিত বা দৃষ্টপূর্ব্ব নহেন। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে কাহারও সহিত সম্বন্ধনিবন্ধন করিলে রোমাবতীর মত-নিরপেক্ষ হইয়াই করিতে হয়। পিতারা এইরূপ প্রণালীতেই প্রায় দুহিতার পরিণয় ব্যাপার সম্পাদন করিয়া থাকেন। কিন্তু সে প্রথা আমার নমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। সকলেরই রুচি ভিন্ন ভিন্ন। কুমুদিনী দিনমণিরও মুখাবলোকন করে না, কমলিনী রাকা-নিশানাথেরও করম্পর্শে ম্লান হইয়া যায়। অতএব আমি যে ব্যক্তিকে রূপগুণ-সম্বলীল-সম্পন্ন বোধ করিয়া জামাতৃত্বে বরণ করিব, সে হয় ত কোন অনির্করচনীয় কারণে রোমাবতীর নয়ন-প্রীতিকর না হইতে পারে এবং তাহা হইলে রোমাবতী “পিতা মাধবীলতাকে পিচুমর্দাশ্লিষ্টা করিয়াছেন” এই ভাবিয়া যাবজ্জীবন আপনাকে হতভাগিনী বোধ

করিবে। আমিও প্রাণসক্কে প্রাণাদিক-প্রিয়তমা তনুজার
 স্নান মুখ কখন অবলোকন করিতে পারিব না; অত-
 এব আমার বুদ্ধিতে স্বয়ম্বরের উদযোগ করাই শ্রেয়ঃ
 কম্প বোধ হইতেছে। কন্যার রূপ ও গুণের দৌরভ-
 নকল দেশেই বিস্তীর্ণ হইয়াছে। অতএব এট স্বয়ম্ববে
 অনেক রাজা ও রাজপুত্রগণ সমাগত হইবেন তাহার
 সন্দেহ নাই। রোমাবতী তন্মধ্য হইতে অবশ্যই আপ-
 নার অনুরূপ পতিকে বরণ করিয়া লইয়া চিরসুখ-
 ভাগিনী হইতে পারিবে। ঈদবের কথা কিছুই বলা যায়
 না। যদি ত্রাহতেও কন্যার কোন অসুখের কারণ উপ-
 স্থিত হইয়া উঠে তবে আমার মনে অন্ততঃ এই নিকৃতি
 থাকিবেক যে, আমি তাহার দুঃখ-ভাগিনী হইবার কারণ
 নহি।

অনন্তর রাজা, পুরোহিত ও অমাত্যবর্গের সহিত
 মন্ত্রণা করিয়া আশ্বজার মত গ্রহণপূর্বক এই পরামর্শই
 কর্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। অনন্তর স্বয়ম্বরবিধা-
 নের উদ্যোগ আরম্ভ হইল। দূতগণ পত্রিকাহস্তে
 দেশে দেশে গমন করিতে লাগিল। নানা দেশীয় রাজা
 ও রাজপুত্রেরাও ক্রমে ক্রমে ময়ূরাদীতে আগমন করি-
 তে লাগিলেন। নগর একবারে জনময় হইয়া উঠিল।

অনন্তর নির্ধারিত দিবস উপস্থিত হইলে পর রোমাবতী শিবিকারোহিত হইয়া সখীগণ সমভিব্যাহারে স্বয়ম্বরস্থ রাজগণের সন্নিধানে আনীত হইলেন। এক প্রগল্ভা প্রতিহারী শিবিকার সমভিব্যাহারে থাকিয়া একে একে সকল রাজার নিকট গমন এবং তাঁহাদের বংশ ও গুণাবলী কীর্তন করত ক্রমে ক্রমে সভার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে উপস্থিত হইল। কিন্তু রাজ-কুমারীর কাহারও প্রতি একবারও সান্নিধ্য নয়নপাত হইল না। হুতরাং তিনি পর্কিত-প্রতিহত পয়স্বতীর ন্যায় আপনার গন্তব্য পথ অবধারণ করিতে অনমর্শা হইয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন। পরে কিয়ৎক্ষণ ধ্যানাবলম্বিতের ন্যায় চিন্তামগ্ন হওয়াতে তাঁহার মনোমধ্যে উদ্ভিত হইল যে, এই সমাগত রাজগণের মধ্যে একজনও তাঁহার প্রণয়বন্ধের উপযুক্ত পাত্র নহেন। তাঁহার হৃদয়রঞ্জন এখনও যেন কোন দূরদেশে বর্তমান আছেন। মনোমধ্যে সহসা এই ভাবের আবির্ভাব হওয়াতে তিনি একেবারে দৃঢ়চিত্তা হইয়া হস্তস্থিত মধুকমালা আপনারই গলদেশে অর্পণ করিলেন এবং শিবিকাবাহকদিগকে সঙ্কেত করত সবেগে আপন প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিয়া আসিলেন।

স্বয়ম্বরাগত ভূপালবর্গ এই ব্যাপার অবলোকন করত সাধারণের অবমাননা হইল বলিয়া কম্পান্বিত-কলেবরে আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহারা পুরঞ্জয় ও তৎপুত্রী রোমাবতীকে যথেষ্ট তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ সনরাবতরণেও প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু শাস্ত্র-কারেরা স্বয়ম্বরক্ষোভকারীদিগকে ইস্রাণীর বিনাশ্য বলিয়া নির্দোষ করিয়াছেন এই ভয়ে অনেকে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। যাহাহউক নানারূপ প্রবোধ ও সান্ত্বনা-বাণ্যে দমরোদ্যম নিবৃত্ত হইলে ভূপগণ বিভাতকালীন গ্রহণের ন্যায় মলিন-বর্ণ হইয়া স্বস্থ আলয়ে প্রস্থান করিলেন। নগরী পুনর্ব্বার শান্তিভাব ধারণ করিল।

স্বয়ম্বর-সভায় তাদৃশ আচরণের নিমিত্ত রাজনন্দিনীর প্রতি পুরবাসিগণ সকলেই নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল; সকলেই তাঁহার বিদ্যা ও বুদ্ধির ভুরি ভুরি নিন্দা করিতে লাগিল। এবং সকলেই তাঁহার অদৃষ্টে মহৎ দুঃখ আছে বলিয়া পরস্পর জপনা করিতে লাগিল। রাজা ও রাজমণ্ডি প্রথমে কন্যার প্রতি কিঞ্চিৎ বিরক্তিতাব প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু অপত্যের প্রতি পিতা-মাতার ক্রোধ কতক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে? তাঁহারা

অপকাল পরেই, কিরূপে কন্যার পরিণয়ব্যাপার সম্পাদন হইবে, কিরূপে কোথায় গিয়াই বা উপযুক্ত বরপাত্রের অন্বেষণ পাইব এবং কিরূপেইবা সংসারধর্ম রক্ষা হইবে এইরূপ চিন্তাতে এতাদৃশ গাঢ়নিমগ্ন হইলেন যে, তাঁহাদের আবশ্যিক কর্ম সকলও ক্রমে ক্রমে বন্ধ হইয়া পড়িল।



রোমাবতী ।



বিতীয় উচ্ছ্বাস ।

স্বয়ংস্বয়্যাপারের কতিপয়দিবসানন্তর একদা নগর-
মধ্যে জনরব উঠিল যে, সিংহলদ্বীপ হইতে এক অতি
বিচক্ষণ ক্রীড়াদক্ষ ঐন্দ্রজালিক আসিয়াছে : সে অদ্য
অপরূপে কোমিকী নদীর তীরবর্তী প্রান্তরমধ্যে আপ-
নার অভূত শিকানৈপুণ্য প্রদর্শন করিবে। এই সংবাদ
সর্বত্র প্রচারিত হইলে নগরস্থ সমুদয় লোকই কৌতুহল-
ক্রান্ত হইয়া সম্বরাসুষ্ঠানে দিবসোচিত ব্যাপারসমস্ত
সমাধান করিয়া সেই স্থানে গমন করিতে লাগিল।
বর্ণনক্রিয়া অবাধে সম্পন্ন হয় এই অতিপ্রায়ে অনেক-
কেই ঐ স্থানের সমীপবর্ত্ত প্রাসাদ সমূহের উপরিস্থানে
কিঞ্চেই আরোহণ করিয়া বসিল : বিষ্ণুর-ভবনা কুল-
কারিনীরা তৎসন্নিধানবাসী আত্মীয়গণের আবাসে
উপস্থিত হইয়া প্রাসাদোপরি আরোহণ করিতে আরম্ভ

করিল; বালক ও অপরাপর লোকেরা বৃক্ষশাখায় আরুঢ়
হইল। তত্ক্ষিণ সহস্র সহস্র লোক পিপীলিকাশ্রেণীর
ন্যায় প্রান্তরমধ্যে দণ্ডায়মান রহিল। -- স্বয়ংক্রিয়তার
পর অবধি রোমাবতী সাতিশয় উন্মত্তা হইয়া ছিলেন।
না শয়ন না উপবেশন না ভোজন না প্রসাধন কিছু-
তেই তাঁহার প্রীতি জন্মিত না। তিনি সতত কেবল
চিন্তানিমগ্নই থাকিতেন কিন্তু কি চিন্তা করিতেছেন
তাহার কোন বিষয়ও অসংগত ছিল না। এই দিন
ঐন্দ্রজালিকের সংবাদ অবগত হইয়া কিয়ৎকণ আশ্চর্য-
দর্শনে উৎকণ্ঠা বিনোদন করিবার অভিলাষে, মাথারিকা
মধুলোভা বনপ্রিয়া প্রকৃতি স্বীয় সমস্তরীবর্গের সহিত
গমন করিয়া তিনি এই প্রান্তরের সমীপবর্তী এক প্রাসা-
দের উপরিত্তাগে আরোহণ করিলেন। এই সময়ে
ঐন্দ্রজালিক গভীরস্বরে মন্ত্রপাঠ ও পিচ্ছিকা পরিভ্রমণ
করত ক্রীড়া আরম্ভ করিয়া নগরে অগ্নিবৃষ্টি, পরস্পরে
অকালোদ্ভিত মেবের বারিবর্ষণকারী তাহার নিবৃষ্টি,
একবার সর্প-বৃষ্টি, অন্যবারেই পতঙ্গরাজ-কর্তৃক কাহা-
দিগের ভক্ষণ, এককণ দিন-প্রভা, পরস্পরেই নিশীথ সময়ে
এইরূপ নানাবিধ বিস্ময়কর কাণ্ডার দর্শাইয়া সকলকে
আলেখ্য-লিখিতের ন্যায় নিশ্চলকৃষ্টি করিয়া তুলিল।

এ দিকে রোমাবতীর পক্ষে এক অদ্ভুতরূপ ইন্দ্রজাল উপস্থিত হইল।—ইন্দ্রজালিকের ক্রীড়ারস্ত করিবার সমকালেই রোমাবতী সমাগত লোকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে দেখিতে সমীপস্থ অশোকতরুর মূলদেশে বয়স্যের সহিত দণ্ডাঠমান এক তরুণ পুরুষের নয়নে নয়নপাত করিলেন এবং বহুক্ষণ পর্যন্ত অনিমিত্ত-নয়নে ঐ পুরুষকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাদৃশ জনাকীর্ণ স্থানস্ত তাঁহার স্থান্যময় বয়িয়া বোধ হইয়া উঠিল; জনগণের তাদৃশ কলরবও একবার তাঁহার শ্রুতি-বিবরে প্রবিষ্ট হইল না; সমীপস্থ নদী-গণও তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গেল। তিনি ইন্দ্রজাল-প্রভাবেই যেন ঐ পুরুষ ভিন্ন আর কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। কলতঃ যে কারণে কমলিনী বিনয়নিদর্শনে প্রকুল্ল হইয়, যে কারণে কুমদিনী নিশ্যামাথের প্রতি অনুরাগিণী হয়, যে কারণে মম্বুবী জলধরের উদয়মাঝেই নৃত্য করিয়া উঠে, যে কারণে বসন্তের মুখ দর্শনেই চুতলতিকা মুকুলিতা হয়, যে কারণে অরুণ্যাস্তমশিলাকা লৌহধাতুর অমুবর্ত্তিনী ফটকে চাটে, রাজবালা সেই কারণেই অরিকিত-কুলশীল রাজ্যত-নাথদের অপরিচিত অদৃষ্ট-পূর্ব তরুণ পুরুষের

রূপলাবণ্যের একান্ত পক্ষপাতিনী ও নিতান্ত অমু-
রাগিণী হইয়া একেবারে উন্মাদিনী প্রায় হইলেন।
তৎকালে তাঁহার শরীর পক্ষর ন্যায় গতিশক্তি-বর্জিত,
নিদাঘার্ভের ন্যায় অনবরত-বিগলিত, স্বেদবলে আশ্রুত,
শাল্মলীতকুর ন্যায় রোগাঞ্চে কণ্টকিত, শীতার্ভের ন্যায়
কম্পমান, এবং রবিকরম্পৃষ্ট নক্ষত্রের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ
হইয়া গেল। তখন তাঁহার কণ্ঠস্বর মূকের ন্যায় একবারে
রুদ্ধ হইয়া পড়িল, নয়নযুগল নভস্য-মেঘের ন্যায় স্ফল-
ধারাবর্ষণ করিতে লাগিল। এবং চেতনা অদৃষ্ট-নিশাকর
কুমুদিনীর ন্যায় নিমীলিত হইয়া গেল। এ দিকে ক্রীড়া
নিবৃত্ত হইলে পর সকল লোক স্বয়ং স্থানে গমন করিতে
আরম্ভ করিলে মাধবিকাপ্রভৃতি সখীগণও বাসগৃহে
গমনোন্মুখ হইয়া রোমাবতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করত দেখে
যে, তিনি আলিখিতার ন্যায় উৎকীর্ণার ন্যায় কোন
অনির্দিষ্ট পদার্থের প্রতি নয়নবহু প্রোত করিয়া নিবাতস্ব
বল্লীর ন্যায় নিষ্পন্দশরীরে দণ্ডায়মান আছেন। তাহার
তাঁহার অকারণে ও অভূমিতে এইরূপ সাত্ত্বিকভাবের
আবির্ভাবদর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া কারণাবধারণার্থ চক্ৰ-
দ্বিদিকে মেত্রপাত করিতে লাগিল। কিন্তু তখনই
লোক সকল বিশৃঙ্খলভাবে ও মহাকোলাহলসহকারে

চতুর্দিকে ধাবমান হইতেছিল সুতরাং কিছুই নিশ্চয়
করিতে পারিল না। বাহাহউক তাহার। তাঁহার হস্ত-
ধারণপূর্বক বাণভবনে আনয়ন করত পলাকের উপরি
ভাগে শয়ন করাইল এবং কি কারণে তাঁহার অকস্মাৎ
এরূপ ভাব পরিবর্ত হইল, জানিবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা
করিতে লাগিল।

এ দিকে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। উৎকরশি নিভ-
রশির অনহা তেজেই যেন দগ্ধাঙ্গ হইয়া কুণ্ডল অঙ্গ-
রের ন্যায় অরুণবর্ণ ধারণ করিলেন। তিনি উদিত
হইয়া অবধি সমস্তদিন ত্রিভুগংকে যে সাতিশয়
সম্বাপ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই পাপেই যেন তেজো-
হীন হইয়া অধঃপতিত হইয়া গেলেন। এই সময়ে
ভূমি ও অন্তরীক্ষ সমুদয় সিন্দুরবর্ণ হইয়া উঠিল,
বিহগকুল ব্যাকুল হইয়া কলরবসহকারে নিজ নিজ
কলার নিলয়ে আগমন করিতে লাগিল, অধুনীনগন-
আগমনে বিরত হইয়া সমীপাশ্রমেই আশ্রয় লইতে
আরম্ভ করিল এবং ধেনু-পালেরা ধেনু সকল লইয়া গ্রাম্য
মীত দান করত গ্রামাতিথ্যে আগমন করিতে লাগিল।
কিয়ৎকাল পাবেই দিবাকররূপ প্রহরী গগনরূপ রথ্য
হইতে অগম্য হইলে তিমিররূপ তরুরেরা তরুকোটর,

গৃহকোণ, কারাগার, কূপগর্ভ, গিরিশৃঙ্গ প্রভৃতি নানা
নিভৃত স্থান হইতে ক্রমে ক্রমে বহির্গমন করত দলবদ্ধ
হইয়া একেবারে জগন্মণ্ডল আক্রমণ করিল। তখন
বোধ হইতে লাগিল যেন গগন অঞ্জন-বর্ষণ করিতেছে,
অন্ধকার গাত্রে লিঙ্গ হইতেছে, অন্তরীক্ষ ভূমির সহিত
সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে এবং সমুদয় দিক্ একত্র সংহত
হইয়া রহিয়াছে। অনন্তর একটী দুইটী তিনটী করিয়া
অনেকগুলি তারা ক্রমে ক্রমে নভোমণ্ডলে সমুদিত
হইয়া নীলাংশুকবিলম্বী হীরকমণির ন্যায় অম্প অম্প
কিরণ বিস্তার করিতে লাগিল। অতঃপর শশধর
অম্বরপথে প্রকাশমান হইলেন। তখন পৃথিবী যেন
ভুজোদধির অভ্যন্তরে বিলীন হইল, সকল পদার্থই
যেন সুধালেপিত হইল এবং আবার জঙ্গম সকলই
যেন হস্তা করিতে লাগিল। তৎকালে রাজতবন
চন্দ্রালোক, রত্নালোক ও দীপালোকে মণ্ডিত হইয়া
অপূর্ব শোভা ধারণ করিল।

এই সময়ে সহচরীগণ সঙ্কেতিত গৃহকাৰ্য্য সকল
সমাপাদ করিয়া নৃপনন্দিনীর পল্যকের পার্শ্বদেশে উপ-
বেশনপূর্বক সকলে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিল।
মাধবিকা কহিল প্রিয়সখি! রৌণ প্রকৃতরূপে না

জানিলে তাহার প্রাণীকায়ের চেহারা বার না।
 আমরা সকলেই ইন্দ্রজালদর্শনার্থ আটোপরি গমন
 করিয়াছিলাম ; কিন্তু বাহাতে তোমাকে উদ্ধাবস্থ
 হইতে হয়, উক্ত ক্রীড়াতে তাহার ত কোন কারণই
 অবলোকন করি নাই। মধুলোভা কহিল রাজনন্দিনি !
 প্রণয়-জনের প্রতি ভাগ করিয়া দিলে দুঃখের ভার
 লঘু হয়। অতএব আগাদিগের নিকট তোমার মনো-
 বেদনা গোপনকরা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ
 হইতেছে না। বনপ্রিয়া কহিল ভর্তৃদারিকে ! আপনি
 কি নিমিত্ত অকস্মাৎ এতাদৃশী বিহ্বলা হইলেন, জানি-
 বার জন্য যে কি পর্য্যন্ত উৎকর্ষা করিয়াছে তাহা
 বর্ণন করিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না। যদি আগা-
 দিগের দ্বারা আপনার আকস্মিক উদ্বেগের শান্তি
 হইবার কোন উপায় হয় তবে জানিতে পারিলে
 তদ্বিময়ে বদ্ধবতী হই। রোমাবতী তাহাদিগের এই
 সকল প্রশ্নাবলী শ্রবণ পূর্বক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ
 করিয়া উত্তর করিলেন সখীগণ ! তোমরা কেন
 বুঝা আমার মনোগত বিষয় জানিবার জন্য এত
 ব্যাকুল হইতেছ ? জানিয়াও তাহার কোনরূপ উপায়
 করিতে পারিবে না। আমি যে ভ্রান্তিময় মৃগতৃষ্ণ-

কায় যুদ্ধ হইয়াছি তাহার প্রতিকারের কোন প্রকার সম্ভাবনা নাই। ইন্দ্রজাল বুঝি আমার পক্ষে কাল হইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। অন্যথা কি নিমিত্তই আমি উহা দর্শন করিতে যাইব? কি নিমিত্তই বা মারাময় অলৌক পদার্থে যুদ্ধ হইয়া এতাদৃশ বিফল হইয়া উঠিব? এই মাত্র বলিয়া তিনি করতলে কপোল বিন্যাসপূর্বক চিন্তানিমগ্ন হইলেন। সখীগণ তাঁহার এইরূপ ভাব দর্শন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল এবং মহাকৌতুহল সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, রাজ-কুমারি! তুমি ইন্দ্রজালে কি পদার্থ দর্শন করিয়াছ? আমরাদিগের নিকট অবশ্যই বলিতে হইবে, না বলিলে আমরা কোন প্রকারেই ছাড়িব না। সম-দুঃখ-সুখ সহচরীগণকে অপ্রতিবিধেয় দুঃখভারে দুঃখিত করিতে রোমাবতীর অভিলাষ ছিল না কিন্তু তিনি তাহাদিগের নির্দয় উল্লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ হইয়া পরিশেষে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক কহিলেন সখীগণ! যদি নিমিত্তই তোমাদিগের আপন আপন আত্মাকে ব্যথিত করিতে অভিলাষ থাকে তবে শ্রবণ কর। আমি ইন্দ্রজালদর্শনার্থ তোমাদিগের সমতিব্যাচারে সেই নৌবলিখরে আরোহণ করিলাম এবং চক্ৰিক নিষ্কিন্ধ

নয়ন হইয়া সমাগত বিবিধবেশ, বিবিধাকার ও বিবিধ-
রূপ জনগণকে অবলোকন করিতে লাগিলাম। বাদ্যো-
দ্যমসহকারে ক্রীড়া আরম্ভ হইলে দুই একবার প্রজ্বলিত
হতাশনের প্রভাব-প্রকাশ এবং প্রচণ্ড চটচটাসব্দ
অনুভূত হইল। ক্ষণকালপরেই ইন্দ্রজালপ্রভাবে অতি-
ব্যক্ত সেই অশোকবিটপিমূলে দণ্ডায়মান পুরুষের প্রতি
নয়নপাত হইল। প্রথমে তাঁহার সহিত এক সহচরকে
দণ্ডায়মান দেখিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি ক্রমে ক্রমে
কোথায় গেলেন। তখন তোমরাও যে কোথায় ছিলে
তাঁহা কিছুই দেখিতে পাই নাই। সে সময়ে বোধ হইল
যেন আমি কোন জনগন্য প্রান্তরে অবস্থিত হইয়া ঐ
পুরুষের সন্নিধানে দণ্ডায়মান হইরাছি। তৎকালে
তাঁহার মস্তক মুখ বক্ষঃ কটি চরণ প্রভৃতি যে যে
অঙ্গ নিরীক্ষণ করি তাহাই যেন আমার নয়নকে
কাড়িয়া লইতে লাগিল। কি বর্ণ, কি লাবণ্য, কি
গঠন, কি মুখশোভা, কি নয়নভল্লী, কি গাভীর্ঘ্য,
যাহা যাহা দর্শন করিয়াছি তাহা কি প্রাণান্তেও আর
ভুলিতে পারিব! দুঃখদানে কৃতসঙ্কপ বিধির অসাধ্য
কি আছে? বোধ হইল যেন ঐ অলীক পুরুষও
আমার প্রতি নির্নিমেষনয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন, তাঁ-

হারও বদনমণ্ডল সন্ধ্যা-রাগ-রক্ত শব্দধরের ন্যায় অক্ল-
বর্ণ হইয়া উঠিয়াছে এবং শরীর আলেখ্য-সমর্পিতের
ন্যায় একবারে স্পন্দহীন হইয়া গিয়াছে। তাঁহার এইরূপ
অবস্থাদর্শনে আমি আরও উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলাম।
তখন তাঁহার সমক্ষে অশিক্ষিত-পূর্ব কতই যে ভাব ভঙ্গী
প্রকাশ করিলাম এবং কতই যে মনোগত কথা ব্যক্ত
করিলাম তাহা আর এক্ষণে স্মরণ হয় না। ফলতঃ
তৎকালে তাঁহার প্রতি একবারে ধন, মান, প্রাণ, যৌবন
সমুদায় সমর্পণ করিয়া শরণার্থিনী হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা
করিতে লাগিলাম। অনন্তরই তোমরা ক্রীড়াভঙ্গ হই-
য়াছে বলিয়া গৃহাগমনের নিমিত্ত আমাকে আহ্বান
করিবামাত্র সেই হৃদয়রঞ্জন যে, কোথায় অন্তর্দান করি-
লেন, আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না।

মধুলোভা ও বনপ্রিয়া রোমাবতীর এইরূপ বচনো-
পন্যাস শুনিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল এবং কহিল
রাজনন্দিনি! আমরা তোমার কথা কিছুই বুঝিতে
পারিলাম না। ইন্দ্রজালোদিত পুরুষ ত বৈ আমরা
একবারও দেখিতে পাই নাই! বিশেষতঃ সেই অগ্নি।
তাদৃশ ঘোরতর মেঘগর্জন! সেই সকল কালভুজের
স্থানানিলশব্দ! সেইপ্রকার পতনরাজের আশ্রয়!

এসকল তুমি যে কিছুই দেখিতে পারা নাই, শুনিতে পাও নাই ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইল? ইন্দ্রজালে যে, এক সময়ে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি ভিন্নভিন্নরূপ পদার্থ প্রকাশমান হয় ইহা আগরা ত কখনই অবগত ছিলাম না। যাহা হউক তোমার কথা শ্রবণ করিয়া আমাদিগের অত্যন্ত বিস্ময় ও কৌতূহল জন্মিতোছে। মাধবিকা এসকল বিষয়ে কিঞ্চিৎ প্রবীণা হইয়াছিল। প্রীতিপাত্র পদার্থকে নয়নগোচর করিবার সময় যে, সমীপস্থ সকল বস্তুই তন্ময় হইয়া যায় এবং সকল ইন্দ্রিয়ই দৃষ্টিময় হইয়া উঠে, ইহা তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অবগতি হইয়াছিল। অতএব সে অনায়াসেই বুঝিতে পারিল যে, সরলা রাজবালা ক্রীড়া-রম্ভ সময়ে কোন হৃদয়চোর পুরুষকে অবলোকন করিয়া তদাতচিত্তে অনুধ্যান করত ইন্দ্রজালের ব্যাপার কিছুই দেখিতে পারা নাই, সুতরাং ঐ পুরুষকেও ইন্দ্রজালের পদার্থ বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছে। যাহা হউক ঐ পুরুষে সখীর গাঢ়ানুরাগ লক্ষ্য হইতেছে, কিন্তু উহার প্রতি মায়াগম জ্ঞান থাকাতে কখনই তাহার সহিত সমাগম হইবার সম্ভাবনা নাই ভাবিয়াই যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা অনুভব করিতেছেন।

অতএব মর্শজ্ঞ হইয়া সখীর হতশতা পুষিয়। রাখিতে দেওয়া আর আমার উচিত হইতেছে না। এইরূপ চিন্তা করিয়া সে পরিহাস পূর্বক কহিল সখি! যদি আমি কোন মন্ত্র বা ঔষধবলে সেই মায়াময় পুরুষকে প্রকৃত পুরুষ করিয়া তাঁহার সহিত তোমার পানি-গ্রহণ সম্পাদন করিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে, তুমি আমাকে কি দাও? রোগাবতী জনক কোপ প্রকাশ পূর্বক উত্তর করিলেন মাপবিকে! পরিহাস বিরূপ সময়ে আমোদজনক বা যন্ত্রণাকর হয় তাহা জানা না থাকিলেই এইরূপ কথা নির্গত হইয়া থাকে! তখন মাপবিকা পরিহাসের সময়ও অতিক্রান্ত হইয়াছে তা-বিয়া স্থিরভাবে কহিল প্রিয়সখি! মনঃক্ষোভ দূর কর, হতশা হইবার প্রয়োজন নাই। তুমি যাহাকে অব-লোকন করিয়াছ তিনি মায়াময় নহেন, তিনি এক ভুবন-ভূষণ পুরুষরত্ন। তৎকালে আমিও তাঁহাকে কয়েকবার অশোকমূলে দর্শন করিয়াছিলাম, এবং তিনি যে, কোন কানিনীর প্রতি গাঢ়ানুরাগ বশতঃ নিশ্চলচিন্ত হইয়া-ছিলেন তাহাও কিঞ্চিৎ লক্ষ্য করিয়াছিলাম। কন্দর্পের বসন্ত ঘেরূপ, সেইরূপ এক সহচরও তাঁহার সহিত দণ্ডায়মান ছিলেন। আহা! তাঁহার ও রূপ কি পৃথিবীতে

নিবারণের বিদ্যাটাই একমাত্র উপায়, অতএব তুমি যদি
 থাকারূপে এরূপ বিহ্বল হও তবে তোমাকে আমরা
 কি বলিয়া বুঝাইব? তুমি যাঁহার নিমিত্ত এত সম্বল
 হইয়াছ, তিনি ইন্দ্রজালদর্শনার্থ এই প্রান্তরভূমিতে
 আগত হইয়াছিলেন। এক্ষণে যামিনীর প্রায় এক ঘনি
 গত হইল। এ পর্য্যন্ত তাঁহার এখানে অবস্থান করা
 কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তোমার প্রতি তাঁহার
 গাঢ়ানুরাগের লক্ষণও কিঞ্চিৎ অনুভব করিয়াছি, সু-
 তরাং তাঁহার এখানে কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করা সম্ভাবনা
 বটে; কিন্তু তাঁহার এক সহচরকেও সমীপে দেখিয়াছি;
 তিনি কি বুঝিয়া তাঁহাকে এই জনশূন্য প্রান্তরে পরি-
 ত্যাগ করিয়া যাইবেন? অতএব তাঁহাকে এখানে দর্শন
 করিতে না পাইয়া ব্যাকুল বা হতাশা হইবার বিষয়
 নাই। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি প্রভাত হইবামাত্র
 নগরের মধ্যে তাঁহার অনুেষণে বহির্গত হইব এবং
 যে রূপে পারি তোমার মনোরথ সফল করিয়া দিব
 তাহার সন্দেহ নাই। মাধবিকা এইরূপ ও অপরিবর্ত
 নাস্থনাবান দ্বারা তাঁহাকে স্তম্ভিত করিবার বিস্তর চেষ্টা
 পাউল কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিল না।
 রাজবালা মন্তার ন্যায়, পিশাচবিষ্ঠার ন্যায়, কখন শয়ন

কখন উপধান, কখন উপবেশন, কখন গান, কখন হাস্য, কখন রোদন এইরূপ ব্যাপারে নিরতা হইয়া সমস্ত বিভাবরীই যাপন করিলেন। তখন মাধবিকার সহাবস্থানও তাঁহার অপ্রীতিকর হইতে লাগিল। স্বেযোগ পাইলেই তিনি কোন নিভৃত স্থানে গমন করিয়া তদাত্মকিত্তে সেই রূপ চিন্তন, তাঁহার সহিত আলাপ, ক্ষণে তাঁহার প্রতি রোমপ্রকাশ, ক্ষণে চাটুজ্ঞি, ক্ষণে গান ভরে পরিত্যাগ করিয়া গমন, ক্ষণে দ্রুতবেগে আনিয়া হস্তধারণ, ইত্যাদি সংকল্প-নমাগন দ্বারাই আত্মাকে সুখায়মান করিতে লাগিলেন।

যাহা হউক অতঃপর যামিনী তাঁহার কাতরতা দর্শনে অসহিষ্ণু হইয়াই যেন সম্মুখ হইতে আঁতুর্জান করিতে লাগিল। স্রোতিষ্কগণ তৈলশূন্য দীপাবলীর ন্যায় ক্রমে ক্রমে হীনপ্রভ হইয়া নির্ঝাণোগম্য হইল। পূর্বদিগ্ভাগ প্রোষিতমিত্রের সমাগমসুখাশায় যেন হাস্য করিতে লাগিল। এই সকল বিভাতলক্ষণ অবলোকন করিবামাত্র রাষ্রছুহিতা দ্রুতবেগে আনিয়া মাধবিকার কণ্ঠ ধারণ পূর্বক তাহাকে ভরায় নগরগমনের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন মাধবিকা, মধুলোভা বনপ্রিয়া প্রভৃতি অপরাপর সহচরীবর্গকে

রাজনন্দিনীর সহাবস্থানে নিযুক্ত করিয়া সেই সন্ধ্যায় পুরুষের আকৃতি চিন্তা করিতে করিতে রাজভবন চর্চাতে বহির্গত হইল, এবং প্রতি গৃহেশ্বর ভবন, রথ্যা, আপন, মঠ, চৈত্যা, সরিৎকুল প্রভৃতি সমুদয় স্থানে তদাকৃতি পুরুষ দর্শনের অভিলাষে সমস্ত দিন ভ্রমণ করিয়া বেড়াইল, কিন্তু কোথাও তাঁহার অনুসন্ধান করিতে পারিল না । ক্রমে বেলাবসান হইল, সন্ধ্যা সময় উপস্থিত ; সূতরাং মাধবিকাকে অকৃতার্থ হইয়াই গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হইল । সে স্বয়ং এক প্রকার নিরাশা হইয়াছিল কিন্তু প্রিয়সখীর দুঃখাপনোদনার্থ সে ভাব গোপন করিয়া, কল্য অবশ্যই অনুসন্ধান করিয়া আসিব বলিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিল । যাহাহউক এই রূপে ৪৫ দিন গত হইলে পর মাধবিকা নিতান্ত বিষম-হৃদয়ে বিবেচনা করিল যে, আশা-সত্যকে প্রিয়সখীর হৃদয়ে আর অধিক বন্ধমূল হইতে দেওয়া উচিত হইতেছে না । ইহার পর উৎপাটন করিতে হইলে মূলদেশ শুদ্ধ উৎপাটিত হইয়া যাইবে । আমি কয় দিন নিরন্তর ভ্রমণ করিয়াও কিছুই সন্ধান পাইলাম না । এক্ষণে আমারও বোধ হইতেছে বুঝি আমিও ইন্দ্রজালে প্রতারিত হইয়া থাকিব । নচেৎ এ নগরনিবাসী অথবা এ নগরনগা-

গত কোন পুরুষ হইলে তৎপরদিন প্রভাতেই আমি
অশ্রুশ্রবণ করিতে পারিতাম । এই ভাবিয়া সে ক্রমে ক্রমে
অতি নাবধানতা পূর্বক প্রিয়সখীর হৃদয়ক্ষেত্র হইতে
আশার অঙ্কুর সকল উন্মূলন করিতে আরম্ভ করিল ।
রোমাবতী যদিও কথায় তাঁহাকে মায়াময় পুরুষ বলিয়া
বলিতে লাগিলেন কিন্তু মনোমধ্যে তাঁহার স্থির প্রতিতি
হইল যে, তিনি কখনই মায়াময় নহেন । যাহা হউক
অনন্তর তিনি ক্রমশঃ ঐর্ধ্যাবলম্বনে অভ্যান করিতে
লাগিলেন, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, প্রকৃত হউক বা
অলীক হউক, কখন দর্শন পাই বা না পাই, সেই আমার
প্রাণবল্লভ ও সেই আমার জীবিতেশ্বর । আমি প্রাণা-
শ্রুও অপর পুরুষের প্রতি নেত্রপাত করিব না ।

তাঁহার এইরূপ প্রতিজ্ঞা পুরমধ্যে প্রচারিত হইলে
পর একদা প্রভাত সময়ে রাজমহিষীর পিঙ্গলা নামে এক
পরিচারিকা রোমাবতীর আবাসে আগমন করিয়া তাঁহার
পার্শ্বে উপবেশন পূর্বক বিনয়বচনে কহিল ভর্তৃদা-
রিকে ! তুমি মায়াময় পুরুষদর্শনে তাহাকেই বিবাহ
করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া
মহারাজ ও রাজমহিষী যে কি পর্য্যন্ত সন্তোষিত হইয়া-
ছেন তাহা মুখে বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না । মনে

ক'ব তুমি তাঁহাদিগের জীবনের একমাত্র অবলম্বন! তুমি অনুরূপ পতি-সমাগমে চিরস্থখভাগিনী হইলেই তাঁহারা আপনাদের জীবন সার্থক বোধ করেন! কিন্তু হস্ত বিধাতার প্রতিকূলতায় তুমি এরূপ জনের প্রতি অনুরক্ত হইলে, যাহাকে কখনই দর্শন করিবার সম্ভাবনা নাষ্ট! বিদ্যাবতী ও বুদ্ধিমতী হইয়া তোমার এই অলৌক ভূমিতে অনুরাগ সমর্পণ কিরূপে সম্ভব হইল? পরম ভক্তিতাজন জনক জননীরা সান্তিশয় যত্নগাতোগ করেন ইহা কি তোমার প্রীতিকর হইতেছে? অकारণে যাবজ্জীবন আয়ত্নে জলাঞ্জলি দেওয়া কি বুদ্ধিমতীর কার্য্য হইতেছে? একবার স্বয়ম্বরে কোন ফলোদয় হয় নাই কিন্তু তোমার অভিমত হইলে পুনর্বার স্বয়ম্বরের উদ্‌যোগ করা যায় অথবা অতি দূরতরদেশীয় ভূপতিগণের চিত্রমূর্ত্তি সকল আনয়ন করিবার চেষ্টা করা যায়। যাহা হউক তুমি এ বিপরীত বুদ্ধি পরিত্যাগ কর এবং অন্য কোন সঙ্গুণশাখী পুরুষবরের দয়িতা হইতে অবহিতা হও।

রোমাবতী মাতৃপরিচারিকার এই কথা শ্রবণ করিয়া বিনীতভাবে উত্তর করিলেন পিঙ্গলে! তুমি জননীকে আমার প্রণাম জানাইয়া নিবেদন করিবে; পিতা মাতা যত্নগা ভোগ করেন ইহা কোন্ পাপিষ্ঠের ইচ্ছা হইয়া

থাকে ! তাঁহার সর্বপ্রকারে সুখভোগ করেন ইহাও
আমার নিরন্তর অভিলাষ । কিন্তু বাম-প্রকৃতি বিধি
আমার সেই অভিলাষ কোন মতেই পূরণ করিতে দি-
তেছে না । আমি যঁাহাকে দর্শন করিয়াছি, আমার চিত্ত
নিরন্তরই কহিতেছে যে 'তিনি মায়াময় নহেন, অবশ্যই
তাঁহার সহিত তোমার সমাগম হইবে' । এই সংস্কার
এখনও হৃদয়মধ্যে এতাদৃশ প্রবল না থাকিলে আমি কি
এত দিন জীবিত থাকিতাম ? বিশেষতঃ সনাতন ধর্ম-
পথ পরিত্যাগ না করিয়া এক পুরুষের অনুরক্ত হইয়া
অন্যের প্রতি নেত্রপাত করা কামিনীগণের কি রূপে
সম্ভব হইতে পারে ? যাহার প্রতি অন্তঃকরণ একবার
দৃঢ়রূপে অনুরক্ত হয়, পরিণয়কার্য সম্পাদন না হইলেও
কি তিনি স্বামিরূপে পরিগণিত হয়েন না ? হৃদয় গৃহীত
ও স্বজন-দত্ত পতির কিরূপে বৈলক্ষণ্য হইতে পারে ?
সাবিত্রী কি বুঝিয়া বর্ষমাত্র-জীবিত সত্যবানের প্রণয়িনী
হইতে কোন রূপে সঙ্কুচিত হয়েন নাই ? এবং দময়ন্তীই বা
কি কারণে ইন্দ্রাদি দেবগণকেও পরিত্যাগ করিয়া নিমধ-
রাজের দয়িতা হইয়াছিলেন ? ফলতঃ যে স্ত্রী এক স্বামি
হৃদয়-বৃত্ত পতিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের প্রতি নেত্র-
পাত করিতে পারে, পতিপরিত্যাগিনী সর্বধর্মবিব-

জিজ্ঞাস্তা! বারবনিতার সচিৎ তাহার বিশেষ কি আছে ?
অতএব পিজলে ! তুমি জননীকে বুঝাইয়া বলিলে, যদি
জগদীশ্বরের নিকট কোন মহাপরাধে অপরাধিনী না
হইয়া থাকি, যদি সপ্তেও অন্য পুরুষের সমাগমাভিলাষ
মনোমধ্যে উদ্ভিত না হইয়া থাকে, যদি পাতিব্রত্য ধর্মের
মাহাত্ম্য অদ্যাপি ভুবনতলে বিদ্যমান থাকে তবে অব-
শ্যই সেই হৃদয়রঞ্জনের প্রিয়তম ও প্রাণবল্লভা হইব
তাহার কোন সন্দেহ নাই।

শিল্পা রাজনন্দিনীর এইরূপ সঙ্কল্পসম্পন্ন শ্রবণ
করিয়া নিরুত্তরা হইয়া মহিষীর নিকট প্রতিগমন
করিলে পর রোমাবতী মাধবিকাকে নিজনে আহ্বান
করিয়া কহিলেন প্রিয়সখি ! পিতা মাতা অপত্যবৎসল-
তার বশীভূত হইয়া অকর্তব্য কর্মও সাধন করিতে
সঙ্কুচিত হয়েন না। আমি একের প্রতি আনন্ড হইয়া
অন্য পুরুষের পরীক্ষা স্বীকার করিলে যে, ঘোরতর অধর্ম
জন্মিবে ইহা তাঁহাদের বিলক্ষণ বোধ আছে। কিন্তু
এস্থলে তাঁহারা সেই অধর্মকে অবহেলন করিলে, যদি
আমাকে চির-সুখ-ভাগিনী করিতে পারেন, বোধ করেন
তবে তাহাতেও পঞ্চাৎ-পাদ হইবেন না। আমার
বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, তাঁহারা কোন দিন বর-পাত্র

মনোনীত করিয়া বিবাহ করিবার নিমিত্ত নির্বন্ধাতিশয়
সহকারে আমার নিকট অনুরোধ জানাইবেন ! মৃতরাং
আমি এই রূপে নিশ্চিত হইয়া বসিয়া থাকিলে মহা-
বিপদে পতিত হইব ; অতএব আমাকে এখন সবিশেষ
সাবধান হইয়া চলিতে হইবেক । বিশেষতঃ প্রিয়সখি !
বিবেচনা করিয়া দেখ জগদীশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে
মানবগণের কোন মনোরথই সম্পূর্ণ হইয়া উঠে না ।
তাহারা সহস্র কৌশল, সহস্র বুদ্ধিপ্রয়োগ ও সহস্র
উপায় অবলম্বন করিলেও ঈশ্বরের প্রতিকূলতা থাকিলে
কোন রূপেই আশা সফল করিতে সমর্থ হইবেন না ।
আর ঈশ্বরের দানুগ্রহ দৃষ্টিপাত থাকিলে কত অস-
ম্ভব অতর্কিত ও অপার্থিত অভীষ্টিত বিষয় সকল সম্মু-
খীন হইয়া তাঁহাদের অপরিমিত আনন্দবিধান করিয়া
থাকে । অতএব আমার মতে অভিলষিত বিষয় সমাধান
করিবার জন্য জগদীশ্বরের উপাসনা করা অতি আবশ্যিক
হইয়াছে । মাধবিকা কহিল সখি ! তুমি যে কথা কহি-
তেছ, অবিলম্বে তাহার অনুষ্ঠান করাই ইহার প্রকৃত
উত্তর । দৈবানুগ্রহ ব্যতিরেকে মানবগণের মনোরথ
সম্পন্ন হয় না, ইহাতে কাহার সংশয় আছে ? অত-
এব তুমি দৈবানুগ্রহ লাভের যে যে ব্যাপারের অনু-

করিতে, আশীশরীর মনঃপ্রাণ সকল দিয়া তদ্বিষয়ে
সহযোগ করিতে কোনক্রমেই ক্রটি করিব না। এইরূপ
নানাবিধ কপোপকথনেই দে দিন অগত হইল। কিন্তু
পিছলার আগমন অবধি রাজনন্দিনী সর্বদাই অনিষ্টা-
শ্রুত শঙ্কা করিয়া চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

এই সময়ে সাংসদগণিক মধুৎসব পর্ব উপস্থিত
হইল। পুরবাসী জনগণ আলোহিত পিঠাতক-বিক্রিয়ণ
দ্বারা সমুদায় নগরী নিধুর-বর্ণ করিয়া তুলিল। যুবকগণ
যন্ত্রক-যোগে যুবতীদিগের উপর বর্গিল জল নিক্ষেপ
করিতে লাগিল; নানাবিধ কুসুমমালা সর্বত্র বিনাস্ত
হইল, নর্তক গায়ক ও বাদকেরা স্থানে স্থানে মিলিত
হইয়া আপনাদিগের শিক্ষানৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে
আরম্ভ করিল। ময়ূরাজীবাসী সমস্ত জনগণই মহা-
মূলা বেশভূষায় অলঙ্কৃত হইয়া উৎসব-রসে নিমগ্ন হইয়া
গেল। এইরূপে করেক দিন অতিবাহিত হইলে পর
একদা প্রভাত কালে রাজনন্দিনী, উৎসবসময়ে রোমাবতী
কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন জানিবার জন্য তাঁহার
ভবনে উপনীত হইলেন কিন্তু গৃহের চতুর্দিক আবেষণ
করিয়াও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন উৎসব-
ব্যাপ্ত অপরূপ পরিচারিকাগণকে আহ্বান করিয়া

জিজ্ঞাসা করিতে তাহারা কৃতাজ্জলিপুটে নিবেদন করিল।
 স্বামিনি ! আমরা অন্য প্রভাত অবধি রাজনন্দিনীকে
 দেখিতে পাই নাই, মনে করিয়াছিলাম তিনি আপনার
 সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া থাকিবেন। কিন্তু আপনার
 আগমন দর্শনে এক্ষণে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি
 না। এই কথা শ্রবণমাত্র মহিষী ভরিত পদে আপনার
 ভবনে গমন করিলেন কিন্তু তথায়ও আশ্রয় কোন অনু-
 সন্ধান না পাইয়া সান্তিশয় ব্যাকুলহৃদয়ে ও আর্তস্বরে বৎ-
 সাবলোকনার্থ নবপ্রসূত দেবুর ন্যায় চারিদিকে ধাবমান
 হইতে লাগিলেন। পরে মাপবিকার আশ্রয় করিতে
 তাহাকেও দেখিতে পাওয়া গেল না। তখন, রাজনন্দিনী
 মাপবিকার সহিত রজনীতে কোথায় পলায়ন করিয়াছেন,
 এই কথা পুর-মধ্যে প্রচারিত হইয়া উঠিল। এই
 ব্যাপার ক্রমে ক্রমে রাজ্যরাজ কৰ্ণগোচর হইলে তিনি
 বহুসংখ্যক লোক প্রেরণ করিয়া নগরী ও তাহার
 পর্য্যন্তবর্তী গ্রামসকল পৃষ্ঠানুপৃষ্ঠা রূপে অনুসন্ধান করি-
 লেন, কিন্তু কোথাও তাহাদের অনুসন্ধান পাইলেন
 না। রাজা ও রাজমহিষী বৃদ্ধবয়সে দরিদ্রের দানের
 ন্যায় সেই কন্যাধন প্রাপ্ত হইয়া সংসারস্থখের সার্পকতা
 লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই দন এই স্বপ্নে অক-

স্মার হারাইয়া তাঁহারা যৎপরোনাস্তি বিলাপ ও অশ্রু-
তাপ করিতে লাগিলেন। রোমাবতী কোথায় গেল ?
কি জন্য গেল ? ইহা কেহই অবধারণ করিতে না পারিয়া
নানা জনে নানারূপ তর্কবিতর্ক করিতে লাগিল। নগ-
রীতে উৎসব হইতে ছিল, তাহা একেবারেই প্রতিষিদ্ধ
হইল। নগরবাসী আবার বৃদ্ধ বনিতা সকলেই রাজা
ও রাজমহিষীর বিলাপ দর্শনে যৎপরোনাস্তি বিদ্যমান
হইল। রাজমহিষী, রোমাবতীকে না পাইলে প্রাণত্যাগ
করিব বলিয়া অধ্যবসিত হইলেন। নরপতি নানাবিধ
প্রবোধ বচনে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া অশেষদেহ-
ভাষাভিজ্ঞ, বিবিধাচার-নিপুণ কতিপয় চরকে তাঁহাদিগের
অশ্রেষণের নিমিত্ত দিগ্দিগন্তে প্রেরণ করিলেন।



রোমাবতী ।



কৃতীর উদ্ধৃতি ।

শ্রীতি এক অদ্ভুত পদার্থ । মানবগণ শ্রীতি-পাশে বদ্ধ হইলে পৃথিবীর অপরাপর সমুদায় সুখেই জলাঞ্জলি দিতে পারেন । যে পুরুষ এক বার মাত্র দর্শন দিয়া রোমাবতীকে লোক লোচন হইতে অন্তর্হিত করিয়া-ছিলেন, রোমাবতীও তাঁহাকে অশেষ দুঃখে পাতিত করিতে কোন রূপেই ক্রটি করেন নাই । বসন্তোৎসবের কতিপয় দিবস পরেই একদা এক ব্রাহ্মণকুমার রাজা পুরঞ্জয়ের রাজসভায় উপনীত হইলেন । তিনি অলৌকিক রূপলাবণ্যশালী হইলেও তাঁহার মুখমণ্ডলে কেবল শোকই মূর্তিমান রূপে লক্ষ্য হইতেছিল । রাজা অভ্যাগত বিজকুমারের যথোচিত সম্মান ও সৎকার করত উপবেশন করাইলেন । অনন্তর তাঁহার নাম ধাম ও আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলে পর তিনি কৃতাজলি

হইয়া নিবেদন করিলেন মহারাজ ! আমার নাম
 মাদব, এ দেশে আমার নিবান নহে। আমি যে
 কথা নিবেদন করিতে আগমন করিয়াছি, নিতান্ত
 নিম্নপ ও দুঃসাহসিক না হইলে কোন রূপেই তদর্থ
 আসিতে পারিতাম না। মহারাজ ! আমি এবং রঞ্জন
 নামে আমার এক প্রিয়স্বহৃৎ উভয়ে নানাজনপদ পর্য্য-
 টন করিয়া পরিশেষে কৈলাদনাথ-দর্শনাভিলাষে এই
 কৌশিকী নদী দিয়া গমন করিতে ছিলাম। প্রায় এক-
 মাস অতীত হইল একদা আমরাদিগের তরুণি এই রাজ-
 ধানীর নিম্নভাগে উপস্থিত হইলে নাবিকেরা এই স্থানেই
 নৌকা বন্ধ করিল। আমরা দুই বন্ধুতে ভোজনাদি
 সমাপন করিয়া মহারাজের এই রাজধানীর অপূর্ব শোভা
 সন্দর্শন করিবার অভিলাষে তীরে উত্তীর্ণ হইলাম এবং
 ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে জপনকারী জনগণের
 প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে, অন্য অপরাহ্নে এই
 তরুণীর তীরবর্তী কোন প্রান্তর ভাগে ইস্ত্রজালক্রীড়া
 পরিদর্শিত হইবেক। অতিমাত্র আমরা উভয়ে কোঁতু-
 কাকুলিত-হৃদয়ে সেই স্থানে গমন করিলাম এবং এক
 অশোক-শাখীর মূল দেশে দণ্ডায়মান হইয়া ক্রীড়া কোণল
 অবলোকন করিতে লাগিলাম। ক্রীড়াদর্শনসময়ে বিষ-

স্বাস্থ্যের আমার তাদৃশ অভিনিবেশ ছিল না। অনন্তর ক্রীড়াভঙ্গ হইলে পর বন্ধুকে নৌকায় গমনের নিমিত্ত আহ্বান করিয়া দেখি যে, তিনি যেন কোন বিষয়ান্তর-জ্ঞান-হীন্য তত্ত্বদর্শী যোগীরন্যায় উন্নত-বদনে ও নির্নিমেঘ-নয়নে কাহার ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। আমি বারম্বার শরীরে করাঘাত পূর্বক আহ্বান করাতে তিনি সহসা বীত-নিদ্রের ন্যায় একেবারে চকিত ও উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিলেন এবং ক্ষণকাল আমারই প্রতি হীন্য-দৃষ্টিতে নেত্রপাত করিয়া পুনর্বার চিন্তামগ্ন হইলেন। আমি তাদৃশ স্থানে বন্ধুর অকস্মাৎ সেইরূপ ভাবান্তর ও অবস্থান্তর দর্শন করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল-চিন্ত হইলাম, এবং কিজন্য তিনি সহসা ঈদৃশাবস্থ হইলেন, জানিবার নিমিত্ত ভূয়োভূয়ঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, কিন্তু অন্তঃসম্ভাপ-সূচক দীর্ঘ নিশ্বাস ভিন্ন আর কিছুই উত্তর পাইলাম না। পরে তরগিতে গমন করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করাতে তিনি আমার অঙ্গদেশে বাহ নির্ভর করিয়া অগত্যা যাইতে সম্মত হইলেন। অনন্তর তাঁহাকে নৌকায় আনয়নপূর্বক স্কোমল শয্যায় শয়ন করাইলাম এবং পার্শ্বদেশে উপবেশনপূর্বক নির্বন্ধাতিশয় সহকারে এই আগন্তুক ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা

কল্পান্তে তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক নিতান্ত
দীন বচনে कहিলেন ‘সখে মাধব ! তুমি আমাকে
অনেক সঙ্কট হইতে মুক্ত করিয়াছ, কিন্তু বোধ হয়
এই বারের সঙ্কট সেই সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর ! ইচ্ছা জাল
দর্শন করিতে গিয়া আমরা যে তরুতলে দণ্ডায়মান
হইয়াছিলাম তাহারই সম্মুখভাগস্থ প্রাসাদের উপরিভাগে
স্থিরতর সৌদামিনীর ন্যায় সর্বসৌন্দর্য্য-শালিনী এক
কামিনী নেত্র গোচর করিয়াছি । সে কি দেবী, কি
‘গন্ধর্বী’, কি বিদ্যাপরী তাহার কিছুই স্থির করিতে
পারি নাই । কলতঃ তাহার সেই নয়নোন্মাদকর রূপ
এবং উদার-গুণ-পিপ্তন বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া
আমি এই প্রকার ব্যাকুল হইয়াছি; এক্ষণে যাহা কর্তব্য
হয় কর ।’

আমি প্রিয় বন্ধুর এইরূপ অসঙ্গত অস্থানানুরাগের
বিষয় অবগত হইয়া বহুক্ষণ তুষ্ণীভাবে রহিলাম ; পরে
তাঁহার সে ভাব অপনীত করিবার অভিলাষে পরিহাস-
গর্ভ বচনে कहিলাম মিত্র ! সুহৃৎ কোন উৎপথে পদা-
র্পণ করিলে বা কোন দুর্দাগিন্য বিষয়প্রাপ্তির অভিলাষী
হইলে সুহৃদ্ভ্রম্ভনে তাঁহাকে নিবারণ করে এবং তদুপলক্ষে
স্নেহ-গর্ভ তিরস্কারও করিয়া থাকে । কিন্তু আমি সে

যেহে কিছুই করিতে চাহি না । মনুষ্যের শুভাশুভ
সমুদয় ব্যাপারই দেখরের ইচ্ছাবশতঃ ঘটিয়া থাকে ।
যদি তিনি নিতান্তই তোমাকে লোকের উপহাসাস্পদ
করিবার অভিপ্রায় করিয়া থাকেন, তবে আগার নিবারণ
বা তিরস্কার কিছুতেই তোমার চিত্তকে প্রকৃতিস্থ করিতে
পারিবে না । কিন্তু ইহাও একবার বিবেচনা করা উচিত
যে, তুমি এদেশে অজ্ঞাত-কুল-শীল আগন্তুক ব্যক্তি ;
সামান্য পথিক রূপে এখানে উত্তীর্ণ হইয়াছে । যে
কামিনীকে নয়নপোচর করিয়াছ বলিতেছ, বোধ হয়,
তিনি অজ্ঞাত কোন বিভবশালী জনের কুচিভা হইবেন ।
এতলে তাদৃশ জনের প্রতি তোমার এই অকারণানুরাগ
পরিণত বিজ্ঞ ফলে বায়নের পক্ষপুটাঘাতের ন্যায় কি
একান্ত উপহাসাস্পদ হইবে না ? বন্ধো ! তুমি নানা
শাস্ত্রে প্রবীণ হইয়াছ “অনন্ত আশা কেবল ক্লেশ-
কারিণী ও হৃদয়-শোষণী” এই সামান্য নীতিসূত্র তোমার
নিকট আর কি আগ্রহিত করিব ? আহা ! আত্ম-
ক্ষিপ্ত-বিচক্ষণ পণ্ডিতপ্রবর মনকে যে খণ্ডন করিয়াছেন
তাহা উচিতই হইয়াছে, যে মনঃ অবলাদিষ্টের কটাক্ষ
মাত্র দর্শনে এতাদৃশ অলার হইয়া পড়ে তাহাকে সহস্র
খণ্ড করিলেও রাগ যায় না । যাহা হউক সখে ! আর

এখন পরিহাসের সময় নহে, তোমাকে যথার্থই আশঙ্ক দেখিয়েছে। শাস্তকারেরা কহিয়াছেন বিকারের হেতু নীচুই পরিহাস করা কর্তব্য। এই নগরীতে তোমার চিত্ত-বিকার জন্মিয়াছে অতএব এ স্থানে যতক্ষণ অবস্থান করিবে ততক্ষণই সেই চিত্ত। তোমাকে প্রবল রূপে অভিজুত করিয়া রাখিবে, অতএব সত্বরে এস্থান হইতে প্রস্থান করাই উচিত কৰ্ম।

এইরূপ ও অপরূপ নানাবিধ উপদেশ-বহুল বচন-বিন্যাস, পরিচয়-গত আলাপ এবং চিত্তাকর্ষক নানা উপাখ্যান বর্ণন করিয়া তাঁহাকে অন্যান্যন্ত করিবার নিমিত্ত বিবিধ চেষ্টা করিলাম কিন্তু কিছুতেই কৃতকাৰ্য্য হইতে পারিলাম না। তিনি আমার কোন কথাই প্রায় উত্তর করিলেন না, কেবল বাম করে কপোল-বিন্যাসশূন্যক সরসিজ-সংযুক্ত শশধরের ন্যায় অপূৰ্ব-রূপ শোভমান হইয়া সমস্ত রজনী অতিবাহন করিলেন। অনন্তর প্রভাত হইতে না হইতেই আমি কৈলাস-দর্শনাভিলাষ রহিত করিয়া স্বদেশ-গমনাভিলাষে নাবিক দিগকে আজ্ঞা দিয়া নৌকা খুলিয়া দিলাম। নৌকা দক্ষিণ-বাহিনী হইয়া গমন করিল, কিন্তু বন্ধুর হৃদয় অম্ল-কাস্ত-মণি-শলাকার ন্যায় উত্তর দিকেই ধাবমান হইতে

ভূতীয় উদ্ভাস।

লাগিল। গব্যুতি-চতুষ্টয় মাত্র পথ অতিক্রান্ত হইলেই তিনি আর তরণির অভ্যস্তরে থাকিতে পারিলেন না। উহা উঁহার পক্ষে কারাগার স্বরূপ বোধ হইতে লাগিল। তখন তিনি নৌকা বন্ধ করিয়া তীরে উঠিবার জন্য আমাকে সান্তিশয় অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অদৃষ্ট-পূর্ব্ব রমণীয় স্থান সকল দর্শন করি ল চিত্তবৃত্তি স্থির হইলেও হইতে পারে, এই জানিয়া আমিও তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। আমাদিগের নৌকা একটী ক্ষুদ্র গণ্ড শৈলের সন্নিধানে বন্ধ হইল। আমরা দুই জনে তীরে নাড়িয়া কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিলাম, অনন্তর পূর্ব্বাহ্নিকৃত্য সমাপন করিয়া সেই গণ্ড শৈলের উপত্যকাভূমিতে ভ্রমণ করিতে চলিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম এই সকল দর্শন করিলে বন্ধুর মনস্তাপ কিয়ৎপরিমাণে শান্ত হইবে, কিন্তু তাহা না হইয়া প্রজ্বলিত তৈল-কটাহে মলিল-ক্ষেপের দ্বারা উহা আরও সন্দীপ্ত হইয়া উঠিল। এই স্থান হইতে ময়রাজী অনেক দূরবর্ত্তিনী ইহা জানিয়াও বন্ধু, মধ্যে মধ্যে আমার অলক্ষিতরূপে প্রপদে দণ্ডায়মান হইয়া উন্নত-বদনে ময়রাজী দর্শনের জন্য যত্নবান হইলেন। তৎকালে তাঁহার সেইরূপ ভাব অবলোকন করিয়া আমি যে

রোমীবর্তী ।

কতই অশ্রুবারি বিসর্জন করিয়াছিলাম বলিতে পারি না। যাহা হউক এই রূপে কয়েককাল তাঁহাকে তথায় ভ্রমণ করাইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে নৌকায় আনয়ন করিলাম। সে রাত্রি সেই স্থানেই অবস্থান হইল। পরদিন প্রত্যুষেই নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হইল কিন্তু সে দিনও পূর্ব দিবস অপেক্ষা অধিক পথ যাওয়া হইল না। এই রূপে আমি বন্ধুকে লইয়া কোন দিন পাঁচ ক্রোশ কোন দিন আট ক্রোশ এবং উর্দ্ধমুখ্যায় কোন দিন দশ ক্রোশ পথ গমন করিয়া এ নগরী হইতে প্রায় শত ক্রোশ দূরবর্তী হইলাম। কিন্তু এই কালান্তিক্রম ও দেশান্তিক্রম দ্বারা তাঁহার উৎকণ্ঠাকুল মনো-বৃত্তি কিঞ্চিন্মাত্র স্থস্থ হইল না। পরিশেষে যখন আমি নিতান্তই বুঝিলাম যে, এ অনুরাগ কোনরূপেই প্রত্যাবর্তিত হইবার নহে এবং বলপূর্বক ইহার প্রত্যা-বর্তনের চেষ্টা করিলে অনিষ্ট বই কোন রূপে ইষ্ট লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন আমি নাবিকদিগকে সেই স্থানেই কিয়দ্দিবস অবস্থান করিতে আদেশ দিয়া এবং “আমি তোমার মনোরথ সিদ্ধির নিমিত্ত ময়ূরাদী গমন করিতেছি, যাবৎ আমি প্রত্যাগমন না করি তাবৎ অবহিত হইয়া এই স্থানে থাকিবে, শরীরের প্রতি কোন

রূপে অবহেলা করিবে না। তুমি নিশ্চয় জানিও, মনো-
রথ নিজের উপায় না করিয়া আর ভোগাকে মুখ দেখাইব
না।” তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া এবং
নাবিকগণকে সর্বদা তাঁহার তত্ত্বাবধান করিবার আদেশ
দিয়া আমি এই নগরীর অভিমুখে পদব্রজেই যাত্রা
করলাম। পথিমধ্যে যে কত কষ্ট ভোগ করিয়াছি তাহা
আর বর্ণন করিয়া কি জানাটাবে !

অদ্য বেলা চারি দণ্ডের সময় এই নগরীতে উত্তীর্ণ
হইয়াছি। এতাবৎ কাল অধু-সংঘটিত বিপদরাশি অতি-
ক্রমণের চিন্তাতেই এতাদৃশ অভিভূত ছিলাম যে অন্য
চিন্তা করিবার কিঞ্চিৎকাল অবসর প্রাপ্ত হই নাই। কিন্তু
এক্ষণে আগাকে যেমন সে চিন্তা পরিত্যাগ করিল, আমি
অপর এক চিন্তা উপস্থিত হইয়া প্রবলরূপে আক্রমণ
করিল। তখন মনে হইল, “আমি কি মুঢ় ! আমি কি
উদ্দেশে এখানে আগমন করিলাম ? ‘আমার বন্ধু ইন্দ্র-
জাল দর্শনাবসরে এ নগরীর কোন্ কামিনীকে অবলো-
কন করিয়া বিহ্বল হইয়াছেন ?’ একথা আমি কাহাকে
জিজ্ঞাসা করিব ? এবং কেই বা ইহার সন্তুর প্রদান
করিবে ? বন্ধু মধ্যে মধ্যে মনোবেদনা বর্ণনাবসরে আমার
নিকটে সেই কামিনীর কথা যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন,

জাহাতে তিনি মে, অনুচা এবং ধর্মপরায়াণ। তাহার বিল-
 ক্ষণ প্রতীতি হইয়াছে, কিন্তু তিনি কোন গৃহের অলঙ্কার ?
 বা কোন্ পিতা মাতার হৃদয়দেশে বাস করেন ? এই
 অনন্য-বিদিত সনাতার কিরূপে বাহির করিব ? সর্বথা
 “আমি তোমার অভীষ্টসিদ্ধি বিষয়ে অকৃতকার্য হইয়া
 মুখ দেখাইব না” হৃদয়ের নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা
 করিয়া আগমন করায় আমার অতি আদুর-দর্শিতাই
 প্রকাশ হইয়াছে। আমি কি বলিয়া এখন তাঁহার
 নিকটে প্রতিগমন করিব ? আশা-বন্ধ প্রণয়ি-অনের
 জীবন কুহুমের বৃত্তস্বরূপ। আমি তথায় কিরিয়া
 গিয়া সেই বৃত্তটী কর্তন করিয়া দিলে কিরূপে তাঁহার
 জীবন রক্ষা সম্ভবিত্তে পারে। এই নগরীর প্রান্ত
 ভাগে এক তরুতলে একাকী উপবেশন করিয়া বহুক্ষণ
 পর্য্যন্ত এইরূপ চিন্তা করিলাম, তখন লজ্জা ভয় সমস্ত
 হৃদয়স্নেহ ও সাহস পর্য্যায়ক্রমে আমার হৃদয়মধ্যে আবি-
 র্ভূত হইতে লাগিল। পরিশেষে নানারূপ চিন্তার পর
 স্থির করিলাম যে, এত দূর আসিয়া কিঞ্চিৎকাল অনু-
 সন্ধান না করিয়া প্রতিগমন করা কাপুরুষের কর্ম।
 অন্য ব্যক্তির নিকট ইহা জানিবার কোন উপায় দেখি
 না। যে বিষয় অন্য লোকের সম্পন্ন করিতে কত

অন্তরায় কত বিলম্ব ও কত অসুবিধা ঘটে রাজারা
জ্ঞান করিলে নিমেষমধ্যে সে বিষয় সম্পন্ন করিয়া দিতে
পারেন। বিশেষতঃ যদি সহায়তা প্রার্থনা করিতে হয়,
মহৎ লোকের নিকটেই করা ভাল। অতএব এই
বিষয় আমি ময়ূরাদী-পতি মহারাজ পুরঞ্জয়ের নিকটে
নিবেদন করি, যদি ইহার কোনরূপ অসুবিধা হইবার
সংশয় থাকে তবে তাঁহা হইতেই হইবে, অন্যের নিকটে
প্রার্থনা করা বিফল, এইরূপ আশা করিয়া আমি ত্রিমুখ-
মন্দিরানে উপস্থিত হইয়াছি। মহারাজ পূর্বাপর সমস্ত
অবগত হইলেন, এক্ষণে মহাকুল-প্রসূত, বিবিধ-বিদ্যা-
বিশারদ-ধার্মিকাগ্রগণ্য ভুবন-জন-গণ-মনোরঞ্জন আমার
পরম হৃদয় রঞ্জনের জীবন রক্ষার যদি কোন উপায় থাকে,
তবে তাহা সম্পাদন করিয়া তাঁহারও তদেকাধীন-জীবন
আমার এই দুই ব্রাহ্মণ কুমারের জীবন দানের সম্পূর্ণ
ফল লাভ করুন।

রাজা পুরঞ্জয় আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ
করিয়া বাতাহতি-রহিত সাগরের ন্যায় ক্ষণকাল স্থবল
হইয়া রহিলেন। তাঁহার নয়নযুগল হইতে অজস্র
বারি-ধারা পতিত হইতে লাগিল, মুখবর্ণ বিবর্ণ হইয়া
উঠিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া কহিলেন হা

বৎসে রোমাবতি ! হা হৃদয়ানন্দিনি ! হা মধুর-
 ভাষিণি ! এক বার সেইরূপ স্মিত-মুখে আমার অঙ্কে
 অধিরোহণ করিয়া তাপিত হৃদয় শীতল করিয়া দেও ।
 আমি কি জন্মের মত তোমার সেই চন্দ্র-বদন দর্শনে
 একবারে বঞ্চিত হইলাম ! বৎসে ! আমি তোমার সেই
 অলৌকিক রূপ-মাধুরী অবলোকন করিয়া পূর্বেই বুঝি-
 য়াছিলাম যে, তুমি কোন শাপ-ভ্রষ্টা দেবী হইবে, কেবল
 আমাকে পিতৃ-সম্বোধনে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ভূতলে
 অবতীর্ণ হইয়াছ। কিন্তু দেবী হও আর যাই হও,
 পিতা বলিয়া আমার প্রতি চিরকাল অসাধারণ ভক্তি
 করিয়াছিলে, অতি সামান্য কর্মে কখনও আমার অনু-
 মতি ব্যতিরেকে প্রবৃত্ত হও নাই। কিন্তু এক্ষণে কিজন্য
 আমার এরূপ অবমাননা করিলে ? কোথায় গেলে ?
 কি জন্য গেলে ? একবার বলিয়াও গেলে না ? দেবতা
 যক্ষ রাক্ষস বা পন্নগ কে তোমাকে হরণ করিল ? এক
 বার জানিতেও পারিলাম না হা পুত্রি ! চক্রধরে কম-
 লার ন্যায় যঁহাতে তুমি একান্ত অনুরাগিণী হইয়াছিলে,
 যঁহাকে তুমি দেব যক্ষ কিন্নর বা অলীক পদার্থ বলিয়া
 বোধ করিয়াছিলে এবং যঁহার প্রতি অনুরাগই তোমার
 সংসারমুখে জ্বলাঞ্জলি দিবার নিদানীভূত হইয়াছে,

ব্রাহ্মণ-কুসার-মুখে তোমার হৃদয়-পৃথক আমার সেই
জামাতার ক্রন্দন অবস্থা প্রবণ করিয়া ক্রোধে নিশ্চিত
হইয়া আছি। আহা! জামাতার রাত্ৰ্য প্রদান করিয়া
তোমাকে রাজমহিষী দেখিব বলিয়া যেন কতই সাধ
করিয়াছিলাম। এক্ষণে জামাতা উপস্থিত-প্রায়, নন্দিনি।
আইস, আমি হিমালয়ের ন্যায় হইয়া বর গৌরী সন্মুখ
তোমাদের দুইজনকে সম্বন্ধ করিয়া দিয়া সেই বাসনা
পূরণ করত দিবস-বাসনা বিগর্জন করি।

নরপাল এইরূপ বিলাপবচনে সত্যমণ্ডপে উঠে:-
যে রোদন করিতে আরম্ভ করিলে সত্যমণ্ডপে বাবতীর
লোকেই তাঁহার শোকে শোকাফুল হইয়া অপ্রবাসি
বিসর্জন করিতে লাগিল। যাদব এই সমস্ত দেখিয়া
শুনিয়া বিস্ময় বুলিলেন যে, যিনি তাঁহার হৃদয়ের
হৃদয়াক্ষিণী হইয়াছিলেন তিনি এই রাজারই কন্যা।
কিন্তু রাজার বিলাপ শ্রবণে তাঁহার বোধ হইয়াছিল যে,
তিনি প্রিয় হৃদয়ের হৃদয়পূজার নিমিত্ত অনেক কষ্টক-
র ভেদ করিয়া যে কুহম-মঞ্জরীটী তুলিতে আনিয়া
ছিলেন, বুকি কৃতান্ত-কীটে তাহাকে ধূলিনাং করিয়াছে।
অনন্তর তিনি একজন সত্যতার প্রমুখাৎ রাজকন্যার
ইচ্ছাশাল-দৃষ্ট পুরুষবিশেষে পূর্বরূপ অবধি সাধকিকার-

নামক পারিচারিকার সহিত তাঁহার আদর্শন পর্য্যন্ত সমস্ত
 প্রত্যাহত অবগত হইয়া ক্রমশঃ শোকে একবারে জড়প্রায়
 হইলেন। তিনি ভাবিলেন, তবে ত বন্ধুর অনুরাগ
 অপাত্রে বিস্মৃত হয় নাই। হইবেই বা কেন? মধুকর
 কমলিনী ভিন্ন কখন কি পলাশ-কুসুমের অভ্যন্তরে বদ্ধ
 হইয়া থাকে? সাগর নদীস্থ বাতীরেকে কখন কি
 অন্য দিকে ধাবমান হয়? জলধর সৌদামনী ভিন্ন
 অপর নারীকে কি কখন অকস্মাৎ স্থান স্তান করে?।
 যে কমলিনী তাঁহার প্রতি এরূপ অনুরাগিনী হইয়াছে,
 তাঁহার নিমিত্ত বন্ধুর তাদৃশ বৈমমম্বা অযুক্ত নহে। কলতঃ
 বিধাতা তাদৃশ নারীকে এতাদৃশী নাগ্নিকাকে বজ্রানুরাগী
 করিয়া রত্নের সহিতই কাকন-ধলাকাকে সংযোজিত
 করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তিনি প্রথমে এতাদৃশ অনু-
 কূলতা নশাইয়া শেষে এরূপ বিড়ম্বনা করিতেছেন কেন?
 এক্ষণে রোগাবর্তী কোথায়? কোথায় বাই? কোথায়
 বাইলে প্রিয়সখীর দর্শন পাই? তাদৃশ মহাপুঙ্কব-প্রকৃতি
 কমলিনীজন একত্র দত্তহৃদয় হইয়া অন্যত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ
 করিবে অপেক্ষ ইহা সম্ভাবিত নহে। পিলাচ বন্ধ বা
 কাকসে তাদৃশী নারীকে অপহরণ করিয়াছে ইহাই বা
 কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারা যায়? বাহা হউক এক্ষণে

আমি মহারাষ্ট্রের পুরাতন শোক নবীভূত করিয়া দিলাম, অতএব অগ্রে ইহাকে সাত্বনা করা কর্তব্য হইতেছে কিন্তু কি বলিবার সাত্বনা করি।

মাধব এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে যথাকাল উপস্থিত হওয়াতে সভা ভঙ্গ হইল। নরকর শোকে একান্ত অধীর হইয়াও কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান তৎক্ষণে সংসদাগত সমস্ত ব্যক্তিকে যথারোগ্য সম্বন্ধনা সহকারে বিদায় করিয়া প্রধান অমাত্যের হস্তে মাধবের সমস্ত ভার অর্পণ পূর্বক অস্ত্রপুরে প্রবেশ করিলেন। সে দিন মহারাষ্ট্রের রোমান্তী, রঞ্জন ও মাধবসংক্রান্ত তিন্ন অন্য কথা আর কিছুই নাই। কি রাজ্য-ভবন কি নাগরিক-ভবন কি রথ্যা কি আপন কি নদী-পুলিন যেখানে দুই চারি জনের সমাগম সেই খানেই ঐ কথার জগনা হইতে লাগিল। রাজমহিষী ও অপরাধর অস্ত্রপুরিকাগমের শোকানন্দ রোমান্তী-রঞ্জন রঞ্জনের সহৃদয়ের সমাগম ভাবে পুনর্বার নবীভূত হইয়া উঠিল। তাঁহারা যে রোমান্তীকে মনে হইলে অপার আনন্দ অনুভব করিতেন, এক্ষণে সেই রোমান্তী তাঁহাদের অন্তর-মধ্যে বড় অধিক উদ্ভিত করেন ততই তাঁহাদের যজ্ঞগানল প্রকলিত হইয়া উঠে।

এদিকে মাদব অমাত্যানিধিষ্ট আবাগ শুধুনে গমন করিয়া স্নানাহিকাদি বধ্যাহি-কৃত্য সমুদয় সমাপন করিলেন। বেলা অপরাহ্ন হইয়াছে। এমত সময়ে এক জন প্রতীহারী আনিয়া প্রবিশিত পূর্বক নিবেদন করিল, মহাপর ! মহারাজ বিজয়-গৃহে উপবেশন পূর্বক আপনাকে আহ্বান করিতেছেন। মাদব শুনিয়া সজ্জি ব্যগ্র-চিত্ত হইয়া প্রতীহারীর সমতিবাহারে কুপাণ-পানি লত লত রক্ষি-পরিবৃত্ত রাজ-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন কিতিলাল এক উত্তম পল্যঙ্কোপরি হুকোমল শয্যায়া শয়ন করিয়া আছেন, পরিচারিকাগণ উত্তর পার্শ্বে সজ্জারমান হইয়া চামরব্যজন করিতেছে। তিনি প্রবেশ করিয়া যথাযোগ্য আশী-র্বাদ সহকারে রাজাকে সম্বর্জন করত পরিচারিকা-দত্ত বেক্রাসনোপরি উপবিষ্ট হইলে পর মহাপর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস মাদব ! তুমি বালক বটে কিন্তু তোমাকে বিলক্ষণ বুদ্ধিমান দেখিতেছি। রোমাবতীকে পাই আর নাই পাই, যখন সে মামসে রক্তনকে পতিছে বরণ করিয়াছে তখন তিনি যে কটন তিনিই আমার জামাতা, হুতরাং তৎসহচর তুমিও আমার পুত্র-তুল্য হইলে। অতএব তোমার নিকট

দুইতীর উচ্চাঙ্গ

আমার মনের কথা ব্যক্ত করিবার বাধা কি? বৎস! আমি
 যে, রোমানকীর মুখচন্দ্র আর অবলোকন করিতে পাইব
 কখনকালের নিমিত্ত সে আশা করি না। কারণ যদি তুমি আমাকে
 সেরূপ স্থখী করিয়া, অস্তিত্বই বিধাতার থাকিত, তবে
 তিনি আমার এই অসুখি খিল হস্ত হইতে সেই যন্ত্রিণী
 কখনও হরণ করিয়া, রাখিতেন না। যাহা হউক এক্ষণে
 আমার ইহাই যুক্তিসিদ্ধ কোথ হইতেছে যে, কল্যা
 প্রভাতে তুমি কতিপয় প্রাথমিক সম্মতিব্যাঘারে যে
 স্থানে আমার রঞ্জন তোমার মুখ প্রতীক্ষা করিয়া
 আছেন তথায় গমন কর এবং তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত
 অবগত করাইয়া এই স্থানে আমায়ন কর। যদি রোমানভী
 কাহারও কর্তৃক অপহৃত না হইয়া থাকে এবং যদি সে
 অধর্মপথে পদার্পণ না করিয়া থাকে, ধর্ম সাক্ষী! আমি
 অকপট-চিত্তে কহিতেছি যে, আমি রোমানভী তাঁহাকেই
 প্রদান করিব। আর যদিই দুইদৈব-রূপতঃ রোমানভীকে
 আর নাইই পাইতে হয় তবে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে,
 অত্রত্য যেমন স্থলীল্য হরণ প্রাথমিকভাবে পুত্রিকা-
 রূপে প্রাপ্ত পূর্বক তাহার সহিত রঞ্জনের পরিণয়ক্রিয়া
 সম্পাদন করিত তাঁহাকে সেই ভাবাতাই রক্ষায় রাখিব
 এবং পরে রাজপথে অতিমিত্ত করিয়া তোমাকে

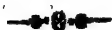
তাহার মন্দিরে অধিকৃত দেখিয়া সংসারবাগনা বিসজ্জন করিব ।

নেত্রনাথ এইরূপ কহিয়া উচ্ছলিত অশ্রুপ্রবাহ বসনাফলে প্রোক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, মাধব কৃতান্তলি হইয়া কহিলেন, মনুজেশ্বর । আপনার সরলতা উদার-শয়তা ও ধার্মিকতা যে রূপে প্রসিদ্ধ আছে পূর্বেক্ত রচন বিম্যাস তদনুরূপই হইয়াছে সন্দেহ নাই । কিন্তু আপনি রোমাবতীর পুনঃ প্রাপ্তি বিষয়ে নিতান্ত হতাশ হইবেন না । তিনি অতি সাধী, তাঁহাকে যল পূর্বক অপহরণ করে কাহার সাধ্য ? অন্তরের শিরোরস গ্রহণে হস্ত প্রসারণ করিতে কাহার সাহস হয় ? আপনার কূলে জন্ম গ্রহণ করিয়া তিনি যে অলখে পদার্পণ করিবেন ইহা কোন রূপেই সম্ভাবিত নহে ; নন্দনবনে কি কখনও বিষ-লতা জন্মিতে পারে ? আমার চৈতন্য নিকর বোধ হইতেছে যে আপনারা তাঁহাকে ইন্দ্রজাল-দৃষ্ট অলীক পুরুষে অনুরক্তা ভাবিয়া পুরুষান্তরে অর্পণ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, তাহা হইলে তাহার পাত্তিব্রত্য তল হইত, তিনি সেই ভয়ে কোন বিজ্ঞান প্রদেশে গমন করত স্বকীয় অতিষ্ঠ নিকির অভিসায়ে তপশ্চর্যা আরম্ভ করিয়াছেন । বাহা হউক মহারাজ ! আপনি যেরূপ

অজ্ঞা করিতেছেন তাহাই করা কর্তব্য। কতিপয়
আনুযায়িক আমার সহিত গমন করুক, আমি প্রথমতঃ
গিয়া প্রিয় মহাদেব সমভিব্যাহারী করিয়া লই। পরে
তিনি, এই সকল আনুযায়িক এবং আমি একত্র মিলিত
হইয়া অবশ্যই রোমাবতীকে অন্বেষণ করিয়া বাহির
করিব, এবং আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া যাইতেছি যে, কিয়-
দিনের মধ্যেই আপনার চুহিতা ও জামাতা উভয়কে
সমভিব্যাহারে লইয়া এই নগরে আগমন করিব। যদি
আমি নিতান্তই এই প্রতিজ্ঞাপালনে কৃতকার্য হইতে
না পারি, তবে স্বয়ং সংসারস্থগে অলাঞ্ছলি দিয়া অরণ্যে
প্রস্থান করিব।

মমুজনাথ মাধবের এই সকল প্রস্তাবে পরম পরি-
তোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং পরদিন প্রভাতে এক দল
সেনা সমভিব্যাহারে দিয়া তাঁহাকে রক্ষণের উদ্দেশে
পাঠাইয়া দিলেন।

রোমাবতী।



চতুর্থ উদ্দেশ্য।

এ দিকে মাথব যে স্থানে রক্তনকে আবদ্ধাশিত করিয়া
উঁহার হৃদয়াপহারিকার উদ্দেশে গমন করিয়াছিলেন,
রক্তন তিনদিন কাল অতিক্রমে তথায় আবদ্ধান করিলেন।
এ দিনত্রয়ের এক এক মুহূর্ত্ত উঁহার এক এক যুগৎ
দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল। পূর্বে যখন তিনি প্রিয়ানু-
ধ্যানে মগ্ন-চিত্ত হইয়া ভোজনাদি দিরস-কার্যে পরাভূত
হইতেন এবং তৎসমাগম-সাতে নিতান্ত হতাশ হইয়
যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণাভোগ করিতেন তখন উঁহার প্রিয়-
সুহৃৎ সমীপে উপস্থিত হইয়া নানাক্রমে প্রবোধবচনে
উঁহাকে স্থির-চিত্ত করত ভোজনাদি করাইতেন। এখন
আর সে সম-দুঃখ-সুখ সুহৃৎ নিকটে নাই। কে উঁহার
কথা বুঝিয়া অন্নদান করে? কেবা উঁহার যন্ত্রণানলে
প্রবোধামৃত বর্ষণ করে? হৃদয়াপহারী সামান্য জনের

জানি কি সে সকল কার্য সম্পন্ন হইতে পারে? যাহা হউক এক্ষণে তাঁহার স্নানদ্বিরহণ প্রথা-বিয়োগের ন্যায় নাতিশর কষ্টকর হইয়া উঠিল। তাঁহার শরীর দিন দিন নিতান্ত ক্ষীণ হইতে লাগিল। পরিশেষে তিনি এই যন্ত্রণা যি কোন রূপে সহ্য করিতে না পারিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে অতি প্রত্যাষে তরনি হইতে অবতরণ-পূর্বক যে দিকে তাঁহার প্রিয়তমা বাস করিতেছেন এক্ষণে যে দিকে তাঁহার প্রিয়তম পরম স্নহৎ গমন করিয়াছেন একাকী সেই দিকের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

এই পথে তিনি কখনও পদব্রজে গমন করেন নাই। এই স্থান হইতে ময়ূরাদী কত দূর তাহাও জানিতেন না। পথি-সংখ্যে নদী, পর্বত, গ্রাম, নগর, প্রান্তর বা অরণ্য কি কি ব্যবধান আছে তাহা কখনও অবগণোচর করেন নাই। তথাপি কিঞ্চিদ্ভ্রম সঙ্কুচিত না হইয়া কোবেলী দিক্ লক্ষ্য করিয়া অনবরত গমন করিতে লাগিলেন। পথ চলা তাদৃশ অভ্যাগ ছিল না, তথাপি ভূতাদিগের কর্তৃক পাছে ধৃত হইবেন এই ভয়ে কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। পশ্চাত্তাপে কোন শঙ্ক হইলেই অমনি সতয়ে বিরত-মুখ হইয়া দর্শন করেন। কষ্টক উপল-কীলক প্রকৃতি চরণে বিজ হইয়া

শোণিতাক্ত হইলেও তাহাতে আক্ষেপ করেন না। কুহু-কুহু নগ-নিকরিনী সকল এক এক লক্ষে গার হইয়া বান। সব্যে বা অপসব্যে গ্রাম নগর বা লোকালয় আছে কিনা তাহাতে দৃষ্টিপাত করেন না। পথ অপথ উভয়েই সমজ্ঞান। কোন স্থানে আলিত-পদ হইয়া পতিত হইলে উত্থান-প্রবন্ধেও কিয়দূর অগ্রবর্তী হইলেন। কিছু-তেই উঁহাদের গমনের প্রতিরোধ হয় না।

এই রূপে বাতায় ন্যায় অনবরত বেগে গমন করিয়া বেলা সান্নিকৈকপ্রহর সময়ে এক স্থানে একবার গতিরোধ করত দণ্ডায়মান হইলেন এবং সন্নিহিতঃ দন্ত-দৃষ্টি হইয়া দেখিলেন যে, অগ্র পশ্চাৎ বান দক্ষিণ চারি দিকেই নিবিড় অরণ্যঃ সন্মুখের গমনাগমনের চিহ্ন নাত্রঃ কোথাও নাই, কেবল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহীকুলগণ স্ত্যাম-বর্ণ পল্লবাবলী দ্বারা সূর্য্যাতপ নিবারণ করত সমুদয় স্থান অন্ধকারাবৃত করিয়া রহিয়াছে। কোন স্থানে মধুর মধুরীগণ কেলি করিতেছে, কোন স্থানে শাবক-সমেত হরিণযুথ ছাগযুথ ও মেঘযুথ বিচরণ করিতেছে, কোন স্থানে গিরি-নদী সকল পুরোবর্তী পাষাণে প্রতিহত হইয়া কলকল পুনিতে প্রণোহিত হইতেছে এবং উহাদের তীরবর্তী বানীর-বনে নানাবিধ বিহঙ্গমগণ কলরব করি-

ভেছে। বনের ভূমিসকল কোথাও সমতল, কোথাও
নিম্ন কোথাও বা ক্ষুদ্র গুপ্তস্থলের ন্যায় উন্নত হইয়া
রহিয়াছে। কোন দিকে বিকসিত সপ্তপর্ণ কুহুমের
গৌরভে, কোন স্থানে উন্মীলিত স্বর্ণচম্পকের স্তম্ভকে
কোথাও বা ইতঃপলিত সজ্জতরুর নির্ধানের আঘাতে
সমুদয় বিগ্নি আঘোদিত হইয়াছে। রম্য বস্ত্র সৎ-
যোগীরই ভাল লাগে, বিরোগীর পক্ষে উহা বিষবৎ
বোধ হয়। রক্তন এই রমণীয় প্রদেশ সকল অব-
লোকন করিতে অসমর্থ হইয়া উন্মত্তের ন্যায় সেই
জন-নমাগম-মূন্য গহনে পুনর্বার অত্যাগমন করিলেন।
এবং কোন স্থানে উপবেশন না করিয়া লোকালয়
প্রাপ্তির আশয়ে ক্রমিক চলিতে লাগিলেন। ক্রমে বেলা
দ্বিপ্রহর হইল। বন আর ফুরায় না। তাঁহার হস্ত
শব্দাদি ক্রমশঃ ডার বোধ হইতে লাগিল এবং ক্রমাৎ
ভুক্ষা ক্রমে ক্রমে উদ্বেকোন্মুখ হইল। তিনি এই
বৃক্ষাবলীতে ছাড়াইলেই লোকালয় পাইব, এই পাদপ-
মণ্ডলীতে পার হইলেই বনপ্রান্তে উপস্থিত হইব এই
রূপ আশা করিয়া যে, কত পথই গমন করিলেন
তাঁহার ইচ্ছা করা যায় না। পরিশেষে তিনি লোকা-
লয়ের পরিদর্শে এক ভয়ঙ্কর প্রাক্তরুদ্বিতে উপনীত

হইলেন। এই প্রান্তর, বনের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত।
 উহার মধ্যে মধ্যে এক একটা বৃক্ষ বা কতকগুলি গুল্ম
 এবং কোন কোন স্থানে এক একটা ক্ষুদ্র জলাশয়ও
 দৃষ্টমান হয়। তন্নিম্ন অপর চতুর্দিকই কেবল শূণ্য
 করিতেছে। এই সময়ে একে নির্দিষ্ট কাল, তাহাতে
 আবার তখন দিনমণি গগনমণ্ডলের ঠিক মধ্য-ভাগে
 উদ্ভীর্ণ হইয়া অরুণার শরের ন্যায় করজাল নিক্ষেপ
 করিতেছিলেন। রঞ্জন পূর্বে যে রূপ রমণীয় বনভূমি
 অবলোকন করিয়াছিলেন উহা সেরূপ নহে। তিনি এই
 প্রান্তরের কিরকুর গমন করত দণ্ডায়মান হইয়া বনের
 প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, কোন স্থান নীলবর্ণ
 তরঙ্গমণ্ডলীতে হ্রস্বোদ্ভিত হইয়া স্নেহের স্নিগ্ধতাব ধারণ
 করিয়াছে, কিন্তু কোনভাগের পরিদর্শন এরূপ রূপ যে,
 দেখিলে ভয় হয়। এক দিক পতঙ্গ-গণেরও কুজিত-স্থান
 হওয়াতে একান্ত ভীষিত, ও অপর দিক প্রৌঢ় সত্ত্ব সমু-
 হের গভীরগর্জনে নিনাদিত। এক ভাগে নীলকান্তি স্নান-
 বলী আনিয়া উচ্চতর তরুনিখর অবলম্বন করিয়াছে এবং
 অপর ভাগে সজীব রনম্পতি সকলও দাবানলে দগ্ধ
 হইতেছে। তথাকার স্থানে স্থানে ভয়ঙ্কর অজগর সকল
 বৃক্ষমূল বেড়ন করিয়া নিদ্রা বাইতেছে এবং তাহাদের

শ্বাসপবনের সহিত প্রদীপ্ত বহ্নিনিখা বিনির্গত হই-
তেছে। কি ভয়ঙ্কর সময়! তখন সমুদয় জীব জন্তু
একুণ ভূষাতুর যে, ঐ সকল কুলদমের গাত্র হইতে
যে শ্বেদজল নির্গত হইতেছিল, কুকলাসেরা যুখে যুখে
আসিয়া নির্ভয়ে উহা পান করিতে লাগিল।

একণে রঞ্জন আর নির্ভয়-চিন্তে থাকিতে পারিলেন
না। চারি দিক্ বিপদাকীর্ণ দেখিয়া তখন তাঁহার হৃদয়-
মধ্যে সাত্ত্বিকের ভয় উপস্থিত হইল। তখন তিনি বন্ধু-
বাক্য অবহেলন করিয়া আসিয়াছি বলিয়া মনে মনে
যৎপরোনাস্তি অনুতাপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু
তখন আর অনুতাপ করিলে কি হয়! তখন ঐ প্রান্তর
পার না হইলে আর উপায় নাই এই ভাবিয়া পুনর্বার
পদচালনা করিলেন। দীপ্ততর প্রত্যাকরের কিরণোত্তপ্ত
সিকতা রাশির ভাপে চরণ যেন অগ্নিতে দগ্ধ হইতে
লাগিল। উত্তপ্ত পবন আসিয়া সর্ব্বশরীর যেন তালিতে
আরক্ত করিল, কুখার হস্তপাদাদি অবশ হইল, নিপা-
সার কষ্ট এক ঘরে কাঠবৎ শুষ্ক হইয়া গেল। তখন
ভাবিলেন অন্য এই মল্লভূমিতে প্রাণত্যাগ করিয়া প্রথম-
ব্রতের দক্ষিণাত্য করিবা। কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ
করা সহজ কর্ম নহে। স্তব্ররায় এক এক পা করিয়া

অগ্রদূত হইতে লাগিলেন। এইরূপ অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া এই প্রান্তরের মধ্যবর্তী এক ন্যগ্রোধ বৃক্ষের তল-
তলে উদ্ভূত হইলেন।

এ বটচ্ছায়ায় প্রবিষ্ট হইয়া উপবেশন করিবামাত্র
আপাততঃ তাঁহার সর্বশরীর শীতল বোধ হইল।
কিন্তু অগ্নিস্কুলিজের ন্যায় উত্তপ্ত বায়ুরাশি চতুর্দিক
হইতে আনিয়া গাত্রস্পর্শ করাতে সে শীতলতা অধিক
কাল রহিল না। তখন অন্যান্য স্রোত অনেক
অগমত হইয়া পিপাসাবিক্রম হইয়া সর্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া
উঠিল। তাঁহার প্রভাবে হৃদয় অবধি তান্ন পৰ্য্যন্ত
সমুদয় শুখাইয়া গেল। বোধ হইতে লাগিল যে, আর
কখনো জল না পাইলে প্রাণবিরোগ হয়, কিন্তু সে
যে স্থান, তথায় সমস্ত দিন ভ্রমণ করিলেও বিন্দুমাত্র
জল পাইবার সম্ভাবনা নাই। নিকটবর্তী যে সকল
নিম্নভূমিতে জল পাইবার আশয়ে অন্বেষণ করিতে গেলেন
তাঁহা শুষ্কোপক হইয়া রবিকরে বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল।
তিনি বিস্তারের ন্যায় ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিষ্কপ করিয়া এই
ন্যগ্রোধ তরুণই অতি সমীপে একটী শুষ্কাকৃত স্থান
দর্শন করিলেন। তাঁহার শুনা ছিল যে, প্রান্তরমধ্যে
কুপসকল এইরূপ শুষ্কাকৃত হই থাকে। হতরাং তিনি

ই স্থানকে কুপ বোধ করিয়া মোজুপ-লোচনে ও পদ-পদে তথার উপস্থিত হইলেন এবং উহার একটা মাত্র জ্বলন্ত অপরিত করিয়া যেমন দেখিলেন অমনি এক শয়ান প্রকাণ্ড শার্দুলের জ্বলন্ত অঙ্গার-সদৃশ লোচনোপরি লোচন-পাত্ত করিলেন। ব্যাত্ত উাহাকে দেখিবামাত্র পদচতুষ্টয়ের উপর ভর দিয়া উগবেশনপূর্বক লাজুল সঞ্চালন করিতে লাগিল; তাহার গাজলোম ও কর্ণদ্বয় উন্নত হইয়া উঠিল, এবং রক্তবর্ণ মুখবিবর হইতে লাল নিঃসৃত হইতে লাগিল। এই ব্যাপার দর্শনমাত্র রক্তনের আত্মাপুরুষ এক-বারে শুদ্ধ হইয়া গেল, এবং হৃদয় ছিন্ন-কণ্ড কপোতের ন্যায় ধড়-ধড় করিতে লাগিল। তখন তিনি উত্তি-কর্তব্যতা-বিমুচ হইয়া ব্যাত্ত-নয়ন হইতে নয়ন অপসারিত করিতে না পারিয়াই প্রতীপ-পাদে পশ্চাৎগে গমন করিতে লাগিলেন কিন্তু ফণমাত্র পরে যেমন নয়ন নামিত করিয়া ঐ বট-বিটপীর মূলভাগে বাইবেন অমনি শার্দুল গভীর গর্জনসহকারে লক্ষপ্রদান করিয়া উাহার উগরে আক্রমণ করিল; কিন্তু নিম্ন-মুখ একটা বিটপে প্রতিহত হওয়াতে সে আক্রমণ কোন কার্যকারী হইল না। প্রাণসংশয় বিপদে চতুর্ভুজ বলপ্রদান করিয়া রক্তন সে, তাদৃশ ক্ষৌণবল চইয়া গতি-শক্তি-রহিত-প্রাণ

হইয়াছিলেন তথাপি বায়্রকে এক বার অকৃতকার্য হইতে দেখিয়া সেই অবসরে উক্ত বৃক্ষের এক স্থল-ভগ্ন শিকাসংঘাত অবলম্বন করত নিম্নেবমধ্যে উহার উপরিত্তানে আরোহণ করিলেন। শাদ্দুল এই রূপে অষ্ট-লক্ষ্য হইয়া উক্ত বৃক্ষের মূলদেশে আগমন করত স্তম্ভারোহ সহকারে একপ গজ্জিন করিতে লাগিল যে, তৎপ্রবণে প্রাণিসাজেরই শরীর অবশ্য হইয়া পড়ে। সেই অগ্রবর্তী পদবর দ্বারা এক এক বার ভূমি কৰ্মণ করিতে লাগিল, এক এক বার বৃক্ষের ক্ষতদেশ ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিল এবং এক এক বার তাঁহাকে ধরিবার আশয়ে উল্লঙ্ঘন প্রদান আরম্ভ করিল। তাহার শরীরস্থ কটকিত প্রতি লোম হইতে যেন বহি-ষ্কূলিক নিগত হইতে লাগিল। সে বারম্বার বৃক্ষের মূলদেশ বেষ্টন করিয়া ক্রান্তি যোগ হইয়াতে রক্তবর্ণ রসনা বহির্গত করত এক স্থানে উপবিষ্ট হইয়া ব্যাদস্ত-মুখে বন বন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। অনন্তর দীর্ঘ দীর্ঘ লক্ষ প্রদান পূর্বক অতিদূরে গমন করিয়া এক বৃক্ষের গজ্জিন করিল। রক্তন সেই দূরগত শব্দপ্রবণে, ব্যাদস্ত তাঁহাকে না পাইয়া পরিত্যাগ করিয়া গেল। তাহারা যেমন অবতরণ করিতেছিলেন অস্মি সেই নক্ষত্র-

বেগে পুনর্ব্যার দৌড়িয়া আসিয়া পূর্ববৎ বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। তিনি পুনর্ব্যার উচ্চতর শাখায় উঠিয়া বসিলেন। এই ক্ষণে সে বারম্বার অতি দূরে গমন, শুখায় শব্দকরণ এবং পুনর্ব্যার ক্ষুভাবেগে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিবার কতই চেষ্টা করিল। কিন্তু তিনি একবার শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া আর কিছুতেই প্রভারিত হইলেন না।

ক্রমে দিব্যবসান হইল। চতুর্দিকের বনমণ্ডলীস্থ শতদ্রি-গণ কোলাহল করিয়া উঠিল। রজনী উপস্থিত। ক্রমে অন্ধকার সূচি-ভেন্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া চতুর্দিক আবৃত করিল। ভীষণকার তৈরব-রস ক্র-চেষ্টিত সহস্র সহস্র স্বাপদ সকল চারিদিকে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। এই সর্ববৃহৎ-ভয়ঙ্কর সময়ে রঞ্জন সেই গহন-বেষ্টিত প্রান্তরের মদ্যবস্তিনী-ন্যায়োদ-শাখায় একাকী আকূট। সমস্ত দিন বেগে দৌড়িয়াছিলেন, কণামাত্র জোজন বা বিন্দুমাত্র জল পান করিতে পান নাই। তিনি এইরূপ বিষম বিপদে পড়িয়া মনে করিলেম যে, যৌবন কি বিষম কাল! ইহার অধিকারে পতিত হইলে ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্তব্যাকর্তব্য ন্যায়ান্যায় হিতা-

হিত নিরুই বোধ থাকে না । “আমি যতদিন প্রাত্যাগমন
 না কর ততদিন এই স্থানে থাকিবে” বন্ধু আমাকে
 এইরূপ প্রতিশ্রুতি করাইয়া গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু
 আমি যতদূর ন্যায় হইয়া আগমনকালে তাঁহার সেই
 বাক্য একবার মনেও করি নাই । হা সখে ! পাপ করি-
 লেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় । তোমার ন্যায় অভিন্ন-জন্ম
 বন্ধু জগতে আর আমার কেহ নাই । আমি যখন তোমার
 বাক্য অবহেলন করিয়াছি তখন আমার আর কি পাপ
 করিতে বাকী আছে ? এক্ষণে প্রাত্যাগমন প্রায়শ্চিত্ত
 দ্বারা সেই পাপ হইতে মুক্ত হই । হায় ! যে সময়ে
 আমার জীবন-নাশ অন্যের প্রার্থনীয় হইয়াছিল, যদি
 তখন মরিতাম তাহা হইলে আমার মরণও এক জনের
 কুটীকর হইত, কিন্তু এক্ষণে সেই জীবন নিরর্থক অপগত
 হইল ! হা ভাত ! সর্বদা তোমার জন্ম রঞ্জন করি-
 তাম বলিয়া তুমি আমার নাম রঞ্জন রাখিয়াছিলে অদ্য
 তোমার সেই রঞ্জন এই যোরা বিভাবরীতে প্রান্তরে
 পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করে একবার, আসিয়া দেখিয়া
 দাও । আমার উদর পূর্ণ থাকিলেও তুমি নানাবিধ সুখাচ্ছা
 আনিয়া সর্বদাই আমাকে ভোজন করাইবার চেষ্টা
 করিতে কিন্তু অন্য সন্মাদিন খাই নাই, পিপাসায়

যুক কাটিয়া যায় কিন্তু এমত কেব নাই যে বিদ্ৰু-
মাজ্জ জনপিয়া জীবনরক্ষা করে। যে আমার মুখ ঈশ্ব-
রলিন দেখিলে তোমার যুক বিনীত হইত, আজি সেই
আমি ক্ষুধার্ত শাৰ্দ্ধূল-মুখে পতিত হইয়া হাহাকার করি-
তেছি তুমি ইহা কিছই জানিতেছনা। যে আমি
ক্ষণকাল তোমার মেজের অন্তরায় হইলে বিফল হইয়া
বেড়াইতে, অন্য সেই আমি জন্মের মত বিনাশ হইতেছি
সংসারও জাননা। মাতঃ! এপর্যন্ত তুমি জীবিত থাকিলে
আজি তোমার কি তুর্দশাই ঘটিত। হা পিত্রে! আমি
তোমার নাম ধান কিছুই জানিনা। কেবল সেই গান্ধা-
নুৰাগমূচিকা মোহিনী মূর্তি নিরন্তর অনুধ্যান করি।
আমি যে, এই বিপদে পড়িয়াছি তুমিই কি ইহাৰ নিদান
নহ? তুমি কি আমাকে একপ মিন্দে পতিত করিয়া
छথিনী আছ? হায়! যদি মরণকালে একবার দেখা হইত
অথবা তোমারই অন্য আমি এই জন-হন্য প্রান্তরে
পড়িয়া শাৰ্দ্ধূল-বদনে জীবন বিসর্জন করিতেছি যদি ইহা
একবার জানিতেও পারিতে, তাহা হইলেও আমি আ-
জাকে চরিতার্থ মনে করিতাম। যাহা হউক, এখন ত আমি
এ জন্মের মত বিনাশ হইলাম যেন জন্মান্তরেও তোমার
সেই নিকট রাজীব-সদৃশ সুখমণ্ডল অন্ততঃ একবারও

নিরীক্ষণ করিতে পাই ! হা অগদীশ্বর ! তোমার বনে
কি এই ছিল ?

রঞ্জন সেই বৃক্ষশাখার উপবেশন করিয়া এইরূপ
মানাবিধ চিন্তা করিতে করিতেই বিভাবরী অবসন্ন
হইল। তারাগণ তাঁহার দুঃখদর্শনে অসমর্থ হইয়াই
যেন একে একে অন্তর্ধান করিতে লাগিল, পাদপগল
অক্ষুণ্ণে ব্যথিত-হৃদয় হইয়াই যেন বিহগ-কোলাহলরূপ
আর্ত্তিরব সহকারে পত্র-লগ্ন-তুষার-বর্ষণ-মূলে রোদন ক-
রিতে লাগিল, কমলিনী-নায়ক ব্রজবধোদ্যত শার্দূলের
দণ্ড বিধানার্থে যেন গগনমণ্ডলে উদ্ভিত হইয়া কোণে
লোহিত বর্ণ ধারণ করিলেন। ক্রমে দুই তিন দণ্ড বেলা
হইল। ব্যাস সমস্ত রজনীই সেই তরুতলে গমনাগমন
করিয়াছিল কিন্তু এবারে অতি প্রত্যাঘে গমন করিয়া অপ-
র্যস্ত আর কিরিয়া আসিল না, ইহা দেখিয়া রঞ্জন কণ্ঠ-
স্থিত কলেবরে তরু হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং ব্যাস
যে দিকে গমন করিয়াছিল তাহার বিপরীত দিক্‌লক্ষ্য
করিয়া অবিস্রান্ত নৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। পূর্বদিন
সেইরূপ ক্লেশ, সেইরূপ ভয় ও সেইরূপ অনশন
গিয়াছে তথাপি প্রাণের ভয় এমনি যে, তিনি তাহাতেও
অবশ্যাক না হইয়া কয়েক দণ্ডমধ্যেই সেই প্রান্তরের

অপর প্রান্তে উপস্থিত হইলেন এবং উপস্থিত হইরা এক-
বার পঞ্চাঙ্কালে অনেকদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত পূর্বক
শাদ্দীলের কোন চিহ্নই দেখিতে পারিলেন না। অনন্তর
কিঞ্চিৎ বীত-ভয় হইয়া কিয়দূর গমন করত অসীমত
রক্ত-বর্ণ তায়প্রবাহে প্রবহমান একটি ক্ষুদ্র নির্দোষী
অবলোকন করিলেন। অনন্তর তাহাতে অবগাহন
করিয়া সন্নিহিত নানাবিধ তরু হইতে জ্বাজ্জ্বালন্ত অনেক
প্রকার ফল আনয়ন পূর্বক ভোজন ও নেইনদীর জল
পান করিলেন। ক্রমে শরীর শিথিল বোধ হইল। সে দিন
আর অধিক দূর যাইতে পারিলেন না। রক্তমী উপ-
স্থিত হইলে তত্রত্য কোন বক্ষোপরি আরোহণ করিয়া
উচ্চরীত বস্ত্রে পৃষ্ঠের অবলম্বন-সাথায় শরীর বন্ধন-
পূর্বক কথঞ্চিৎ নিদ্রাসুত্ব করিলেন।

পূর্বে দিনের ক্রম ভয় ও চিন্তার টেক্ষণ প্রযুক্ত
রক্তন কোন দিকে গমন করিলে সূর্য্যাস্ত হইবেন
তবিষয়ে জ্ঞাত হইরা ছিলেন হতরাং এক দিন এ দিক্
এক দিন ও দিক্ এইরূপ করিয়া বনচরের ন্যায় বন্য
ফল মূল ভোজন ও নগনদীজলপান পূর্বক অরণ্যে
অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই স্রোতে
প্রায় এক মাস অতিত হইল। একদা প্রকৃত সময়ে

তিনি বুকোপরি শরীর বন্ধন পূর্বক নিত্রা ঘাঁটতেছেন
 এমনত সময়ে সহসা আগরিত হইয়া দেখেন যে, সেই
 বৃক্ষের মূল অবধি অগ্রা পর্যন্ত সমুদয় কাঁপিতেছে,
 পরিণত পত্র ও পক্ক ফল সকল ফর্ফর শব্দে পড়িতেছে
 এবং তাঁহার আপাদ মস্তক সর্ব শরীর দোলায়মান হই-
 তেছে। বায়ুব লেশমাত্র নাই তথাপি এতদূর ব্যাপার
 ঘটতেছে কেন? এই অনুসন্ধানের জন্য তিনি ইত-
 স্ততঃ দৃষ্টি হইয়া নিম্ন ভাগে দেখিলেন এক প্রকাণ্ড
 অজগর সেই তরুর মূল অবধি বেঠম করিয়া তাঁহাকে
 গ্রাস করিবার নিমিত্ত উঠিতেছে। আর হস্তচতুষ্টয়
 মাত্র উঠিতে পারিলেই তাঁহাকে কবলিত করে। এই
 ব্যাপার অবলোকন করিয়া তাঁহার জীবনাশা একবারে
 মিরস্ত হইল কিন্তু তৎকালোৎপন্ন ভয়মিশ্রভাবে উদ্ভ-
 রীর বস্ত্র গাত্র হইতে উন্মোচন পূর্বক কুণ্ডলীকৃত করিয়া
 ভূত্বকমের ব্যাদস্ত আনন মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন।
 ভূজগরাজ তাদৃশ ক্ষুদ্র কুণ্ডল অমায়াদেই গ্রাস করিতে
 পারিত কিন্তু উহার দশা সকল তাহার বিকটাকার দশন-
 মধ্যে সংলগ্ন হওয়াতে উহা উন্মিরণ বা নিগীলন করিতে
 কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইতে লাগিল। রক্তন সেই সময়ের
 মধ্যেই দ্রবভী শাখাস্তর অবলম্বন করিয়া লক্ষে লক্ষে

তরু হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং অবতীর্ণ হইয়াই ক্ষণ-
বেগে এক দিকে ঘোড়িয়া চলিলেন। অজ্ঞাতেরা চুপ-
লক্ষ্যের কিছুই করিতে পারেন না হতরাং সে কিয়ৎক্ষণ
মর্জ্জনযাত্রা করিয়াই নিদ্রান্ত হইল।

এ দিকে রঞ্জন কিয়দূর গমন করিয়া ধনে ধনে
চিন্তা করিলেন আমি কি নিমিত্ত ভুখণ-মুখ হইতে
পলায়ন করিয়া আনিলাম? আমার আর জীবনের
প্রয়োজন কি? কি স্থানে আর প্রাণ ব্যয়ন করিতে
অভিলাষ হয়? আর এক হাস অতীত হইল আমি
কিনা জন্তুর ন্যায় বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি।
কুখা হইলে কটু তিক্ত ফল মূল ভোজন করি ও নিদ্রা-
কর্ষণ হইলে বৃক্ষে উঠিয়া নিদ্রা ঘাই। পরম প্রেমাম্পদ
শ্রম-অন্যায়ের সাক্ষাৎকার লাভ দূরে থাকুক মানস মাত্রের
সহিত সম্মান নাই। বোধ হয় শরীর প্রদূষণ কলংকার
ও ভ্রষ্ট-জী হইয়াছে যে, পরিচিহ্ন লোকেরাও এখন
হেথিলে সহসা চিনিতে পারেন না। পুনর্বার অনন্য-
স্বরূপা অম্মভূমির মুখাবলোকন করিব, পুনর্বার জেচ-
ময় অনেক মহাশয়ের চরণ বন্দনা করিব, পুনর্বার সেই
হৃদয়ের কণ্ঠদারণ করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ণ করিব, পুনর্বার
সেই মনোরথ-প্রিয়ার তামরদ-তুল্য বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ

করিব, যথেষ্ট আর একুশ আশা করিতে পারি না। এখন যে কয়েক দিন জীবিত থাকিব কেবল অসঙ্গ বজ্রগানল ভোগ করিতে হইবে। এক্ষণে দীঘ্র মৃত্যুই আমার পরম প্রার্থনীয়। অতএব আর অন্য চিন্তার প্রয়োজন নাই; এক দিক্ লক্ষ্য করিয়া অনবরত গমন করিতে থাকি; পশ্চিমধো নল নদী বা সাগর উপস্থিত হয় তাহাতে নিমগ্ন হইব, টৈলাবলী দেখিতে পাই তাহাতে আরোহণ করিয়া অদঃপতিত হইব, ব্যাঘ্র ভল্লু-কাদি হিংস্র জন্তু সম্মুখে সমাগত হয় তাহাদের মুখ-বিবরে প্রবেশ করিব।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই তিনি এক দিক্ লক্ষ্য করিয়া অমিত্রায়ে গমন করিতে লাগিলেন। কিছু দূর বাইলেই সম্মুখ ভাগে এক নীলবর্ণ নবীন মেঘাবলী অবলোকন করিলেন। ভাবিলেন গমনের নিবৃত্তি করা হইবে না; করত এতম্নিঃসৃত বৃষ্টি বা করকণাঘাতে আদাই সম্রণাশেষ হইবে। আরও কতকদূর গমন করিলে পর সেই মেঘমালামধ্যে দুই একটি শূক ও ক্রমে ক্রমে দুই একটি বৃক দৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন দ্বির করিলেন উহা ঘনাবলী না হইয়া টৈলশ্রেণী হইবে। অনন্তর বেলা নিঃশেষ হইয়াছে এমন সময়ে সেই টৈল-

সমীপে উক্তীর্ণ চট্টরা আরোহণ করিবার পথ আন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এক বন কাছাকাছি শৈলাবৃত্ত; সুতরাং দিনমণির অস্তগমনসমকালেই একপ প্রগাঢ় অন্ধকার আবির্ভূত হইল যে, কোন্‌দিক বস্তুই দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব তিনি নিবিধ্যচেষ্টা করিয়াও শৈলারোহণের পথ বাতির করিতে পারিলেন না।

ক্রমে রাত্রিচর আরণ্য ভ্রমণ বহল য য স্থান হইতে বহির্গত হইয়া চতুর্দিকে শব্দ করিতে লাগিল। অসিত ভ্রমণ কি সহজে লঙ্ঘন করিতে পারা যায়? বহুদূর গমনের নিমিত্ত যে, তাদৃশ ক্লেশসম্পন্ন হইয়াছিলেন তথাপি অরণ্যের ভাংকালীন ভাব অবলোকন করিয়া উহার চন্দনানন্দো সান্ত্বিনীয় শক্তি উপস্থিত হইল। সুতরাং নিকটবর্তী এক বক্ষোপরি আরোহণ পূর্নক বামিনী-স্থাপনের মানন করিলেন। কিন্তু ঐ বৃক্ষের কতক দূর আরোহণ করিয়াই সমুদ্র নদ শৈলের নাতুচ্চ সানুপ্রদেশে একটী আলোক দর্শন করিলেন। অত্যন্ত দুঃখের পর সুখপ্রাপ্তির স্থলে পণ্ডিতেরা অন্ধকারে দীপদর্শনের উপমা দিয়া থাকেন, সুতরাং এই অন্ধতমপার্বত্য নিবিড় অরণ্যমধ্যে তাদৃশ দীপালোকজন্য রঞ্জনের আল্যাদেশ সহিত আর কি দিয়া উপমা দেওয়া যাইবে? তিনি

তিনি হইরাছেন। ইহাঙ্গিকে দেখিয়া আমার মনঃ
এত ব্যাকুল হইতেছে কেন? দেখিতেছি ইহাদের উভ-
য়েরই নবীন বয়স, উভয়েরই সর্ব্বাঙ্গের স্মৃণ বন্ধল
দ্বারা আবৃত। ইহারা কি তপস্বীরই সন্তান? না কোন
অনির্বচনীয় কারণ বশতঃ সংসারের প্রতি বিমুগ্ধ হইয়া
জিজ্ঞাসা করিতে এইরূপ তপসধর্ম্ম অবলম্বন করি-
য়াছেন? বাহা হউক জিজ্ঞাসা করিয়া ইহাদের নবি-
শেষ বৃত্তান্ত জানিতে হইবে।

তিনি লুখাসীন হইয়া মনে মনে এইরূপ আন্দোলন
করিতেছেন এমন সময়ে প্রথম তপসকুমার তাঁহার
প্রতি বহু ক্ষণ দৃষ্টিপাত করিয়া প্রতিজ্ঞাতের ন্যায়
বোধ করত হৃদয়মনোঃ কি যেন চিন্তা করিতে লাগি-
লেন। দ্বিতীয় অধিযুবক সহচরের প্রতিপ্রায় বৃত্তিতে
স্মারিয়া সমীপে উপবেশন পূর্ব্বক মধুর বচনে সম্বোধিয়া
কহিলেন “মহাশয়! অতিথির নাম ধাম জিজ্ঞাসা করি
রীতি নাই। কিন্তু এ বৈরাগ্যস্থান, এখানে কদাচৈক
একল অবস্থায় উপস্থিত হইতে দেখিলে অবশ্যই তাঁহার
সিদ্ধি শেষ বৃত্তান্ত জানিবার জন্য হৃদয়মনোঃ অনিবার্য
কৌতুহল জন্মে। অধিকার দেখিয়া আসনাকে যেমন
কোন প্রশ্ন করি বংশোদ্ভব মহাপুরুষ বোধ হইতেছে, সেই

রূপ অচিরে যে, কোন বিপৎসাগরে মগ্ন হইয়াছিলেন তাহাও গোপিত থাকিতেছে না। আপনি কোন্ দেশে এবং কোন্ সংশ্লেষ ভাষা গ্রহণ করিয়া কোন্ নাম অঙ্গীকার করিয়াছেন? কি নিমিত্ত বিনেশ-পর্যটনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? কোন্ কোন্ স্থানে গমন করিয়াছিলেন? কি প্রসঙ্গে বা এই দীর্ঘারণো প্রবেশ করিয়া অন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছেন? যদি বলিবার কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক না থাকে তবে এই কয়েকটি কথার যথাযথ উত্তর প্রদান করিলে আমরা পবন অনুগৃহীত হই। রক্তন এই কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে ভাবিলেন আমি যেমন উইঁাদের বৃত্তান্ত জানিবার জন্য কৌতুকী হইয়াছি, আমার বৃত্তান্ত জানিতেও উইঁাদের সেইরূপ কৌতুক দেখিতেছি। যাহা হউক এক্ষণে আত্মনিবরণ বণন না করিয়া আর উইঁাদের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায় না। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি স্ববৃত্তান্ত বণন করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে প্রথম তাপসকুমার সহচরকে সম্বোধন করিয়া দয়াদ্রিষ্টিতে কহিলেন নবো! উইঁার বৃত্তান্ত জানিবার জন্য আমাদের যৎপরোনাস্তি কৌতুক হইয়াছে যথার্থ বটে, কিন্তু অন্য উইঁাকে অতিশয় ক্রান্ত দেখিতেছি অতএব কেবল জানাঙ্গির কৌতুক-

হল পুরণের জন্য আর উঠাকে কষ্ট দেওয়া উচিত
 হইতেছে না। অতএব আমার মতে অন্য উনি বিজ্ঞান
 করুন, কল্যা প্রভাতে সকল কথা শ্রবণ করা যাউবে।
 তাঁহার যুক্তিযুক্ত এই বচন শ্রবণ করিয়া সকলেই
 সন্তুষ্ট হইলেন এবং সকলেই এক এক শিলাতলে শয়ন
 করিয়া নিশাবদান করিলেন।

রোनावতী ।

— ৩৭ —

পঞ্চম উচ্চঃস ।

রজনী প্রভাত হইলে সকলে গাজোখান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্বক এক এক শিলাতলে উপবেশন করিলে রজন ভাপনদ্বয়কে স্বস্ত প্রবণে সমুৎসুক দেখিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস-পরিত্যাগ-পূর্বক কহিলেন খাৰ্শী-কুমার : আসি নিত্য হতভাগ্য, আমার জীবনরত্ন কেবল ক্লেশময়ঃ উহা শুনিয়া কিঞ্চিৎমাত্র স্থখ নাই, তথাপি আপনাদের আজ্ঞা অবহেলন করিতে পারি না এই নিমিত্তই সংক্ষেপে বলিতে আরম্ভ করিলাম প্রবণ করুন ।

ভাগীরথীর তীরভাগে চম্পা নামে এক রমণীর নগরী আছে । বীরশেখর নামক মহাপ্রভাব মহীপাল তথায় আধিপত্য করেন । মহাকুলপ্রসূত অশেষবিদ্যা-বিশারদ আমার পিতা বিশ্বদেব জাহার প্রধান অমাত্য । রাজা

অসম্ভব প্রভি এরূপ বিশ্বস্তচিত্ত যে, সন্ধিবিগ্রহাদি সমুদায় রাজকর্মের ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিয়া স্বয়ং বিষয়বাসনা চরিতার্থ করিয়া থাকেন। পিতাও এরূপ বুদ্ধিমত্তা ও এরূপ সন্ধিবেচনা দ্বারা সমুদয় কার্য সম্পাদন করেন যে, তাঁহার কোন কার্যে কেহ কখন অসন্তোষ প্রকাশ করিতে পারে না। সুতরাং তাঁহারও রাজ্যের ন্যায় প্রভুতা ও রাজার ন্যায় সম্মান হইয়া উঠে। অন্ত-এক ভূপাল আপনি যেরূপ বিষয় ভোগ করিতেন প্রিয় সচিবকে তাহার কিঞ্চিৎমাত্র স্থান করিতে দিতেন না। পিতা ব্রহ্মচারীবেশে গুরুগৃহে বাস করত সমুদায় বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া কিঞ্চিৎ অধিক বয়সে দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার প্রৌঢ়াবস্থার মধ্যভাগে তাঁহার প্রথম পুত্ররূপে আমার জন্মগ্রহণ হয়। শূনিষাচি রাজনন্দন জন্মিলে সমুদয় নগর যেরূপ উৎসবনয় হয়, আমার জন্মদিবসেও তাহার কোন অংশে স্মৃতি হয় নাই। আমি বর্ষমাত্রবয়স্ক হইলেই পিতা সর্বদাই আমাকে কোড়ে লইয়া রাজনন্দার গমন করিতেন। নরপতি প্রভৃতি আত্মান-গত সমুদয় লোকেই আমাকে লইয়া জীড়া-কৌতুক করিতেন। আমি তখন অসৌ-খ্যিক রূপলাবণ্য ও মর নব বুদ্ধিচাতুর্য প্রকাশ দ্বারা

সকলের হৃদয়রঞ্জন করিতাম এই জন্য তাঁহার নামকে রঞ্জন বলিয়া ডাকিতেন। তদবধি রঞ্জনই আমার নাম হইয়াছে।

এই রূপে আমি বালিকাদিগের পুত্তলিকার ন্যায় তৃত্যবর্গের ক্রোড়ে ক্রোড়ে আরোহণ করিয়া পিতার মধ্যমাস্থলির অবলম্বন হইয়া এবং জননীর অঞ্চলের নিবি হইয়া চতুর্থাৎ বৎসরে প্রবৃত্ত হইলাম, এমনত নম্রয়ে অকস্মাৎ অকালজ্ঞ কাল আসিয়া জননীকে উদরনাৎ করিল। পরিবারের আবাণ বৃদ্ধ বনিতা সকলেই তাঁহার শোকে শোকাকুল হইলেন। কিন্তু তখন আমার পোক অভ্যুত-প্রকার। শুনিয়াছি, আমি জননীর মরণসময়ে কিছুই বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু পশ্চাৎ সকলকেই বিষয় ও রোক্তদ্যমান দর্শনে একবার ইহার মুখ, একবার উহার মুখ তাকাইয়া বিহ্বলরূপে বেড়াইতে লাগিলাম এবং জননীকে না দেখিতে পাইয়া মধ্যে মধ্যে ক্রন্দন আরম্ভ করিলাম। তখন সকলেই আমাকে ক্রোড়ে লইয়া অন্যমনস্ক করিয়া নাড়না করিবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমাকে কি দিয়া নাড়না করিবেন? আমি নরকদাই জননীর অশ্রুধ্বনে একবার বহির্বাশীতে যাই

একবার অন্তঃপুরে আগি, একবার গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হই
কিন্তু কোথাও সেই সুখ-নোদর বদনমণ্ডল দর্শন
করিতে না পাইয়া পুনরায় কাঁদিয়া উঠি। জনক
মহাশয় তখন প্রিয়তমা জ্ঞার শোক সংবরণ করিয়া
আমাকেই সান্ত্বনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি
জ্ঞানীতে আমাকে ক্রোড়ে কইয়া শয়ন করিতেন, কিন্তু
নিদ্রা ভঙ্গ হইলেই আমি সমুদায় শয্যার জ্ঞানীকে
হস্তামর্ষণ করিতাম এবং পরিশেষে তাঁহার কোন
চিহ্ন না পাইয়া কাঁদিয়া উঠিতাম। আমি মর্মে মর্মে
পিতাকে রোদিন করিতে দেখিলে “পিতঃ! কান্দ কেন?
কি হইয়াছে?” এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার অশ্রু-
প্রবাহ দ্বিগুণিত করিয়া দিতাম। বাহা হউক, কাল
সকলই সহাইয়া দেয়। ক্রমে আমি সেই জ্ঞানীর মুখ-
সুখকরও বিষ্মৃত হইতে লাগিলাম। কিন্তু তখন পিতাই
আমার সকল সুখের অবলম্বন, সকল পরামর্শের
জিজ্ঞাসাম্বান এবং সকল দুঃখের অভিযোগ-পাত্র হইয়া
উঠিলেন। তৎকালে আমাদের উভয়ের এইরূপ ভাব
দণ্ডায়মান হইল যে, আমি কখনো তাঁহাকে না দেখিলে
জীবিতে পারি না এবং তিনিও মুহূর্ত্তমাত্র আমি নেত্রের
অস্তরাল হইলে বিহ্বল হইয়া পড়েন।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইল। পরিশেষে প্রতি-
বাসিনীগণেরা পিতাকে কিঞ্চিৎ বিগত-শোক দেখিয়া পুন-
র্বার দারপরিগ্রহের পরামর্শ দিতে আরম্ভ করিল। তিনি
পূর্বপক্ষীর গুণাবলীতে এরূপ মুগ্ধ ছিলেন যে, পত্নীস্বর-
পরিগ্রহের কথা হইলেও প্রথমতঃ বিরক্ত হইয়া উঠি-
তেন। কিন্তু অনবরত তাঁহাদের নানারূপ প্রবর্তনা দ্বারা
ক্রমশঃ তাঁহার নে ভাব অপগত হইয়া বিবাহ করিতে
অভিলাষ জন্মিল এবং ছাদশবর্ষব্যয়স্তা এক হুরূপা
ব্রাহ্মণকন্যার পানি গ্রহণ করিলেন। বিমাতা গুলে
আগমন করিলে প্রতিবাসিনীগণ “রঞ্জন! তোমার
মা আনিয়াছে” বলিয়া আমাকে তাঁহার কোড়ে অর্পণ
করিল। আমি তাহাদের কথায় বিশ্বস্ত হইয়া জননী
মুখদর্শনাভিলাষে চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম
কিন্তু সেই স্নেহময় মুখমণ্ডল আর কোথায় দেখিতে
পাইব? বাহা হউক, আমি সকলের শিক্ষাদানানুসারে
ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিয়া তাঁহাকেই মাতৃসম্বোধনে
আহ্বান করিতে লাগিলাম এবং তিনিও আমাকে পুত্রবৎ
স্নেহসহকারে ভালরূপে পালন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পঞ্চমবর্ষে বিদ্যারম্ভ হইলে আমি উপাধ্যায়-
সমীপে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলাম। আমার

মেধা সাত্ত্বিক প্রাণের ছিল। উপাধ্যায় মহাশয় তাহা দুই এক বার বলিয়া দিতেন তাহা আর প্রায় ভুলিতাম না। হুতরাং অতিরিক্ত মধ্যাহ্নে স্বর্ণপরিচয় সমাপন করিয়া ব্যাকরণ সাহিত্যাদি অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলাম। আমি যে সকল সমন্বয়ক বালকদিগের সহিত একত্রে পাঠ্যরত করিয়াছিলাম, বিদ্যা বিষয়ে তাহার। আমার বহুদূর পশ্চাদ্ভর্তী হইয়া পড়িল, কেবল সাধব নামে এক ব্রাহ্মণকুমার প্রায় আমার ন্যায় বুদ্ধি-মেধা-সম্পন্ন হওয়াতে আমার সহায়্যায়িকরূপে চলিতে লাগিলেন। তখন লক্ষ্য সেই অবধিই তাঁহার সহিত আমার অকপট প্রণয় জন্মিল। তদবধি আমরা দুইজনে একত্রে অধ্যয়নাদি করিতে লাগিলাম যে, লোকে আমরা দিগকে দেবীয়া রাম লক্ষণ বা অশ্বিনীকুমার দ্বারা উপমা দিতে লাগিল। যাহা হউক উপাধ্যায় মহাশয় আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি দ্বারা অপূর্য্যাপ্ত পরিভোষ প্রাপ্ত হইয়া নগরের সর্বত্রই আমাদের যশোমোষণ আরম্ভ করিলেন; তদনু-সারে সর্ব সন্মানেই আমরা বক্তৃতাগুলি বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিলাম। জনক মহাশয় যখন যখন আমার এই কথ্যাতিবাদ প্রবণ করিতেন, তখনই তাঁহার আশী-ষাৎ আর নীচা প্রদানিত না। কিন্তু সংযোজিত প্রস্তর

কত কাল দূতবদ্ধ থাকে ? বিমাতা এত দিন আমার প্রাণি
পুত্রভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু এক্ষণে আমার এই
সকল খ্যাতিবাদ প্রবণে ক্রমশঃ ক্লেশানুভব করিতে
লাগিলেন। তাঁহার বয়োবৃদ্ধি সহকারে ঈর্ষ্যা ও বর্জিত
হইতে লাগিল। বাহাতে তাঁহার সন্তোষ জন্মে আমি
সর্বদাই সেইরূপ কার্য্য করিতাম, কিন্তু তিনি আমার
সকল কার্য্যই অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।
আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাঁহার নিকট ভোজ্য প্রার্থনা করিলে
তিনি বিরক্ত হইয়া বিরস-বদনে যৎকিঞ্চিৎ প্রদান করিয়া
আমাকে নিকট হইতে বিদায় করিতে আরম্ভ করিলেন।
এই সকল দেখিয়া শুনিয়া তখন বোধ হইল যে, আমার
জননী নাই। জননী ব্যতিরেকে কে প্রফুল্ল-মুখে পুত্রের
প্রার্থনা পূরণ করিয়া থাকে ? কে বা পুত্রের ক্ষুধা তৃপ্ত
করিয়া ভোজ্য পানীয় প্রদান করিতে পারে ?

যাহা হউক, এই রূপে কিছু কাল অতীত হইলে পর
বিমাতার একটা পুত্র জন্মিল। পিতা তাহার নাম
ললিত রাখিলেন। আমি ললিতকে সান্ত্বনয় ভাল
বাসিতাম, সর্বদা তাহার সহিত ক্রীড়া কৌতুক করি-
তাম এবং সর্বদা তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া বেড়াইতাম।
কিন্তু অত্যাসক্ত দ্বারা পাছে ললিত আমার প্রতি

মানুষের এই ভয়ে মাতা তাহা দেখিতে পারিতেন না। আমি তাহাকে জোড়ে লইলেই তিনি বিরক্ত হইতেন এবং তাহার অনিষ্ট সম্ভাবনা করিতেন। একদা তাহাকে জোড়ে লইয়া হত্যা করাইতে করাইতে হঠাৎ সে আমার হস্তস্থলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। মাতা ইহা দেখিবারাত্র "সপত্নীহৃত রঞ্জন দ্রব্য প্রযুক্ত আমার পুত্রকে হত্যা করিল এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাহার রোদন ধ্বনিতে প্রতিবেশিগণ সমস্ত্রমে আশ্রমের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তাহাদিগকে দেখিয়া আমার প্রতি নানাকল্প দোষারোপ পূর্বক উপস্থিত ব্যাপার অবগত করাইলেন, কিন্তু সকলেই আমার চরিত্র অবগত ছিলেন এবং ভূমি-পতিত হওয়াতেও সন্তানের কিছু মাত্র অনিষ্ট হয় নাই দেখিয়া একে একে প্রস্থান করিলেন। তদবধি মাতা মূঢ়ত্বের পরিত্যাগ পূর্বক প্রকাশ্যভাবেই আমার প্রতি বৈরিতা-চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। অতঃপর আমি মা বলিয়া ডাকিলে আর তিনি উত্তর দিতেন না। আমি সম্মুখে গমন করিলে বিবৃদ্ধ-বুধ হইয়া বসিতেন এবং রঞ্জনের মা বলিয়া কেহ তাহাকে সম্বোধন করিলে জোড়ে জুলিয়া

হাইতেন। পিতা বিবাহ করিয়া অবশি পাছে ভাষ্যার পরামর্শ আমি তাঁহার পর হইয়া যাউ, দক্ষিণ এই শক্তি করিতেন। তিনি মনে মনে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, রঞ্জন কখনও জননীকে স্মরণ করিয়া ঘালাতে ছুঃখানুভব না করে সতত সেই চেত্না করিব, রঞ্জনের চক্ষুর জল কখনও দেখিতে পারিব না এবং তাঁহার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা কহিলে তাহাতে কর্ণপাত করা দূরে থাকুক ভৎসনা করিয়া অপবাদকে দুরীকৃত করিব। কিন্তু সপত্নীহত্যের প্রতি বৃদ্ধ পতির বিরোগোৎপাদন করা যুবতী পত্নীর কত কাল অনাধ্য থাকে? পিতা প্রথমতঃ স্বীয় ভাষ্যামুখে আমার নিন্দাবাদ শ্রবণ করিলে নাতিশয় অনন্তুষ্ট হইতেন, এবং তন্মূলক কলহ করিয়া দুই চারি দিন তাঁহার মহিত বাক্যালাপ করিতেন না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেরূপ ভাব অপগত হওয়াতে পরিশেষে প্রেমসীর পক্ষই অবলম্বন করিলেন। তিনি যদিও আন্তরিক স্নেহবশতঃ আমার প্রতি সমধিক রক্ষা ভাব প্রদর্শন করিতে পারিতেন না কিন্তু বিষাক্ত আমার প্রতি কর্কশ ব্যবহার করিতেছেন দেখিয়াও তাহাতে উদাসীন্য অবলম্বন করিতে লাগিলেন। প্রকৃষ্ট স্নেহের অপমাত্রও আলম হইলে কি সহ করা যায়?

নিজের এই অপমান ভাবান্তর দেখিয়া আমার মনে অত্যন্ত বিরাগ উপস্থিত হইল; তখন মনে করিলাম আমি কি হতভাগ্য! জননী কি পদার্থ জানিতে না জানি-
ছেই তাঁহাকে হারাইলাম। যে পিতাকে অবলম্বন করিয়া সমুদয় শোক বিস্মৃত হইয়াছিলাম এক্ষণে তিনিও একরূপ বিরূপ হইলেন। আর কাহার নিকট দুঃখ নিবেদন করি? আর আমার বাঁচিয়াই বা কল কি? যাঁহা হউক আমার এইরূপ মনোবেদনা বার তার সমীপে প্রকাশ করিতাম না, কেবল পূর্বোক্ত প্রিয়স্বপ্ন মাধবের নিকটে মধো মধো দুঃখের দ্বার উদ্ঘাটন করিতাম। আমার দুঃখের কথা শুনিবার সময়ে তৎ-
কাল বঙ্গব্রজ নেত্রজলে ভাসিয়া যাইত। তিনি আমাকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত কতই চেষ্টা করিতেন কিন্তু কি বলিয়া সান্ত্বনা করিবেন তাহার কিছু না পাইয়া বিষাদ-
বাগরে নিমগ্ন হইতেন।

এই সময়ে আমার উপনয়ন সংস্কার সমাপ্ত হইয়া-
ছিল এবং আমি দেবীর পদবীতে পদার্পণ করিয়াছিলাম।
নিজের আন্তরিক অভিশাপ ছিল যে, আমার বিবাহ
হিয়া পূত্রবধূমুখ দর্শন করেন কিন্তু পত্নীর ভয়ে তাহা
প্রায় প্রকাশই করিতে পারিতেন না। অনন্তর মাতা, বৎস

আপন স্বামীর এই অভিনাব অবগত হইলেন তখন তাঁহার
 ইর্ষ্যানল আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ভাবম্বাধি তিনি
 বিধিভ্রমে আমার অনিষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন।
 কি আশ্চর্য্য! আমি চিরকাল জনমীর ন্যায়ই তাঁহার
 প্রতি ব্যবহার করিয়াছি, দাসের ন্যায় তাঁহার আজ্ঞা
 প্রতিপালন করিয়াছি এবং সহোদরের ন্যায় তাঁহার
 পুত্রসীকে লালন পালন করিয়াছি, তথাপি কি জন্য যে,
 আমার প্রতি তাঁহার এরূপ ঘেঁষড়াব জন্মিল, তাহা এই
 অদ্ভুত বিশ্বসৃষ্টির বিবাতা বিধাতাই জানেন। যাহা হউক
 আমার বিবাহের কথোপকথন হইতেছে এমনত নমসে
 এক দিন আমি কার্য্যান্তরে গমন করাতে পিতা অগ্রে
 ভোজন করিয়া রাজভবনে গমন করিলে পর আমি বাসী
 আনিয়া ভোজন করিতে বসিলাম। আমার আকীশন
 হইয়াছে এমনত সময়ে যাতা এক পাত্র দুগ্ধ আনয়ন
 পূর্ব্বক সাহসগতভাবে উহা পান করিবার নিমিত্ত
 আমাকে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার অভিনাব ছিল
 যে, সম্মুখে দণ্ডাধীন হইয়াই আমাকে উহা পান করান
 কিন্তু আত্ম-সহাধের কোন কার্য্যান্তর উপস্থিত হওয়ার
 কিয়ৎ কালের নিমিত্ত তাঁহাকে তথা হইতে বাইতে
 হইল। আমি তাঁহার এইরূপ ভাব দেখিয়া বিস্ময়গত

কটিলাম। ভাবিলাম এ কি? বিধাতা আমার প্রতি কি
 রেনা এত সময় হইলেন? বোধ হয় মাতা আমার
 অনেক প্রতিকূলতা করিয়াও কোন রূপে আপনায় প্রতি
 আমার চিত্ত-বিকার জন্মাইতে পারিলেন না দেখিয়া
 সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তন্নিমিত্ত এইরূপ স্নেহপ্রকাশ
 করিয়া পূর্ব-ভাব অবলম্বন করিবার চেষ্টা পাইতেছেন।
 আমি অন্যান্যক হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছি এমত
 সময়ে আমার সেই বিমাতৃজ ললিত সেই স্থানে
 আসিয়া সেই দুগ্ধ পান করিবার অভিলাষ করিল।
 আমি তাহাকে আদর পূর্বক অন্ধ স্থাপন করিয়া
 সেই দুগ্ধ নিঃশেষে পান করাইলাম; কিন্তু পান
 করিযামাত্র সে বিচেষ্টন হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ
 করিল। আমি ইতি-কর্তব্যতা-বিমুক্ত হইয়া মাতাকে
 আহ্বান করিবার উপক্রম করিতেছি এমত সময়ে তিনি
 সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং সেই ব্যাপার অব-
 লোক্য করিয়া “রঞ্জন আমার পুত্রকত্যা করিল” বলিয়া
 ক্রীৎকার পূর্বক শিরে কড়াঘাত করত ভূমিতে দ্রুত
 করিয়ে লাগিলেন। তখন আমি বুঝিলাম মাতা এই
 মরল পান করাইয়া আমাকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা
 করিয়াছিলেন; কিন্তু গরের অনিষ্ট করিতে মেলেই

অথো আপনার অনিষ্ট হয়; উত্তরের কোশলে ইহার
 স্ব-মিকিণ্ড শর নিজ হৃদয়ই বিদীর্ণ করিল। যাহা হউক
 অতঃপর আমার এস্থান হইতে পলায়ন করাই জের।
 এই ভাবিয়া সেই উচ্ছিষ্ট-হৃদয়েই দ্রুতবেগে বহু
 আবানে গমন করিলাম এবং তাঁহাকে পূর্বোপর সমস্ত
 অবগত করাইয়া কহিলাম সখে! হতভাগিনী যে ব্যাপার
 ঘটাইয়াছে ইহাতে লোকে আমার চরিত্র সমীক্ষা অব-
 গত থাকিলেও শূকা করিতে পারে! প্রকৃত বিষয় সক-
 লের হৃদয়ঙ্গম করান কঠিন কর্ম। বিশেষতঃ পিতা
 এই বিষয় অবগত হইয়া পুত্রশোক-বিহ্বল হইবেন
 স্ততরাং তত্ত্বাবধানে অনমর্থ হইয়া অবশ্যই আমার
 দোষ সম্ভাবনা করিয়া একবারে স্নেহহীন হইবেন, অত-
 এব এজলী লোকাবগীত সুখ-লেশ-শূন্য সংসারে আর
 ক্ষণকাল থাকিব না; নয়নদ্বয় যে দিকে পথ প্রদর্শন
 করে সেই দিকেই গমন করিব। সখে! তোমার সহাব-
 স্থান-সুখ আমার ফুরাইল, আইস একবার গাঢ় আলিঙ্গন
 করিয়া অশ্রুর মত বিদায় হই। দেখিও, পিতা রহি-
 লেন; তিনি আমার নিমিত্ত অত্যন্ত কাতর হইলে এক
 এক বার নিকটে ঘাইয়া সান্ত্বনা করিয়া আসিও।
 এই বলিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার

একদিনের অপেক্ষা না করিয়াই কানিতে কানিতে নগরী
 হইতে বহির্গত হইলাম। পরিবেশের বেগে প্রবহমান
 হইলে তদানন্তর কাঠখণ্ড কি স্থির থাকিতে পারে? রক্তও
 আমার বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া অস্ত্রজল বিনষ্টন
 করিতে করিতে, আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন।
 পাছে নগরীর কেহ আসিয়া আমার গমনের প্রতিবন্ধ-
 কতা করে এই ভয়ে আমি উর্দ্ধ্বাসে দৌড়িতেছিলাম
 হুতরাং হুতরাং আমাকে অনেকক্ষণ ধরিতে পারেন নাই।
 পরিশেষে প্রায় দুই কোশ পথ অতিক্রম করিয়া এক
 স্থানে উভয়ে মিলিত হইলাম। তখন বহু নানারূপ
 প্রাণবোধবচনে পুনর্বীর নগরী প্রত্যাগমনের জন্য অনু-
 রোধ করিতে লাগিলেন কিন্তু আমার মন এত রুদ্ধ
 হইয়াছিল যে, কিছুতেই তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিলাম
 না। পরিশেষে তিনিও ভূয়ো ভূয়ঃ অনুরোধ উল্লঙ্ঘন
 করিয়া আমার চিরদুঃখের সহচর হইবার জন্য অনু-
 গমনে কৃতসংকল্প হইলেন। ভালই! এতাদৃশ প্রিয-
 চরদের সংসর্গ কে পরিত্যাগ করিতে বাসনা করে?
 অনন্তর দুই জনেই পশ্চিমাভিমুখ হইয়া ক্রমশঃ চলিতে
 লাগিলাম। কিস্কন্ধর গমন করিয়া রজনী উপস্থিত
 হইলে এক গৃহস্থের ভবনে আতিথ্য গ্রহণ পূর্বক

অবস্থান করিলাম । পরদিন প্রত্যুষে গাত্রোথান করিয়া পুনর্বার চলিতে আরম্ভ করিলাম । এটরূপ গ্রাম হইতে গ্রাম, নগর হইতে নগর এবং নদী হইতে নদী উত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে বিংশতি দিবনের পর পাটলিপুত্র নগরে উপস্থিত হইলাম । সেই নগরের শোভাদি-সম্পর্শন করিবার অভিলাষে এক ব্রাহ্মণভবনে আবাস গ্রহণপূর্বক কতিপয় দিবস অবস্থান করিতে লাগিলাম ।

পাটলিপুত্রে প্রবরাঃ নামে এক পরম ধার্মিক সুবিচারক-গুণগ্রাহী মহীপাল আছেন । নগরবাসীদিগের প্রমুখ্যৎ অহরহঃ তাঁহার নানাবিধ গুণকীর্তন শ্রবণ করিয়া সাক্ষাৎকারবাসনায় আমরা দুই বন্ধুতে উপর্যাপরি দুই দিবস রাজসভায় গমন করিলাম । তৃতীয় দিবসে আমাদের প্রতি মহারাজের স্তুতিপাত হইল । তিনি আমাদিগকে দেখিবাগাত্র সমীপে আহ্বান করিয়া নাম ধাম জাতি ব্যবসায়াদি সমুদয়ের পরিচয় লইলেন । তাঁহার অনুমতিক্রমে প্রত্যহই আমরা রাজসভাতে গমন করিতে লাগিলাম । ক্রমে আমাদের বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তা স বিশেষ প্রকাশিত হওয়াতে তিনি সাতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া আমাদের দুই জনকেই দুই সদস্য-পদে বরণ করিতে অভিলাষ করিলেন । আমরাও তাবিলাম

অতঃ পরে নিরর্থক ভ্রমণ করা অপেক্ষা সম্মানসহকারে কিছুকাল এখানে অবস্থান করা অধুক্ত নহে। অতএব আমরা রীতিমত সদন্যকর্মে ব্রতী হইয়া আন্তরিক অনু-
 রোধ সহকারে নরপালের দ্বিত্যস্তায় প্রবৃত্ত হইলাম।
 দর্শনাবধিই আমার প্রতি মহারাজের অকারণেই জন্মিয়া
 ছিল, সুতরাং তিনি সর্বদাই আমাকে নিকটবর্তী
 রাখিতে ভাল বাসিতেন, সকল কার্যেই আমার পরা-
 মর্শ গ্রহণ করিতেন এবং সকল বিষয়েই আমাকে
 বিশ্বাস করিতেন। আমি তাঁহার এই অকপট বাৎসল্য
 অনুভব করিয়া পিতাকে প্রায় বিন্মুত হইলাম। তিনি
 পিতার ন্যায়ই হইয়া আমাকে লালন পালন ও কর্তব্যো-
 পদেশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অনুগ্রহে ক্রমে
 আমি প্রধান মন্ত্রি-পদে অধিকৃত হইলাম।

রাজার সন্তানাদি ছিল না কেবল অনঙ্গবতী নামে
 এক পরম রূপবতী বুবতী মহিষী ছিল। যে বিধাতা
 বিশ্বাকরে কলঙ্করেখা, পদ্মনালে কর্ণকবলী, বিদ্যাক্ষণে
 চক্ৰলতা ও সাগরে লবণতা যোগ করিয়াছিলেন বুঝি
 সেই বিধাতাই এতাদৃশ পুরুষ-প্রবরের সহিত ঈদৃশী
 বোধিদধনার পরিণয় সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া দিয়া ছিলেন।
 আমি প্রধান মন্ত্রী হইয়া অবধি নরপালের শুদ্ধান্ত-

দেশেও গমনাগমন করিতাম। রাজ্য অপত্য-নির্বিশেষে আমাকে স্বীয় মহিষীর সমীপেও মধ্যে মধ্যে লইয়া যাইতেন। তিনি আমার প্রতি পুত্রতাব প্রকাশ করিতেন বলিয়া আমিও তাঁহার প্রতি পিতৃতাব ও তৎপত্নীর প্রতি মাতৃতাব অবলম্বন করিয়া পরম হৃথে বাস করিতে লাগিলাম কিন্তু দুই মহিষী অচিরে আমার সেই হৃথের মুলোচ্ছেদ করিল। তাহার সহিত আলাপ পরিচয় হইবার কিয়দ্বিবস পরেই সে আমার প্রতি বিরুদ্ধ নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিল। তাহার বাক্‌চাতুরী অল্পভঙ্গী ও নয়নবিভ্রমাদি দর্শনে আমি নিশ্চয়ই বুঝিলাম যে, এ নীচস্বভাবার অভিপ্রায় ভাল নহে। হুতরাং তদবধি আমি আর ইচ্ছাপূর্বক অন্তঃপুরে গমন করিতাম না। কিন্তু ভূপতি অতি উদার-প্রকৃতি ছিলেন তিনি আমার অন্তঃপুরপ্রবেশের অনিচ্ছার কারণ অনুসন্ধান না করিয়াই বলপূর্বক আমাকে তথায় লইয়া যাইতেন এবং মহিষীও নানা কার্যের ছল করিয়া সর্বদাই আমাকে সমীপে আনয়ন করিতেন। যাহা হউক সে যখন আমাকে অন্যকোন প্রকারে পাপানন্ত করিবার সুবিধা বোধ না করিল তখন আমাকে ইন্দ্রিয়ানভিজ্ঞ মুঢ় বিবেচনা করিয়া একদা স্পষ্টাভিধানে

কহিল, রজন! তুমি অতি নিকোষ পুরুষ! তোমার এই মনোবোধন ও এই নৌদ্বারাদি কি বিবেচনার অনর্থক ক্ষয়িত করিতেছ? এতাদৃশ অপমান্য রূপ-লাবণ্যবতী যুবতী রাজ-মহিষী তোমার রূপের একপক্ষপাতিনী হইয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিতেছ না? এবং তজ্জন্য আপনার নৌভাগ্য মানিতেছ না? হায়! তাহারা কি হতভাগ্য, যাহারা নামমাত্রাবস্থিত অলৌক পরলোকের ভয় করিয়া সংসারসারভূত বিষয়-ভোগে বঞ্চিত হইয়া থাকে। তুমি যদি রাজার শক্তি করিয়া থাক, তাহা করিবার আবশ্যকতা নাই, কারণ রাজ্য আমার প্রতি একপক্ষ বিখ্যাত ও একপক্ষ মুখ্য যে, কখনই তিনি আগাকে অন্যবিধা অনুমান করিতে পারিবেন না। আর বিবেচনা করিয়া দেখ, আমার মায় রূপবতী যুবতী অজনা কি কখনও তাদৃশ সূবির পতিতে বদ্ধভাবা হইয়া থাকিতে পারে? আমি ধর্ম ধর্ম করিয়া এপর্যন্ত কখনও পরপুরুষের প্রতি সানুরাগ নবনপাত করি নাই কিন্তু তোমাকে দেখিয়া আমার মন অত্যন্ত অধীর হইয়াছে হতরার দর্শনাবধি তোমার হস্তে মনঃ প্রাণ দেহ সমুদয় সমর্পণ করিয়াছি। এক্ষণে তোমার বাহ্য কর্তব্য কর, আর আমি অধিক কি বলিব।

আমি তাহার এইরূপ পাপানন্তিক ও এইরূপ নির্জঙ্ঘত
 দর্শন করিয়া একবারে যেন বজ্রাহত হইলাম, ভয়ে
 আমার নরকশরীর কাঁপিতে লাগিল, ভাবিলাম এরূপ
 পাপীয়সী নারী ত কখন দৃষ্টিগোচর করি নাই। উদার-
 স্বভাব নরপাল তুষ্ণিতালতান্ধ্রমে এই বিষবল্লরীকে
 হৃদয়োদ্যানে স্থানদান করিয়াছেন। যাহা চউক অন-
 তর আমি কৃতজ্ঞ হইয়া বিনীতবচনে কহিলাম রাজ-
 মহিষি আপনি কিরূপ আজ্ঞা করিতেছেন? রাজা
 প্রজান্যবারণের পিতাম্বরূপ স্ততরাং আপনি জননী-
 স্বরূপাঃ বিশেষতঃ মহারাজ আমার প্রতি নেক্রপ
 বাৎসল্যভাব প্রদর্শন করেন তাহা আপনি অনবগত
 নহেন। আমি কি সেই বাৎসল্যের এই রূপে প্রতিদান
 করিব? আপনি কি স্ত্রীধর্ম কখনও অবগ করেন নাই?
 বৃদ্ধ হউক, কুরূপ হউক, রোগী হউক, জড় হউক, তত্ভাই
 স্ত্রীজাতির পরমারাধ্য ও পরম গুরু। যে নারী স্বামীকে
 অশ্রদ্ধা করিয়া অন্য পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, নর-
 কেও কি তাহার স্থান হয়? জগদীশ্বর মনুষ্যজাতিকে
 পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত পৃথিবীতলে প্রেরণ করিয়া-
 ছেন, ইহা তাহাদের স্তব্ধভোগের স্থান নহে। যে মানব
 ধর্মপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে সেইই চরমে জনত

পরমহংস ভোগ করিতে পায় কিন্তু যে নরাধম
সংসার স্থায়ী ঐকিক হুখে বিমুক্ত হইয়া অনন্তকালের
নিমিত্ত সেই অধিনন্দন হুখলাভে বঞ্চিত হয় তাহার ন্যায়
হতভাগ্য আর কে আছে? আপনি ধর্মসংস্থাপয়িত্রী
রাজমহিষী, আপনি একপ অধর্মপথে পদার্পণ করিলে
সংসারের কি গতি হইবে? প্রজারা ধর্মবিষয়ে রাজার
ও রাজপরিবারেরই অনেক অনুকরণ করিয়া থাকে,
কিন্তু সেই অনুকার্য পদার্থ একপ কলুষিত হইলে অনু-
কারকেরা যে, কীরূপ মলিনাশয় হইবে তাহা আপনিই
চিন্তা করিয়া দেখুন। বিশেষতঃ আপনিই কহিতেছেন
যে, মহারাজ আপনার উপর অপব্যাপ্ত বিশ্বাস করিয়া
থাকেন কিন্তু সেই বিশ্বাসভ্রুর কি এই বিষম
ফল উৎপন্ন হইবে? পৃথিবী সর্বসংস্থা হইয়াও কি
বিশ্বাসঘাতকের তরু সহিতে পারেন? অতএব দেবি!
এ কুপ্রবৃত্তিকে আর মনোমধ্যে স্থান দিবেন না।
একপে অবিচলিতভক্তিগহকারে ভক্তার সেবা করুন,
আত্মোদিত ধর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করুন এবং পুত্রভাবে
প্রজাদিগের প্রত্নিপালন করুন; সেইই আপনার পরম
ধর্ম এবং সেইই আপনার পরম কর্ম।

আমি এই কথা বলিয়া তাহার প্রত্যুত্তির অপেক্ষা

না করিয়াই অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলাম। তাহিলাম
 হয় ত এই তিরস্কারগর্ভক উপদেশেই রাণীর চৈতন্য
 দয় হইবে কিন্তু নিম্নগা কি কখন উদ্ধপথে গমন
 করিতে পারে? সেই নীচাশয়া তাদৃশ ভৎসনাত্তেও
 আপনার অনদধ্যবসায় পরিত্যাগ করিল না, সুযোগ
 পাইলেই প্রলোভন দ্বারা আমাকে পাশ-পক্ষে নিম্ন
 করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অহো! পরাভিলাষিনী
 পত্নী পতির সাক্ষাৎ কৃতান্ত! সে আমাকে এক দিন
 বিজনে পাইয়া এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল যে, যদি
 আমি তাহার মনোরথ সম্পাদনে বিমুখ না হই তবে
 সে রাজাকে বিনষ্ট করিয়া আমাকে রাজ্যেশ্বর করিতে
 প্রস্তুত আছে। আমি তাহার এই অনাকর্ষণীয় নৃশংস
 অভিলাষ অবগত হইয়া সাতিশয় কুপিত হইলাম এবং
 ঐকুটী বন্ধন পূর্বক তিরস্কার করিয়া কহিলাম আঃ
 পাপীয়সি! দুষ্ট রাক্ষসি! তোর অসাম্য কৰ্ম্ম কি
 আছে? তুই অকিঞ্চিৎকর বিষয়বাননা চরিতার্থ করি-
 বার নিমিত্ত পতিহত্যারও ভয় করিস না? তোর
 মুখারলম্বন করিলেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। তুই
 আমাকে দৌন্দর্য্যে বিলোভিত করিবি কি? তোকে
 দেখিলে আমার ঘৃণা হয়। অহো! উদার-চিত্ত মহী-

পাল ভাৰ্য্যাবোধে কালপীকে গৃহে পুৰিয়াছেন! আমি
 অন্য তোর সমুদয় গৰ্ব খর্ব করিব, অন্য মহারাজকে
 বলিয়া তোকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিব এবং অন্য
 মহারাজের পলায়নোন্মুখী রাজলক্ষ্মীকে চিরস্থায়িনী
 করিব। আমি মহারোষ-সহকারে এইরূপ তর্জজন গর্জজন
 করিলে পর সেই দুষ্কারিণী জ্বরিত-পদে আমার নেত্রা-
 ন্তিক হইতে অপসূতা হইল। তখন আমি ভাবিলান,
 আমি এ দেশের অচিরাগত আগন্তুক। আমার কথায়
 নরপাল যে, বিশ্বস্ত পত্নীর প্রতি বিরক্ত হইবেন তাহার
 সম্পূর্ণ আশা করা যায় না। ইহা শুনি আমি বলিতে গেলে
 বিরুদ্ধ হইয়া উঠিলে। বিশেষতঃ মহারাজ আমার
 প্রতি অত্যন্ত স্নেহ করেন, আমি কিরূপে তাঁহাকে এত-
 দূশ অপ্রিয় প্রবণ করাইব। আর কি রূপেই বা জানিয়া
 শুনিয়া এতাদৃশী কালভুঞ্জরীর গ্রাস হইতে তাঁহার
 পরিত্রাণের উপায় চেষ্টা না করিব? আমি এইরূপ
 ভাবিতে ভাবিতে মন্দ-মন্দ-গমনে রাজ বাটী হইতে
 বিদূষিত হইয়া আকস্মিকভাবে গমন পূর্বক উপবিষ্ট হই-
 য়াছি এমন সময়ে দেখি যে, দুই জন রক্ষি-পুরুষ আমার
 সেই প্রিয় স্ত্রী নারীকে পক্ষাঘাত করিয়া আনি-
 তেছে এবং কৃতান্তর ভীমাকার অপর দুই জন পাশদণ্ডে

ক্রমেণে আমার দিকে আগমন করিতেছে। আমি
নমস্কানে গাত্ৰোত্থান করিয়া এই ব্যাপারের কারণ
জিজ্ঞাসা করিতে না করিতে সেই পুরুষ-ভাষী পুরুষের
আমাকে পাশবদ্ধ করিল এবং অবিলম্বেই আমাদের দুই
জনকে এক কারাগারে লইয়া গিয়া আবদ্ধ করিল।

তখন আমরা কি বিষয় বিপদে পড়িলাম! নতুন
এই দুর্বস্থাঘটনের কোন কারণ অবগত ছিলেন না
সুতরাং তিনি আকস্মিক বহুপাতসদৃশ এই ভয়ঙ্কর
অবস্থাতে পতিত হইয়া বিহ্বলপ্রায় হইলেন কিন্তু আমি
তাঁহাকে হুস্থ করিবার অভিলাষে কহিলাম সখে! ভগদী-
শ্বর মনুষ্যের অবস্থাকে চক্রনেমির ন্যায় কখন উন্নত
কখন বা অধোমুখ করিয়া থাকেন। আমরা সম্ভ্রান্তকুলে
জন্মগ্রহণ করিয়া কিয়ৎ কাল পরম সুখেই অতিবাহন
করিয়াছি। অনন্তর বিমাতার প্রতিকূলতাবশতঃ কিছু-
দিন যৎপরোনাস্তি কষ্টও ভোগ করিয়াছি। পরে যে
দৈবের অনুগ্রহে এই রাজার প্রিয় পাত্র হইয়া এতাবৎ
কাল সুখ ভোগ করিলাম, এক্ষণে তাঁহারই ইচ্ছায় আবার
এরূপ দুঃখ-সাগরে পতিত হইতে হইয়াছে, যদি তাঁহার
প্রতি আমাদের অবিচল ভক্তি থাকে তবে অবশ্যই
আমরা এই বিপদজাল হইতে মুক্ত হইয়া পুনর্বার সুখ-

মুখ দর্শন করিতে পারিব নন্দেহ নাই। সখে! তুমি ইহার পূর্বাপর কিছুই অবগত নহ। প্রভুর গৃহরক্ষা আমি এরূপ গোপনে রাখিয়া ছিলাম যে, এতাবৎকাল পর্যন্ত তোমার নিকটেও কিছুমাত্র ব্যক্ত করি নাই, এক্ষণে অবগত কর; এই বলিয়া মহিষী-গত সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত অবগত করাইয়া কহিলাম মিত্র! প্রীতজাতির সৌন্দর্য্যের প্রতি অনাদর করিলে তাহার ষ্ঠরূপ অবমাননা বোধ করে অন্য কিছুতেই সেরূপ করে না। মহিষী অতিশয় রূপ-গর্ব্বিতা; আমি আজি বাক্য এবং কার্য্য দ্বারা তাহার সেই রূপের প্রতি অত্যন্ত মূণা প্রদর্শন করিয়া-ছিলাম, বোধ হয় তাহাতেই সে কুপিতা হইয়া মহা-রাজের নিকট আমার বিরুদ্ধে কিছু বলিয়া থাকিলে। শুবিরের তরুণী পত্নী প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তরা; হতরাং তিনিও তাহার অমৃতাক্ষাদিত গরলময় বাক্যে বিমুগ্ধ হইয়া তথ্যানুদান না করিয়াই আমার প্রতি এরূপ নিষ্ঠুরতা প্রয়োগ করিয়াছেন। তুমি আমার অভিয-স্বদয় মুক্তঃ এই জন্যই বোধ হয় তোমাকেও এই বিপদে পতিত হইতে হইয়াছে! বাহা হউক এক্ষণে ঈর্ষ্যাব-লম্বন ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। সস্ত্রুতি ইহাই বিধাতার পরম অমুগ্রহ বলিতে হইবে যে, তিনি আমাদিগকে

একশ বিপদে পতিত করিয়া ও পৃথক স্থানে অবস্থাপিত করেন নাই। এইরূপ নানাবিধ কথোপকথন দ্বারা সে দিবস অতিবাহিত হইল।

দুঃস্থ লোকে কোন প্রকারেই স্বার্থ ত্যাগ করিতে চাহে না। পরদিন প্রভাতে রাজ্যী এক অনুচরী দ্বারা বলিয়া পাঠাইল “রঞ্জন! তুমি যাহার ভয়ে ও যাহার মুখাপেক্ষা করিয়া আসিবে আজ অবহেলন করিয়াছিলে, এক্ষণে বুঝিয়া দেখ, আমি তোমার উপর তাহারই কোপোৎপাদন করিয়াছি এবং মনে করিলে তাহারই দ্বারা তোমার জীবন নাশ করিতে পারি, অতএব এখনও যদি দুর্ভাগ্যে পরিত্যাগ কর তাহা হইলেও ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছি”। আমি এই দূতীবাণী কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর করিলাম না, কিন্তু আমি তাহাতে যে অত্যন্ত অনন্তর হইয়াছিলাম বোধ হয় আমার অঙ্গভঙ্গী দ্বারা সে তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিল। যাহা হউক সেই অবধি আমি আরও ভীত হইলাম, কারণ দুষ্চারিণীর অসাধ্য কি আছে? সে যে কপট প্রবন্ধে আমাদের প্রাণবিনাশ করাইতে পারে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যাহা হউক সেই সময় অবধি তথা হইতে পলায়ন পূর্বক আত্মরক্ষা করিবার বহুবিধ চেষ্টা দেখিতে লাগিলাম কিন্তু কয়েক



দিন অতীত হইল মুক্তিরাজের কোন উপায়ই উদ্ধারন
করিতে পারিলান না ।

পাপকথা কদিন ছাপা থাকে ? মহিষীর সেই কুৎ-
সিত আচরণের বিষয় ক্রমে দুই এক জন করিয়া নগ-
রীর অনেক লোকেই অবগত হইল । অতন্ এক
দিন কারারক্ষী আমাদিগের নিকট আসিয়া বিনয়বচনে
কহিল “মহাশয় ! আপনারা পরম ধার্মিক মাধুশীল
মহাশয় ; রাণীর দুষ্টতার নিরপরাধে কারারুদ্ধ হই-
য়াছেন তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি ; বোধ
হয় আপ কালের মধ্যেই মহারাজও প্রকৃত বিবরণ
অবগত হইয়া দুষ্চারিণীর কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদান করি-
বেন এবং আপনাদিগকেও মুক্ত করিয়া গৌরব নহকারে
পুনর্বার স্বপদস্থ করিবেন সন্দেহ নাই । সুতরাং
এক্ষণে আপনাদিগকে যত্ননা-হৃত করিয়া স্থখে রাখিতে
পারিলে আমারও অভ্যাদয়ের আশা থাকে কিন্তু ইতি
মধ্যেই রাণী পাছে স্বাপবাদ-বিলোপ বাসনায় আপনা-
দের কোন অনিষ্টোৎপাদন করেন সেই ভয়ে রাখিতে
ইচ্ছা হইতেছে না । যাহা হউক এক্ষণে যদি আপ-
নারা এ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া একবারে পলায়ন করিতে
পারেন তাহা হইলে আমি আপনাদিগকে মুক্ত করিয়া

দিই । আমরা সেই মহাপুরুষের অনাকাঙ্ক্ষিত এই
অসুগ্রহবার্তা শ্রবণ করিয়া কৃতজ্ঞতারনে একেবারে আর্জ
হইলাম এবং নানাবিধ স্তুতি বিনতি সহকারে তদগোঁই
তঁাহার নিকট মুক্তি প্রার্থনা করিলাম । তিনিও তখনই
আমাদিগকে মুক্ত করিয়া দিয়া, অজ্ঞানবশতঃ বিনাপ-
রাধে এতাবৎকাল আমাদিগকে যে কষ্ট দিয়াছিলেন
তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন । আমরা হর্ষাশ্রনয়নে
হুয়োহুয়ঃ তঁাহাকে বন্দনা করিয়া গোপন ভাবে নগর
হইতে নহির্গত হইলাম । পূর্বসঞ্চিত কিঞ্চিৎ অর্থ
আমাদের ছিল, তাহাও লইলাম এবং অর্থসঙ্কে-
শারীরিক কষ্ট স্বীকার করা অবিধেয় বোধ করিয়া যান-
যোগে কোন পুণ্যতীর্থ গমনে সমুৎসুক হইলাম । প্রথমেই
টেকলাসনাথ দর্শনে আমার অত্যন্ত বাঞ্ছা হইল ।
সুতরাং ভাগীরথীতে এক তরুণগ্রহণপূর্বক পূর্বাভি-
মুখে গমন করত কোশিকী সরিতে উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমশঃ
উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম । অনন্তর কত
দেশ কত নদী কত বন কত পর্বত অতিক্রম করিলাম
তাহার সংখ্যা করা যায় না । পরিশেষে এক দিন
ময়ূরাকীনাথী রমণীর নগরীসমীপে উত্তীর্ণ হইলাম ।

ময়ূরাকী প্রবেশই আমার কাল হইয়া উঠিল । এই

বলিহ, রঞ্জন, ময়ুরালীতে বহুসংখ্য ইন্দ্রজাল ক্রীড়া-
 দর্শনাথ গমন, তদবসরে অজ্ঞাত-নাম-ধাম রমণীর
 দর্শন, তৎপ্রতি আপনার আকস্মিক অনুরাগ সঞ্চার,
 তৎপ্রাপ্তিবোধে বিরহ যন্ত্রণা, দাধকর্তৃক প্রবোধন,
 নৌকা পরাবর্তিত করিয়া দক্ষিণাভিমুখে কিয়দূর গমন,
 দীর্ঘাষের ময়ুরালী উদ্দেশে যাত্রা, তাহার পুনরাগমনের
 অপেক্ষা না করিয়াই আপনার তদ্বিলাভিমুখে গমন,
 দীর্ঘারণ্য-প্রবেশ, তথায় ব্যাঘ্রমুখে পতন, ভুজকম গ্রাস
 দ্বিতে বিমুক্তি এবং পরিশেষে সেই পর্বতের পর্য্যন্ত-
 দেশে আগমন পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন
 করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক কহিলেন তাপস-
 কুমার! আমার জীবনবৃত্ত সমুদয় অবগত হইলে।
 অগদীশ্বর কেবল দুঃখানুভব করাইবার নিমিত্তই আমাতে
 চৈতন্য প্রদান করিয়াছিলেন। হায়! আমি যেসকল বিপদ
 যজ্ঞে মুক্ত হইয়া আপনাদের আশ্রয় পাইয়াছি, বন্ধু,
 বোধ হয় তাদৃশ কোন বিপদে পড়িয়া কোন প্রান্তর-
 অধ্যে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন! হায়! আমি কি মূঢ়-
 চেতাঃ! আমি মৃগায় কলসের বাজুকা-বন্ধু-পিধানের
 নিমিত্ত দক্ষিণাবর্ত শব্দকে চূর্ণ করিলাম! আমি এক
 কামিনীর লংকাধরে তাদৃশ মিত্রবন্ধকে বিনষ্ট করিলাম?

হায় ! নৈরূপ সম-দুঃখ-সুখ গ্রহণ আর আমি কোথায় পাইব ? আমি এক কামিনীরূপ যুগতৃষিকায় মুগ্ধ হইয়া আপনিত্ত মরিলাম বন্ধুকেও বধ করিলাম ! তপোধনকুমার ! আমার এ দুঃখ রাখিবার কি স্থান আছে যে, আমি যাহার অনুরাগে মুগ্ধ হইয়া প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি সেই পাষণ্ড-হৃদয়া এ বিষয়ের বার্তামাত্রও অবগত নহে !

রঞ্জন এই বলিয়া পূর্বদুঃখ সকল যুগপৎ হৃদয়-মধ্যে সমুদিত হওয়াতে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন । তাঁহার বর্কঃস্থল অশ্রুপ্রবাহে ভাসিয়া যাইতে লাগিল । তপোধনকুমারেরা চিত্রলিখিতের ন্যায় এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতেছিলেন, তাঁহাদেরও নয়ন হইতে অবিচ্ছিন্ন বাষ্পবারি প্রবাহিত হইতেছিল । রঞ্জনের দুঃখবর্ণনা সমাপ্ত হইবার সময়ে প্রথম তপসকুমার শোকে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন, সহচর জলপ্রদানাদি দ্বারা তাঁহার মোহাপনয়ন করিয়া আশ্বাস বাক্যে কহিলেন সখে ! তপঃসিক্তির উপক্রম সময়ে তপস্বীর মুগ্ধ হওয়া উচিত নহে । অনন্তর তিনি কোন অনির্বচনীয় বর্ষোদয়হেতু জড়ীভূত-হস্তে জল দ্বারা রঞ্জনের মুখপ্রক্ষালন করিয়া দিয়া বাষ্পগদগদ কহিলেন মহাত্মা !

এরূপ ধার্মিক পুরুষের মনোরথ কখন বিফল হয় না।
 আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি অবশুই আপনার অতীষ্ট
 লাভ হইবে। আপনি যে ললনার প্রতি মাতিলাষ
 হইয়াছেন তিনি কে? তাঁহার নাম কি? এবং তিনি
 এক্ষণে কোথায় বা কিরূপ অবস্থায় আছেন, প্রণিধান
 দ্বারা তৎসমুদয় অবগত হইয়া আমি আপনাকে কহিতে
 পারি, কিন্তু অন্য অধিক বেলা হইয়াছে সে কথাও অদিক
 এবং আপনাকেও অত্যন্ত কাতর দেখিতেছি অতএব
 এক্ষণে আহ্বাদি করুন, ভোজনান্তে আপনাকে সমস্ত
 অবগত করাইয়া বাহাতে আপনার মনোরথ সিদ্ধ হয়
 তাহার উপায় করিয়া দিব। অনন্তর দিবসব্যাপান
 সমাধানের নিমিত্ত কথোপকথন ভঙ্গ করিয়া সকলে
 গাত্রোথান করিলেন।

রোগাবিতী ।



বঠ উজ্জ্বল ।

মধ্যাহ্ন ব্যাপার সমাপিত হইলে পর রঞ্জন প্রিয়তমার সংবাদ শ্রবণান্তিলাষে সাতিশয় সমুৎসুক হইলেন । ঋষিষয়ের বৃত্তান্ত শুনিবার নিমিত্ত পূর্বে তাঁহার কোতুহল জন্মিয়াছিল কিন্তু এক্ষণে সে কোতুক অপগত হইল । ঋষিকুমারমুখে বল্লভার বার্তা শ্রবণের পূর্বে তাঁহার এক এক মুহূর্ত্ত এক এক দিনের ন্যায় দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল । তিনি এক শিলাতলে উপবেশন করিয়া তাপন-জ্বয়ের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন । এই সময়ে প্রথম মুনিতনয় রঞ্জনের নেত্রপথ হইতে অপসৃত হইয়া কুটীর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া বসিলেন ; দ্বিতীয়, রঞ্জনকে নিতান্ত ব্যাকুল দেখিয়া তাঁহার সমীপস্থ অপর এক শিলাতলে উপবেশন পূর্বক কোকিলকুজিতের ন্যায় কহিতে আরম্ভ করিলেন ।

“প্রিয়হৃৎ রঞ্জন! আমি দিব্য-নয়নে দেখিতেছি
 তুমি গয়রাজীতে যে অর্জুনাকে অবলোকন করিয়া
 ইন্দ্রাবন্ত হইয়াছ তিনি গয়রাজীপতি রাজা পুরঞ্জয়ের
 একমাত্র কন্যা, নাম রোমাবতী। তুমি তাঁহার অনু-
 রাগে মুগ্ধ হইয়া অনেক ক্লেশ ভোগ করিয়াছ যথার্থ
 মাটে কিন্তু তোমার নে অনুরাগ অপাত্রে বিম্যস্ত
 হয় নাই। তিনিও তোমার নিমিত্ত পিতা মাতা বন্ধু
 ও অসীম ঐশ্বর্য পরিত্যাগপূর্বক লোকলোচনের অগো-
 চর হইয়া পতিব্রতাধর্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া
 আছেন। বোধ হয় তোমাদের জন্মাস্ত্রীণ হৃদয়বন্ধন
 কোন ভাব ছিল, নচেৎ একবার দর্শনমাত্রেই উভয়েই
 কেন উন্মাদিত হইবে? যে রোমাবতী স্বরম্বর-সমাগত
 ভূমণ্ডলস্থ সমুদয় রাজগণকে বিমাননা করিয়াছিলেন,
 অজ্ঞাতকুলশীল এক আগন্তুক যুবকের প্রতি তাঁহার
 তাদৃশ প্রীতিসঞ্চার হওয়া অবশ্যই আশ্চর্যের বিষয়
 বলিতে হইবে। তোমার প্রতি তাঁহার সেইরূপ অনি-
 বাধ্য প্রেমতাব অবলোকন করিয়া সহচরী মাধবিকা
 তোমার অবেষণে অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়া-
 ইল কিন্তু কোথাও তোমার অনুসন্ধান পাইল না।
 পরে নগরমধ্যে জনরব উঠিল যে, রোমাবতী কোন

অলীক পুরুষ দর্শনে তদানন্তরিতা হইয়া সমুদয়
সাংসারিক কার্য্য বিসর্জন করিয়াছেন। রাজা ও রাজ-
মহিষীর এই ব্যাপার শ্রবণে, কন্যা চিরদুঃখিনী হইল
ভাবিয়া মনোমধ্যে যে, কিরূপ শোকভার উপস্থিত
হইল তাহা বুঝিতেই পারিতেহ। তাঁহারা রোমাবতীকে
এই অনদধ্যবসায় হইতে বিনিবৃত্ত করিয়া পাত্রান্তরে
সমর্পিত করিবার নিমিত্ত নানা প্রকারে চেষ্টা করিতে
লাগিলেন কিন্তু রোমাবতী সেরূপ কন্যা নহে যে, এক-
জনের প্রতি প্রস্তুত হৃদয় পুনর্ব্বার প্রত্যাহরণ করিয়া
অপরকে দান করে। সুতরাং তাঁহাদের সমুদয় যত্ন
বিফল হইল। পিতা মাতা কিসস্তানের দুঃখ দেখিয়া
স্থির থাকিতে পারেন? তাঁহারা বারম্বার বিফলপ্রযত্ন
হইয়াও চেষ্টা করিতে বিরত হইলেন না; সখী পরি-
চারিকা প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ প্রলোভিত
করিতে লাগিলেন। তখন রোমাবতী বিবেচনা করি-
লেন যে, প্রলোভনে মুগ্ধ না হয় এরূপ মনুষ্য অতি
বিরল। এখানে থাকিলে পুনঃ পুনঃ প্রলোভন পাইয়া
যদি কোন প্রকারে মনের গতি অন্যথা হয়, তাহা
হইলে ইহকাল পরকাল উভয়ই নষ্ট হইবে। অতঃ-
এব এ স্থানে অবস্থান করা আর কর্তব্য নহে। কোন

বিজ্ঞান প্রদর্শনে গমন পূর্বক প্রিয়সুমাগমলাভে কৃতদয়-
কপ হইয়া ধর্ম্যামুষ্ঠান করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ । এই
ভাবিয়া তিনি রাজভবন হইতে বহির্গত হইবার নিমিত্ত
নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু কয়েক দিন
পর্য্যন্ত কোন রূপেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না ।

কিয়দিনানন্তর বসন্তোৎসব উপস্থিত হইল । রোমা-
বতী উৎসব রসে সকলকে নিমগ্ন দেখিয়া একদা নিশীথ
সময়ে শয্যা হইতে গাত্রোথান করিয়া রত্নালঙ্কার
পরিত্যাগ ও মলিন বসন পরিধান পূর্বক বানডবন
হইতে নিঃসৃত হইলেন । এই সময়ে মাধবিকা
ঊাহাকে দেখিতে পাইয়া, তিনি কোথায় গমন করেন
জানিবার জন্য অলঙ্কিত-রূপে সঙ্গে সঙ্গে গমন
করিল । তৎকালে উৎসবনিবন্ধন রাজভবনে স্থানে
স্থানে নৃত্য গীতাদি আরম্ভ হওয়াতে অনবরত নর-
প্রকার জনগণের গমনাগমন হইতেছিল স্তত্রাং
ঊাহাদিগকে কেহই চিনিতে পারিল না বা নিবারণও
করিল না । রোমাবতী রাজভবন পরিত্যাগ করিয়া
ক্রমে ক্রমে সমুদয় নগরী অতিক্রম করত তোরণ দ্বায়ে
না যাইয়া একবারে কৌশিকীতীরে উপস্থিত হই-
লেন এবং যে অশোকমূলে ইন্দ্রজাল সময়ে জীবিত-

ধরকে অবলোকন করিয়াছিলেন সেই স্থানে কিয়ৎকাল দণ্ডায়মান হইয়া বিহ্বলার ন্যায় চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরেই পুনর্বার ঐদর্শাবলম্বন করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক সেই আশোক মূলকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া তীরের দিকে পাবমান হইলেন এবং জলোপাঙ্গে এক খানি জুজু তরনি বদ্ধ আছে দেখিয়া তদুপরি আরোহণ পূর্বক পর পারে যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

মাধবিকা এতক্ষণ গোপনভাবেই ছিল কিন্তু এখন আর নেক্রপ থাকিতে না পরিয়া মহা ভয় ও সন্ত্রস্ত সহকারে চীৎকার পূর্বক নৌড়িয়া নৌকা ধরিল। রোমাবতী মাধবিকাকে দেখিয়া প্রথমতঃ ক্ষণকাল বিব্রা হইলেন, পরে কিয়ৎক্ষণ ধ্যানাবলম্বিতের ন্যায় স্থম্বিত থাকিয়া তাহাকেও নৌকায় উঠিতে আদেশ দিলেন। মাধবিকা ইতি-কর্তব্যতা-বিমুঢ়া হইয়া অগত্যা নৌকা-রোহণ করিল। অনন্তর তরনি পরপারে যায় এমন সময়ে সে ভয়বিহ্বলা হইয়া বাজ-গদ্যাদ্বারে ‘কোথায় যাও’ জিজ্ঞাসা করিলে পর রোমাবতী তাহাকে অভয় প্রদানে আবলু করিয়া কহিলেন প্রিয়সখি : তোমাকে পূর্বেই কহিয়াছিলাম যে, ইথরোপানন্য ব্যক্তিরেকে

কতকি সিদ্ধি হওয়া কঠিন। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, এখানে থাকিয়া তাহা সম্পাদন করিতে কোনরূপেই সমর্থ হইব না, অতএব কোন নির্জজন স্থানে গমন পূর্বক রূগদীপের আরামিনায় প্রবৃত্ত হইব। তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়, এই নিমিত্ত তোমার নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিলাম। এক্ষণে তুমি বাঙ্গালা গিয়া, পিতা মাতা আমার জন্য যাহাতে অধিক শোক-কুল না করেন তাহার উপায় করিতে যত্নবতী হও কিন্তু দেখিও, আমি কোথায় বাইলাম কি করিলাম এ কথা যেন কোনরূপে প্রকাশিত না হয়। যদি দেখির কৃপা করেন তবে অকৃত্রিম পুনর্ব্বার আমরা গরম্পর দর্শন-সুখ লাভ করিতে পারিব।

মাধবিকা প্রিয়সখীর এইরূপ বচনাবলী শ্রবণ করিয়া বংশরোনাচ্ছিত কাতর হইল এবং গৃহে অবস্থিত হইয়াই ঐশ্বরোপাসনা করিবার জন্য নানারূপ প্রবোধ-বচনে তাঁহাকে অমুরোধ করিতে লাগিল কিন্তু কর্তব্যার্থে স্থির-নিশ্চয় মনঃ বা নিম্নাভিমুখ জলকে প্রতিকূল নিকে প্রদীর্ঘিত করা কাহার সাধ্য? মাধবিকা কোন-রূপেই তাঁহার অধ্যবসায় তজ করিতে পারিল না। অনন্তর সে সাতিশয় কাতর বচনে নিবেদন করিল

রাজনন্দিনি ! যদি নিতান্তই তোমার বাইতে অতিজ্ঞান
হইয়া থাকে তবে অনুগ্রহ পূর্বক আমাকেও সঙ্গে
লইতে হইবে । বিবেচনা কর আমি জন্মাবধি ছায়ায়
ন্যায় তোমার অনুবর্ত্তিনী হইয়া আছি । আমি সামান্য
পরিচারিকা বই নহি, কিন্তু তুমি কৃপা করিয়া প্রিয়সখী
বলিয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া থাক, অতএব আমি
তোমাকে না দেখিয়া কোন প্রকারেই জীবন ধারণ
করিতে পারিব না । বিশেষতঃ তুমি রাজার এক
নাক্ষি ছুহিতা, কখনও ক্রেশের মুখ অবলোকন কর
নাই । অপরিচিত বিজ্ঞান স্থানে গমন করিলে নানা-
রূপ কষ্ট পাইবার সম্ভাবনা আছে কিন্তু সেই সেই
স্থলে আমি সহচারিণী থাকিলে অনেক সহায়তা
করিতে পারিব । অতএব রাজপুত্রি ! এ দাসী প্রাণা-
ন্তেও তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না ।
রোমাবতী প্রথমে তাহাকে সম্ভাব্যাহারিণী করিতে
কোন রূপেই চাহিলেন না কিন্তু এক্ষণে বিবেচনা করিয়া
দেখিলেন, এখন আর তাহাকে পরিত্যাগ করিলে আপ-
নার বিষয় ব্যক্ত হইয়া পড়িবে, অতএব তাহার অনু-
গমনে আর প্রতিবন্ধকতা করিলেন না ।

অনন্তর নৌকা পরপারে পৌঁছিলে উচ্চাঙ্গ কী

উদ্ভীর্ণ হইয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। তৎ-
 কালীন তাঁহাদের ক্লেশের কথা কি কহিব? যে রাজ-
 কুমারী মনিময় হর্য্যাক্ষণে পদচারণা করিয়াও ক্লেশা-
 নুভব করিতেন তিনি তখন অন্ধকার সময়ে পাশাণ-
 বিষম অজ্ঞাত পথে ধাবমান হইলেন। তাঁহার যে
 অন্ধ দিশংকরও কখন দর্শন করিতে পান নাই, সেই
 অন্ধ রাত্রিচর আরণ্য জন্তু সকল, লোলুপ-নয়নে নিরীকণ
 করিতে লাগিল। যে ভীকু রজনীকালে অবরোধ মধ্যেও
 একাকিনী গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পারিতেন না,
 কখন তিনি এখা মাত্র সমভিব্যাহারে সাহসিক জনৈরও
 অগম্য পথের পথিক হইলেন। হায়! যে নারিক
 প্রিয়মথীকে রক্তরাজিতে বিভূষিত করিয়াও নয়নের
 তৃপ্তি লাভ করিত না, সে তাঁহার তাদৃশ উন্মাদিনী-
 বেশ দর্শন করিয়া কি হৃদয় ধারণ করিতে পারে!
 সে শোকে অধীরা হইয়া অবিরল অশ্রু বারি বিসর্জন
 করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল।
 আহা! প্রিয় স্নহৎ রঞ্জন! তাঁহারা এইরূপ গমন
 করিয়া নিশার অবসান হয় এমন সময়ে, তুমি ময়ূরাকী
 গমনে যাত্রা করিয়া যে দীর্ঘারণ্যের দক্ষিণ প্রান্তে প্রবেশ
 করিয়াছিলে, বোধ হয়, তাঁহারাও উহারই উত্তর প্রান্তে

উপস্থিত হইলেন। অরণ্যে প্রবেশ করিয়া কিম্বদন্তু র গমন করিলে পর রজনী প্রভাত হইয়া সুর্য্যোদয় হইল। তখন তাঁহার দূত হইবার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া বিশ্রামার্থ এক তরুণে উপবেশন করিলেন। উপবিষ্ট হইলে পর মাধবিকা প্রিয়সখীর শরীরোপরি নম্র পাত করিয়া দেখে যে, তাঁহার দুই চরণ হইতে অনর্গল ক্লপির-ধারা বিনির্গত হইতেছে; কেশমাশ বিগলিত-বদ্ধ হইয়া পৃষ্ঠোপরি পতিত হইয়াছে; ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে, মুখমণ্ডল পরশ্মেষারত নিশামণির ন্যায় হীন-কাশি হইয়াছে; অঙ্গ-যষ্টি কর-স্বর্গদ্বিত মুণালিনীর ন্যায় ম্লান ও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং সর্ব শরীর হইতে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম-জল বিনির্গত হইতেছে। মাধবিকা এই ব্যাপার দর্শনে অনিষ্টোপাতের সম্ভাবনা করিয়া উদ্ভ্রান্ত নয়নে চতুর্দিক অবলোকন করিতেছে এমন সময়ে মুচ্ছা অজ্ঞাতসারে আসিয়া রোমাবতীর চেতনা হরণ করিল। মাধবিকা সনদ্রনে প্রিয়সখীকে কোড়ে ধারণ করিয়া দেখিল যে, তাঁহার সর্ব শরীর হীন-প্রভ ও অবশ হইয়া গিয়াছে। তখন সে উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়া কহিল হা নরনাথ পুরঞ্জয়! তোমার কি সর্বনাশ হইল! হা রাজি! তুমি অধঃ

যেই নিধি হারাইলো! হা সখীজন! তোমরা এ জন্মের
মত রোমাবতীর মুখ-সুখাকর দর্শনে বঞ্চিত হইলো।
হা রোমাবতী-হৃদয়-রঞ্জন! তুমি কি অকৃত-পুণ্য হত-
ভাগ্য! যে এতাদৃশ রত্ন পাইয়াও হৃদয়ে ধারণ করিতে
পাইলেন না। হা প্রিয়সখি! তোমার অলোক-সামান্য
রূপ লাভের্যে কি এইরূপ পরিণতি হইল! হা বিধাতঃ!
তোমার মনে কি এই ছিল?

এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে সে রোমাবতীর
নিশ্বাস-পবন প্রবহমান অনুভব করিয়া ব্যাকুলভাবে
তঁাহাকে ভূতলে শায়িত করিল, এবং ইতস্ততঃ অন্বে-
ষণ করিয়া সলিলানয়ন পূর্বক তঁাহার নয়নে জলো-
চ্ছাস প্রদান করিয়া নব পল্লব জীবন করিতে লাগিল।
কিয়ৎক্ষণ এইরূপ শুশ্রূষার পর রোমাবতীর চৈতন্যো-
দয় হইল। তখন তিনি শব্দে শব্দে নেত্রোন্মী-
লন করিয়া মেঘোন্মুক্ত শশি-বিশ্বের ন্যায় নিজ নৈস-
র্গিক শোভা পরিগ্রহ করত উপবেশন করিলেন।
নাথবিকা তঁাহাকে প্রত্যাগতাহ দেখিয়া দেহে যেন প্রাণ
পাইল, এবং তঁাহার চরণ ধারণ পূর্বক নগরে ফিরিয়া
বাইবার জন্য কাতর-স্বরে ভূয়োভূয়ঃ প্রার্থনা করিতে
লাগিল। রোমাবতী কহিলেন প্রিয়সখি! প্রেমের

কার্যে অনেক বিষয় ঘটিয়া থাকে। অতএব আমাদের এই কার্য্য যৈ, সম্পূর্ণ নিষ্কিষে সম্পন্ন হইবে তাহা কোন প্রকারেই সম্ভাবিত নহে। নীচাশয় লোকেরা বিষয় ভয়ে কোন কার্য্য আরম্ভ করিতেই পারে না, মধ্য-বৃত্তেরা আরম্ভ করিয়া বিষয় দর্শন গাত্রে তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় কিন্তু উত্তম প্রকৃতি মানবগণ বিষয়-কর্তৃক পুনঃ পুনঃ প্রতিহত হইয়াও প্রারম্ভ কার্য্য কখন পরিত্যাগ করেন না। অতএব মাধবিকে! এই অকিঞ্চিৎকর বিষয় দর্শনে অভীষ্ট সাধন হইতে গরাড়ুখ হওয়া আমাদের কোন প্রকারেই উচিত নহে। এক্ষণে পুনর্ব্বার গাত্রোথান কর—আর বিলম্ব করা কর্তব্য নহে।

এই বলিয়া রোমাবতী ক্রেশকে ক্রেশ বোধ না করিয়া মাধবিকা সমভিব্যাহারে সেই অরণ্যমধ্যে পুনর্ব্বার গমন করিতে লাগিলেন। কিছু দূর গমন করিয়াই দেখিলেন এক প্রকাণ্ড-কায় ভীষণাকার ব্যাঘ্র তাঁহাদের অভিমুখে আগমন করিতেছে। তাহার কেশ-পাশ লতাঞ্জালদ্বারা বদ্ধ, কর্ণে রুদ্রাক্ষের কুণ্ডল, কণ্ঠে অস্ত্রমালা, বাম হস্তে ধনুঃ, দক্ষিণ হস্তে শর, পুষ্টে দুই ভ্রুণীয় এবং পরিধান পুষ্টিগন্ধি বাস্ত্রচর্ম্ম। তাহাকে

দেখিয়া রোমাবতীর কিছু মাত্র ভয় হইল না, তিনি ভাবিলেন ভালই হইল, এক্ষণে সমুদয় দর্শন পাউলাম, ইহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিব যদি নিকটে কোন পর্বতাদি থাকে তথায় আরোহণ করিয়া প্রাণবল্লভের সন্নাগম কামনায় যোগানুষ্ঠান আরম্ভ করিব। তিনি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে ব্যাধ তাঁহাদের সম্মুখে আদিয়া উপস্থিত হইল, এবং তাদৃশ জন-সন্নাগম-শূন্য বিজ্ঞান মধ্যে সৌবর্ণ প্রতিমার ন্যায় সেই কামিনীকে অবলোকন করিয়া একবারে চমৎকৃত হইল এবং বলিয়া উঠিল একি অদ্ভুত পদার্থ! এরূপ স্ত্রী ত কখন দেখি নাই, বোধ হয় পশুপতি আমার বল বিক্রমে প্রসন্ন হইয়া পারিতোষিক স্বরূপ এই রত্নদ্বয়কে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, নচেৎ এতাদৃশ নিবিড় অরণ্য মধ্যে ইহাদের আদিবাস সম্ভাবনা কি? যাহা হউক অনন্তর সে আপনার রূপ গুণ শৌর্য্য বীর্য্যাদির বিষয় প্রকাশ করিয়া অগ্রে তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিবার অভিলাষে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কহিল অজ্ঞানে! তোমরা কে? কি জন্য এই নির্জন বনে আগমন করিয়াছ? আহা! তোমাদের রূপ দেখিয়া চকুর পাপ যায়। আমি তোমাদিগকে

সেখিয়া যে, কিরূপ আনন্দিত হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক, তোমাদিগকে অত্যন্ত পুষ্টি প্রাপ্ত দেখিতেছি, অতএব আর এখন চলিবার আবশ্যকতা নাই, কিম্বৎকণ এই স্থানে বিগ্রাম কর, পরে আমার আবাসে গমন করিবে।

মাধবিকার ব্যাধের তুষ্টিভিন্সিকি বোধ করিয়া সন্তোষে কহিল, তুমি ! তোমার আবাসে বাইতে আমাদিগের অভিলাষ নাই, নিকটে যদি কোন পর্বত বাতপোবন থাকে, বলিয়া দাও, আমরা তথায় গমন করিব। ব্যাধ এই কথা শ্রবণ করিয়া কোপ-রক্ত-নয়নে উত্তর করিল, প্রহমে ! পৃথিবীতে এমন নারী কে আছে, যে আমার রূপ ও গুণে বিমোহিত না হয়, এবং আমার প্রেমপাত্র হইবার অভিলাষ না করে? আমার রূপ প্রত্যক্ষই দেখিতেছ, ইহার বিষয়ে আর কি বলিব ? গুণ ও বিক্রমের কথা শ্রবণ কর—আমি প্রাতঃকালে মৃগয়ার নিগ্ৰহ হইয়া শবক শৃগাল ঘের মৃগাদি কত পশু ও কত পক্ষীর যে প্রাণ বিনাশ করি, তোমার সন্ধ্যা করা যায় না; সমস্ত দিন স্তরন্যে স্তরন্যে ভ্রমণ করিলেও আমার কুখ্য তুচ্ছ বোধ হয় না। যে বৃক্ষে বানরেরাও উঠিতে সক্ষম হইত হয়, আমি তাহা

দুর্য্যোধন বৃক্ষেও অবলীলাক্রমে উঠিতে পারি, জুতরাং সকল বৃক্ষের কল এবং সকল বৃক্ষের শাখাগ্রন্থিত কলার হইতে পক্ষিশাবক আনয়ন করা আমার অতীব সহজ কর্ম; আমার চরণ ও গাত্রচর্ম এমনত কঠিন যে, পাষণ-কীলক ও হৃদুচ কণ্টকে বারম্বার আভিহত হইয়াও বিদীর্ণ হয় না, মৃগয়া-লব্ধ বাসসম্বারা আমার গৃহ সর্বদাই পরিপূর্ণ থাকে; আমার কুজীরের চতুর্দিকে অস্থিরানি ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। পাচ ছয়টা কুকুর আমার মৃগয়া-সহচর ও সুরক্ষক-স্বরূপ নিযুক্ত আছে। দশ খান বেণুময় চাপ, সহস্র তীক্ষ্ণ শর ও বিংশতিটা শরধি আমার গৃহে সর্বদা লক্ষ্যমান থাকে। অতএব, সুন্দরি! এক্ষণে রূপ-গুণ-বিন্ধ্যব-শালী পুরুষের প্রেম-পাত্র হওয়া কি সামান্য সৌভাগ্যের কর্ম। জীজাতি স্বভাবতঃ নিকোষ, তাহার স্বভাবঃ কোন প্রেরকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। যদি হউক, যদি তোমরা স্বচ্ছাপূর্ব্বক আমার অনু-গামিনী না হও, তবে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইব, কেহই তাহা নিবারণ করিতে পারিবে না।

ব্যাধিবাক্য শ্রবণে রোমাবতীর প্রাণ উড়িয়া গেল। তিনি ভাবিলেন একি বিষম বিপদ! এ দুর্য্যোধন কোথা

হইতে আশ্রয় উপস্থিত হইল? মাধবিকার কথা শুনিয়া কেন ফিরিয়া গেলাম না? এক্ষণে এ পাপিষ্ঠ যদি কোন রূপ বল প্রয়োগ করে, তবে তৎসর্বনাশ হইল;— অথবা সর্বনাশই কি? ভ্রূচাচারকে গাত্র স্পর্শ করিলে উন্মাত দেখিলেই, যে কোনরূপে হউক, প্রাণত্যাগ করিয়া পতিব্রতাদর্শ রক্ষা করিব। হা জগদীশ্বর! রোমাবতীকে আশ্র-স্বাভিনী করাই কি তোমার উদ্দেশ্য ছিল। এই জন্যই কি তুমি ইস্ত্রায়েল সময়ে সেই মহারত অবলোকন করাইয়া ইহাকে উন্মাদিনী করিয়াছিলে? এই জন্যই কি বিজ্ঞানে গমন করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে রোমাবতীকে প্রবৃত্তি দিয়াছ? হা তাত! হা মাতা! তোমাদের আদেশ লঙ্ঘনের ফল অসম্পূর্ণ কলিল। হা প্রাণেশ্বর! পত্নী রক্ষা করা পতির কন্ম, তুমি যে হও, আমি তোমাকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি; এক্ষণে তোমার সেই ধর্ম্মপত্নী কৃতান্তকারে দণ্ডারসন হইরাছে, তুমি কিরূপে এবং কোণায় নিশ্চিন্ত হইরা আছ? হা ধর্ম্ম! তোমাকে অবলম্বন করিলে কি এই কল হইবে!

রোমাবতী বিহ্বলার ন্যায় সান্ত্রানয়নে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, মাধবিকা তাঁহার কণ্ঠে হস্ত প্রদান করিয়া

গলদ্রুপ-নেত্র কাশিতেছে, এযত সময়ে এক কক্কর-
 লিঙ্গ প্রকাণ্ড-কার বরাহ-মূর্ত্তা-প্ররোহ খন্দন করিতে
 করিতে পুরোত্তানে দৃষ্টবান হইল। ব্যাধ বরাহ
 বর্জন মাত্র ঘোর-রাবে বর্জনে ও সাহা-স্কারন করিয়া
 “এমদে! আমার বল-বীৰ্য্য দেখ” এই বলিয়া শরাসনে
 শর সন্ধান পূর্ব্বক তাহার সম্মুখীন হইল। সেও
 ব্যাধকে জিয়াংহু দেখিয়া নটাকুটা উন্নত করত তরঙ্গর
 বর্জনে সহকারে আক্রমণ করিল। ক্রিয়াত বিলক্ষণ
 শিক্ষিত-হস্ত ছিল, হস্তরাং তৎপ্রহিত তীক্ষ্ণ শরজাল-
 দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত হইয়া বরাহ অচিরে প্রাণত্যাগ
 করিল। ঐদেবের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! গুণনিপী
 বর্জন! ব্যাধের ভূমি-পাত হইতে না হইতেই, তুমি
 ধ্বংস-শার্দূলের কথা-বর্ণন করিয়াছ, অবিকল সেই
 রূপ এক অদ্বার্ত শার্দূল ক্রিয়াতকে লক্ষ্য করিয়া বনা-
 জরাল হইতে বহির্গত হইল। তখন ক্রিয়াতের পলায়ন
 পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করাই উচিত ছিল, কিন্তু কামিনী-
 ক্রমকে প্রৌঢ় প্রবর্জন করিতে গিয়া বিপদে পতিত
 হইয়া সুখদিগের সাহসিক ধর্ম্মা পলাইয়া প্রাণ
 রক্ষা করিলে পামে পূর্ব্বোক্ত তরুণীর সম্মুখে
 আপনার কাপুরুষতা প্রকাশ হয়, এই ভয়ে ক্রিয়াত

সেই তরুণ ব্যক্তির সহিতও সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত
হইল। কিন্তু সাক্ষাৎ কৃতান্ত হইতে আশ্রয়
করা কাহার সাধ্য? শত্রুগণ দুই চারি বাণ্যাত্ত
প্রাপ্ত হইয়াও এক লক্ষ ব্যাঘের উপবিভাগে পতিত
হইয়া তাহাকে কঁক করিয়া বনমধ্যে চলিয়া গেল,
রোমাবতী ও মাধবিকা ভয়ে সঙ্কুচিত-মাত্র হইয়া
তরুণপার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাহাদিগকে দেখিতে
পাইল না।

এই আকস্মিক বিপৎপাত আতিক্রান্ত হইলে তাহার
বৃক্ষপার্শ্বহইতে বহির্গতা হইলেন, এবং ধর্ম্য তাহা-
দের রক্ষা করিলেন তাবিয়া ক্রত-পদে তথাহইতে
গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু রূর গমন করিয়া মাধ-
বিকা কহিল, তত্ত্বদারিকে! আমরা এই অরণ্যমধ্যে
কোথায় যাই? বাইবার উদ্দেশ্য স্থান কিছুই দেখি না।
এ স্থানে একত মনুষ্য কেহ নাই, বাহাকে জিজ্ঞাসা
করিয়া কিছু জানা যায়। সম্ভ্রুতি যে ব্যাপার উপ-
স্থিত হইয়াছিল, তাহাতে দেহ-প্রাণ-ধর্ম্য সমুদায়
বিনষ্ট হইত। কেবল জন্মদীপের অশুকল্যায় তাহা
হইতে মুক্ত হওয়া মেল। এই ভীষণ অরণ্যানীমধ্যে
যে, সেইরূপ বিপদ আর ঘটবে না, তাহারই বা

স্বভাবনা কি? অজ্ঞাত-ধর্ম ক্রিয়াতামির কথা শুনে
 বাউক, তোমাকে গলকল্পে-গমনে গমন করিতে দেখিলে
 মুনিজনেরও মানস চঞ্চল হয়। এরূপ রহস্য চুপি-
 গোড়র হইলে কে না আত্মসাৎ করিতে মগ্ন করিয়া
 থাকে? অতএব হুলোচনে! আর আমি তোমার
 এরূপ গমনে অনুমোদন করিতে পারি না। এক্ষণে
 স্থির-চিন্তা হইয়া অগ্রে গন্তব্য স্থান স্থির কর, পশ্চাৎ
 গমন করিবে। সাধবিকার কথা শ্রবণ করিয়া রোমা-
 বতী कहিলেন প্রিয়সখি! তুমি যে কথা कहিতেছ,
 সে বিষয়ে আমি কোন চিন্তা করিতেছি না, এমন নহে।
 এ সময়ের গহনমধ্যে বিপদ ঘটাবার অনভাবনা কি?
 কিন্তু স্থানিরাহি যে, মধুরাঙ্গীর দক্ষিণে অরণ্যমধ্যে মেন-
 নীল নামে এক শৈল আছে; বোধ হয়, আমরা তাহার
 অতি দক্ষিণেই উপস্থিত হইরাছি। এই দেখ, তরুণাখার
 ঝর দিয়া নদীন নীরদের ন্যায় সেই মহাধর লক্ষ্য হই-
 তেছে। এই শৈলে আরোহণ করিয়া তপস্কর্য্য আরম্ভ
 করিলেই আর আমাদের কেহ সন্ধান পাইবে না,
 অতএব চল এই স্থানে গমন করা যাউক। কিন্তু নারী-
 বেশ বিপদের আকর। এ বেশে যেখানে যাউব, সেই-
 স্থানেই বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা। অতএব এই সঙ্গেই

ইহা পরিভাগ করিয়া পুরুষ-পরিচ্ছদ পরিগ্রহ করা সর্বসম্মতভাবে কর্তব্য। অতএব আইন, আগরণ এ বেলা এই স্থানেই অবস্থান করিয়া পুরুষপরিচ্ছদের আয়োজন করি। অপরাহ্নে, শৈলসানুতে আরোহণ করা যাইবে। এই বলিয়া উভয়ে এক প্রকাণ্ড বনস্পতির মূলদেশে ঘাইয়া উপবেশন করিলেন।

তখন বেলা প্রায় দুই প্রহর চইয়াছিল। মাধবিকা ইত্যন্তঃ আশ্বেষণ করত নানাবিধ স্তম্ভাদ বন্য ফল আহরণ করিয়া রাজনন্দিনীকে ভোজন করাইল, এবং তাঁহার সান্নিধ্যেরে আপনিও ভোজন করিল। ভোজন সমাপন হইলে সে রাজতনয়ার আদেশে নারিকেল, কুড়াকফল, বঙ্গল, শুক্কজন প্রভৃতি হোগী সাজিবার নানাবিধ উপকরণ সমাহরণ করিয়া তাঁহাকে সাজাইতে বসিল। আঁকা : বোমাবতীর যে কেশপাশ পূর্বে বিচিত্র কবরী-বন্ধন ও শিরোরন্ধে গোষ্ঠিত হইত, এক্ষণে মাধবিকা সেই কেশ বিনাইয়া অপূর্ণ জটাজুট প্রস্তুত করিয়া দিল। যে শরীর অশুক, কুঙ্কুম, গন্ধনার প্রভৃতি স্নগন্ধি দ্রব্যে স্তম্ভাসিত থাকিত, এক্ষণে সেই স্বর্ণ-অঙ্গে নারায়ণ-বহি-ভঙ্গ লেপিত হইতে লাগিল। বিমিনী নন্দিনী অপূর্ণ কোষের বসন পরিধান করিতেম, তিনিই

এখন কুজ কুজ বকল সকল সম্বোধিত করিয়া গাভী
 ছাদন করিলেন। যে গীনোবৃত্ত পরোধরে অপূর্ব
 রত্নকার বিদ্যাজিত হইত, সম্প্রতি সেই স্থানে অভিনব
 কৃত্যাকরালা সমর্পিত হইল। যে পানি কয়ল বা কুহু-
 ভবকে লবঙ্গা হৃদোজিত থাকিত, অধুনা সেই পানিতে
 নারিকেল-নির্মিত কমণ্ডলু লম্বমান হইল। যে বিত্তম
 মুক্তাময় সারসনে প্রসক্ত হইত, একনে তথায় ত্রিনরা
 মুক্তাময়ী মেখলা সমাবল্য হইল। আহা! সে হৃদপার
 শোভা আর কি বর্ণন করিব! তৎকালে উহা কেবল
 তাম্রাচ্ছাদিত অগ্নি, মেঘান্তরিত জনিবিদ্য ও পাংশু-লিপ্ত
 বহানগিরি ন্যায় প্রতীয়মান হইতে পারিল। যাহা হউক,
 তিনি স্বয়ং এইরূপ অপূর্ব বোমিবেশ ধারণ করিয়া
 বামবিকাকেও আপনার ন্যায় সাজাইয়া দিলেন। অন-
 তর, তাঁহার দুই জনে সর্বব-অন-মোহিনীকার দুই তালস-
 কুমার হইয়া সেই বেঘনীল শৈলের সন্নিধানে গমন
 করিলেন। অন্তর এক বহুর পথ অবলম্বন করিয়া
 উহার এক বহনীর প্রদর্শনে আরোহণ পূর্বক
 যাত্রি তথায় বাপন করিলেন।
 পর দিন প্রত্যহত তাঁহার সমীপস্থ প্রান্তরনে যান
 করিয়া পূর্ব দিকের নায় বেগম্বল্য সমাধা করিলেন।

অনন্তর রোমাবতী, প্রাণবল্লভ সমাগমে সঙ্কপ করিয়া
 হিমাংশু-শেখরের নিমিত্ত ইহমবতীর ন্যায় যোগা
 সূষ্ঠান আরম্ভ করিলেন। মাধবিকা তাঁহার তপস-
 সাধনোপযোগী উপচার সকল আহরণ করিয়া দিয়া
 আপনিও দেবারাধনায় প্রবৃত্তা হইল। বেল। তৃতীয় দাম
 মতীত হইলে তাঁহার। গানোখান করিয়া সর্গাপন্ন তরু
 হইতে ফল মূল এবং প্রস্রবণ হইতে জল আনয়ন করিয়া
 ভোজন ও পান করিলেন। অনন্তর পত্র বস্ত্রী, গুণ্য
 প্রভৃতি সংগ্রহ করত দুই জনের দুইখানি কুটির প্রস্তুত
 করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।—হে রোমাবতী-
 জীবিতেশ্বর রঞ্জন। তুমি যাঁহার নিমিত্ত তাদৃশ কষ্ট
 ভোগ করিয়াছ সেই রোমাবতী তোমার নিমিত্ত কিরূপ
 অবস্থাপন্ন হইয়াছেন তাহা শ্রবণ করিলে ? তিনি
 হৃদে কাপীনজীবিতা হইয়া জনক জননী রাজ্য বিস্তর
 প্রভৃতি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া সখীমাত্র সমভিব্যাহারে
 বনবাসিনী হইয়া তোমার সমাগমাভিলাষে তপস্বিবেশে
 তপসোধন করিতেছেন। হায়! আর কত কাল তিনি
 সেরূপ অবস্থায় কালক্ষেপ করিবেন ? তাঁহার কোমল
 জীবনে আর কত ক্লেশ সহ্য হইবে ? দেবতা আর কত
 কাল অপ্রসন্ন থাকিবেন ? আর তোমার উপেক্ষা করা

উচিত নহে। এক্ষণে বাহাতে তাঁহার শরীর রক্ষা কর
সত্ত্বর তাহার উপায়বিধান কর।”

রক্তন তাপসমুখে প্রিয়তমার এই সকল বার্তা শ্রবণ
করিয়া মুক্তকণ্ঠে কান্দিয়া কহিলেন হা জীবিতেশ্বর
রোমাবতী ! এক্ষণে তোনার নামগ্রহণ করিয়াও চরিতার্থ
হইলাম। হা প্রিয়তমে ! তুমি আমার নিমিত্ত কি জন্য
এতদূর ক্লেশ ভোগ করিতেছ ? রক্তকেই সকলে প্রার্থনা
করে ; রক্ত কখন গ্রহীতাকে অনুেষণ করে না। হা
মহিলাকি ! তোমাকে বনবাদিনী ও তপস্বিনী শ্রবণ
করিয়া কি রূপে হৃদয় ধারণ করিলাম ! মূনিবর ! আপনি
আমার প্রিয়তমার বার্তা শ্রবণ করাইয়া মুমূর্ষু দেহে
জীবনদান করিলেন কিন্তু এক্ষণে তিনি কোথায় আছেন,
এক কি রূপে আমি তথায় যাউব, কি প্রকারেই বা
তাঁহাকে চিনিতে পারিব এ সকল বুদ্ধান্ত শীঘ্র না বলিয়া
বিলে প্রাণ বিয়োগ হয়। আহা ! যদি আমি পক্ষী
হইতাম তবে, তিনি যেখানে আছেন আপনি বলিবা-
মাত্র তথায় উড়িয়া গিয়া তাঁহার করতলে উপবেশন
করিতাম। বাহা হউক, আর আমার বিলম্ব নহে না ;
শীঘ্র বহুন ! শীঘ্র বহুন !

বিকীর আপন রক্তনের এই রূপ অধীরতা

দর্শন করিয়া সজ্জরণদে কুটীরে প্রবেশ পূর্বক বিচেষ্টন-
প্রায় ধূলিধূসর অশ্রুস্রবাস সহচরের করাকর্ষণ করিয়া কুটীর
হইতে বাহির করিলেন এবং রঞ্জনকে সঙ্গে লইয়া কহিলেন
প্রিয়সখা! আর তোমার উদ্বেগের বিষয় নাই, রোমা-
বতীর তপঃনিকি হইয়াছে, দেবতা-প্রসন্ন হইয়াছেন।
তুমি যে মেঘনীর পর্বতের কথা শ্রবণ করিলে এ সেই
পর্বত, তোমার প্রিয়তমা ও তাহার সখী যে দুই কুটীর
নির্মাণ করিয়াছিলেন এ সেই কুটীর, তোমার প্রিয়তমার
যে সহচরীর কথা শ্রবণ করিলে আমিই সেই মাধবিকা
এবং ইনিই তোমার হৃদয়রঞ্জিতা রোমাবতী!!! রঞ্জন
এই কথা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়োদ্ভ্রান্ত নয়নে তাঁহার প্রতি
নেত্রপাত করিয়া দেখেন যে তিনি তখন তপস্বিতার
পরিত্যাগ করিয়া অপূর্ব তপস্বিনী ভাব অবলম্বন করিয়া-
ছেন এবং তাঁহার সর্বাঙ্গের ইন্দ্রজালসম দৃষ্ট সেই
সমুদায় সৌন্দর্য্য লক্ষিত হইতেছে। যাহা হউক তৎ-
কালে তিনি দেখিলেন যে তাঁহার মুখমণ্ডল ঈষৎ লোহিত
বর্ণ হইয়া ব্রীড়িয়া অবনত হইয়া রহিয়াছে; কপোল
দেশে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মোদয় হইয়াছে; নেত্রযুগল হইতে
অজস্র অশ্রুধারা নিপতিত হইয়াছে; অকৃত্রিম-রাগ
অধরদল ঈষৎ স্ফুরিত হইতেছে; শরীরের সৌন্দর্য্য বর্ণ



ভগ্নাঙ্গানকে লুকায়িত করিতেছে। মধুলায় গাত্রঘটি
কিছু কল্যাণ হইতেছে এবং তাহাতে খরতর রোমাঞ্চ
সঞ্চারিত হইয়াছে।

তৎকালে সেই প্রাণি-যুগলের মনোমধ্যে যে কিরূপ
অনির্বচনীয় ভাবের উদয় হইল তাহা বর্ণনাভীত।

তখন কাহারো কি লোহতা পরিত্যাগ করিয়া হ্রবর্ণতা
প্রাপ্ত হইলেন! কি ভ্রমি হইতে স্বর্গে আরোহণ করি-
লেন! কি নরগণসত্তর পুনর্জীবন লাভ করিলেন! তাহার

কিছুই বলা যায় না। তখন উভয়েই উভয়ের প্রতি
নিশ্চল দৃষ্টিপাত করিয়া উন্মত্তের ন্যায়, মুগ্ধের ন্যায়,
বিহ্বলের ন্যায় জড় ও নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কাহারও
মুখহইতে কিছুমাত্র বাক্যক্ষুণ্ণি হইল না। অনন্তর
স্বাধবিকা সাক্ষরনয়নে পরিহাস পূর্বক কহিল রাজতনয়ে!

সেরূপ ব্যাকুলতার পর এরূপ তুক্ষীস্তাব কি ভাল
দেখায়? যাঁহার জন্য তত কষ্ট স্বীকার করিয়াছ এবং
যাঁহাকে না পাইলে প্রাণত্যাগ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করি-
য়াছিলে এক্ষণে সেই জনকে সম্মুখে এরূপ কাতর দেখিয়া
এক বার মধুরবচনে সাস্তুনা করাও কি উচিত হয় না?

লজ্জা কি প্রিয়তম অপেক্ষা বড় হইল? বাহা হউক
সম্প্রতি আরওরূপ করিয়া থাকা ভাল হইতেছে না।

এক্ষণে কুশল প্রশাদি দ্বারা পরস্পর পরস্পরের সন্তোষনা
কর, পরস্পরের দুঃখ শ্রবণে পরস্পর কাতর হও এবং
পরস্পর পরস্পরের নিকট হৃদয়কপাট উন্মোচন করিয়া
দাও। রোমাবতী তখন আর কি উত্তর করিবেন ?
প্রাণনাথকে পর্বতে সমাগত দেখিয়াই তিনি চিনিতে
পারিয়াছিলেন হুতরাং তদবধি মনঃপ্রাণ দেহ কিছুই
উঁহা হার নিজের আয়ত্ত ছিল না। হুতরাং লজ্জাভর
মুখে তুষীভূত হইয়া রহিলেন। রঞ্জন কহিলেন
প্রিয়নাথ ! সন্তোষাদি দ্বারা প্রণয় প্রদর্শন করিবার আর
আবশ্যকতা নাই। উভয়েই উভয়ের হৃদয়গত ভাব
বিলক্ষণ অবগত হইয়াছি, অতএব সে বিষয়ের নিষিদ্ধ
আর প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমি
জিজ্ঞাসা করি, তুমি আদ্যোপান্ত সন্ন্যস্ত অবগত আছ,
বিলক্ষণ বুদ্ধিমতীও বটে, অতএব এক্ষণকার কর্তব্য
কি ? কল্পিত করিলে সকল দিক রক্ষায় থাকে তাহা বল।
আমাকে বাহা কহিবে তাহাতেই প্রস্তুত আছি।

রঞ্জনের এই কথা শ্রবণ করিয়া মাধবিকা জিজ্ঞাসা
নয়নে রাজতনয়ার প্রতি নেত্রপাত করিলে তিনি বহু
ক্ষণের পর নম্রবদনে ও লজ্জাজড়িতবচনে কহিলেন “প্রিয়
নাথ ! গান্ধর্ব বিধানে বরকন্যা স্বয়ং পরিণীত হইলে

কিন্তু সেই পরিণয় তাঁহাদিগের অনুমোদিত হইলেই ভাল হয়।” তখন মাধবিকা কহিল “তবে আগার মতে কল্য প্রভাতে সর্বসম্মত ময়ূরাদী গমন করা যাউক। রাজা ও রাজ্ঞী আমাদের নিমিত্ত অত্যন্ত শোকাকুল আছেন তাঁহারা আমাদের দেখিতে পাইলে যে অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইবেন এবং আমাদের মনোরথ সম্পাদন করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিবেন তাঁহার কোন সংশয় নাই।” অনন্তর এই প্রস্তাবটী সকলের যুক্তি যুক্ত বলিয়া বোধ হইল এবং প্রভাত হইলেই ময়ূরাদী গমন করিবেন বলিয়া সকলেই মনঃস্থক রহিলেন।

এই সময়ে দিবাবসান হইল। দিনমণি বারুণী মেঘায় রত হইয়া অবসন্নকর ও রক্তবর্ণ হইলেন এবং ক্রমশঃ জেজোহীন হইয়া অম্বর পরিত্যাগ পূর্বক পলাইতে লাগিলেন। তাঁহারা মধ্যাহ্নের অব্যবহিত পরেই একত্র সমাগত হইয়া কথোপকথন আরম্ভ করিয়াছিলেন। ক্রমে দিব্য চতুর্থ ঘান অতীত হইয়া সন্ধ্যা উপস্থিত। এব্যস্ত তাঁহাদের সংজ্ঞা ছিল না। তখন মাধবিকা পরিহাস করিয়া রঞ্জন ও রোমাবতীকে

কহিল তোমাদের মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে আর ধর্ম-
চরণের প্রয়োজন নাই কিন্তু আমাকে সন্ধ্যাবন্দনাদি
করিতে হইবে। অতএব কণকালের জন্য আগাপের
বিশ্রাম দাও। রঞ্জন উত্তর করিলেন সখি! হৃদিও
যাহাতে এই রূপ চেতনা সন্মত হইয়া কর্তব্য কর্মে
বিস্মৃতা হও তাহারও চেষ্টা করা বাইবে। এইরূপ
পরিহাসের পর সকলে গাতোথান করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি
সমাপন করিলেন এবং পুনর্ব্বার একত্র হইয়া এক
এক শিলাতলে উপবিষ্ট হইলেন। নানাবিধ কথা
প্রসঙ্গে রঞ্জণীর বহুভাগই অতীত হইল অনন্তর রোমা-
বতী ও মাধবিকা এক কুটীরে এবং রঞ্জন অপর কুটীরে
শয়ন করিলেন। শয়ন করিয়া রোমাবতী মনে মনে
চিন্তা করিলেন যে যাহার প্রতি সকলেরই ইচ্ছাজাল-
দর্শিত অলীক পুরুষ বলিয়া ভ্রম ছিল এবং কখন
কখন আমারও যাহাকে তাদৃশ রূপেই বোধ হইত,
দৈবানুগ্রাহে তিনি যথার্থই আমার জীবিতেশ্বর হইলেন।
আমি ত এখন চরিতার্থ হইলাম। কিন্তু মাধবিকা আমার
সহিত যে, এতাদৃশ ক্লেশভোগ স্বীকার করিল তাহার কল
কি হইল? প্রিয়তমের সেই সহচরের প্রতি উহার অনু-
রাগ সঞ্চার বিলক্ষণ লক্ষিত হইয়াছে এবং বোধ হয় সেই

অতীষ্টনিকি লাভ ও উহার তপসুবার অন্যতম উদ্দেশ্য
 ছিল, সত্যতঃ গভীর প্রকৃতিবশতঃ আমার নিকট স্পষ্ট-
 রূপে ব্যক্ত করে নাই। যাহাউক যে ব্যক্তি আমার
 দুঃখে দুঃখিনী হইয়া সংসারস্থখ বিসর্জন পূর্বক অরণ্য-
 বাস আশ্রয় করিয়াছে তাহাকে অকুণ্ঠিত রাখিয়া আমার
 বিবাহামোদে প্রযুক্ত হওয়া কিরূপে উচিত হয় ?
 বোধ হয় ময়ূরাকী গমন করিলেই সেই প্রিয়সুহৃদের
 দর্শন পাওয়া যাইবে অতএব এক্ষণে আর অন্যমতের
 আবশ্যকতা নাই, অগ্রে সেই স্থানেই গমন করা যাউক,
 বোধ হয় দৈব এত অনুকূলতা প্রদর্শন করিয়া আর
 প্রতিকূল হইতে পারিবেন না। এইরূপ চিন্তা করিতে
 করিতে কথঞ্চিৎ উহার নিদ্রাবেশ হইল।

রোণাবতী ।

— ১০৩ —

সপ্তম উচ্ছ্বাস ।

চন্দ্রনীর শেষ যামেই রক্তনের নিদ্রাভঙ্গ হইল । তিনি রোণাবতী সংক্রান্ত নানা বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ভাবিলেন, বন্ধু তাঁহার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া প্রিয়তমার উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছিলেন । আমি তাঁহার কথা উল্লঙ্ঘন পূর্বক বহির্গত হইয়া সেই ভয়ঙ্কর পথে যে যে বিপদে পড়িয়া ছিলাম, বন্ধুরও তদ্রূপ বিপদে পতিত হওয়া অনস্বীকার্য নহে । সম্প্রতি আমি সেই সকল বিপদজ্জ্বাল হইতে উদ্ধীর্ণ হইয়া প্রিয়তমা-সমাগমে হৃথতোগে প্রবৃত্ত হইতেছি, কিন্তু বন্ধু কোথায় আছেন ? কি করিতেছেন ? জীবিত আছেন ? কি সংসারলীলা সম্বরণ করিয়াছেন ? তাহার কিছুই মনে করিতেছি না । আমি কি কৃতঘ্ন ! কি পামর ! যে ব্যক্তি কেবল আমার

এগরে বন্ধ হইয়া সমুদয় স্বাভাবিক ও কৃত্রিম পরিত্যাগ
 পূৰ্ণক ভূখণ্ডমণ্ডিতে আগাহন করিয়াছে। আমি তাহার
 চিন্তায় একবারও চিন্তাকুল হইতেছি না। এবং তাহার
 ক্ষমিত্বাপাত সম্ভাবনা করিয়াও আপনার ইষ্টলাভ সম্পা-
 দনে সম্মত হইতেছি। আমার ন্যায় স্বার্থপর নিলজ্জ
 লোক আর কে আছে? বাহা হউক প্রভাতে ময়ূরাদী
 গমনের অবধারণ হইয়াছে যথার্থ বটে; কিন্তু তথায়
 গমন করিয়া বাবৎ প্রিয়হৃদদের দর্শন না পাইব অথবা
 কোনরূপে তাঁহার শারীরিক কুশল সংবাদ প্রাপ্ত না
 হইব তাবৎ কখনই বিবাহামোদে মত্ত হইব না। তাদৃশ
 যিত্রহীন হইয়া সুখলাভেরই আশা কি? জীবনেরই
 বা প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ আমি পিতার পরমস্নেহ-
 স্পদ ছিলাম। আমি সেইরূপে তথা হইতে পলায়ন
 করিয়া আসিলে তিনি কিরূপ অবস্থায় আছেন এ পর্য্যন্ত
 তাহার বার্তাযাত্র প্রাপ্ত হইলাম না। তিনি অস্থিত
 থাকিতে আমার সুখভোগে লিপ্ত হওয়া কিরূপে হইতে
 পারে? বাহা হউক অগ্রে ময়ূরাদী গমন করি, পরে
 যেরূপ কর্তব্য হয় করা যাইবে।

রঞ্জন মীলিত-নয়নে এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতে-
 ছেন, এমন সময়ে বিভারবী প্রভাত হইল। বিধাতার

কার্য্য কি বিচিত্র ! এই সময়ে কুমুদবন গোঅম্বীন,
কমলবন প্রফুল্ল, উলূকের হর্ষক্ষর, ক্ষত্রবাকের প্রীতি,
নিশানাথের অন্তগমন ও প্রভাকরের উদয়প্রাপ্তি হইল।
রোমাবতী ও মাধবিকা গাজ্রোথান করিয়া প্রাকৃত্যুতাদি
সমাপন করিলে রঞ্জনও শয্যাপরিভাগ পূজক দিনাদি-
কার্য্য সকল সমাধান করিলেন। অনন্তর রোমাবতী
তত্রত্য বনস্পতি বনদেবী প্রভৃতি সকলকে পৃথক পৃথক
বন্দনা এবং সকলের সমীপে আত্মাপরাধের ক্ষমা
প্রার্থনা করিয়া ভবন গমনাভিলাষে প্রিয়তম ও প্রিয়-
সখীর সমীপে আগমন করিলেন। পরে ময়ূরাজী গম-
নের যাত্রা হইল। অগ্রে রঞ্জন পক্ষাৎ মাধবিকা ও
মধ্যে রোমাবতী এইরূপ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তাহারা গম্ভীর
হইতে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর
অবতীর্ণ হইয়া ভূমিতে পাদনিষ্ক্ষেপ করিতেছেন এমন
সময়ে চতুর্দিক্ হইতে এক ভয়ঙ্কর কোলাহল শ্রুতি
গোচর হইল। রোমাবতী ও মাধবিকা, সেই কলরব
শ্রবণমাত্র সময়ে গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।
রঞ্জন চতুর্দিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন সিংহ ব্যাঘ্র
বরাহ ভল্লুক গণ্ডার মহিষ মৃগ প্রভৃতি আরণ্য কল্ল
সকল ভয়বিহ্বল হইয়া নৈনর্গিক বৈরিতা পরিত্যাগ

পুরুষ চতুর্দিকে পলায়ন করিতেছে। অকস্মাৎ তাহাদের
পাক্ষিকভাবে হঠাৎ শব্দ শুনা গেল ও উৎপাটিত হইতেছে এবং
অনুষঙ্গিক কল কল শ্রুতিতে বন ও গিরিজুমি যেন
রিদীন হইয়া যাইতেছে। কোথা হইতে এই লোক
সজ্জের সমাগম হইল? কি নিমিত্ত ইহারা এখানে
আসিল? তিনি যত্নে মনে এই রূপ আন্দোলন করিতে-
ছেন, এমনতর সময়ে, কতিপয় সন্ত্রাসী নৈমিত্তিক পুরুষ
অকস্মাৎ আসিয়া তাহাদের গতিরোধ করিল, এবং
কহিল মহাশয়! আমাদের সেনাপতি এই অরণ্যের
প্রান্তভাগে আছেন তাহার আদেশ এই যে, এই অরণ্য-
মধ্যে কি জী কি পুরুষ মনুষ্য দেখিলেই তাহাকে
রুদ্ধ করিয়া তাহার নিকট সমর্পণ করিব। অতএব
আপনাদিগকে তথায় যাইতে হইবে।

তাহাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই মনে মনে
চিন্তা করিলেন বিধাতার বুদ্ধি যত্না দিবার অভিলাষ
এখনও চরিতার্থ হয় নাই; নচেৎ এতাদৃশ সময়ে কেন
স্বাভাবিক গমনের এরূপ প্রতিবন্ধকতা করিবেন? যাহা
হটক রঞ্জন বিনয়বচনে কহিলেন, “তদ্রূপ! দেখি-
তেছ, ইহারা দুই জন তপস্বী, আনি উহাদের
অনুচর। এতাদৃশ নিরীহ ও নিরীক লোক লইয়া

তোমাদের প্রভুর কি অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে? অতএব
 তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য লোকের অনুসন্ধান
 কর। 'দৈনিক পুরুষেরা তাঁহার এইরূপ বিনয়োক্তি
 শ্রবণ করিয়াও কিছুতেই তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিল
 না কিন্তু কাহারও গাত্রস্পর্শ না করিয়া কেবল বিনয়
 বচনে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। তখন
 রঞ্জন, রোমাবতী ও মাধবিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া
 ইন্দিতে কহিলেন তোমার যে, তপস্বিতার পরিত্যাগ
 কর নাই ইহাই এখনকার সৌভাগ্য মনে করিতে হইবে।
 যাহা হউক ইহারা অজ্ঞ, ইহাদের নিকট আপনাদের
 তপস্বিতা দর্শাইয়া মুক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই কিন্তু
 বোধ হয় ইহাদের সেনাপতির নিকট কাতরোক্তি করিয়া
 অবশ্যই কৃতকার্য হইতে পারিব। অতএব চল, সেই
 স্থানেই গমন করা যাউক। পরে বিধাতার মনে যাহা
 আছে তাহাই হইবে।

এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া তাঁহারা অগত্যা গমনে
 সম্মত হইলে দৈনিকগণ তাঁহাদিগকে চতুর্দিকে বেষ্টিত
 করিয়া সেনাপতি সন্নিধানে লইয়া চলিল। যাইবার
 সময়ে তাঁহাদের মনোমধ্যে যে বিরূপ ভয় বিরূপ ব্যাক-
 লতা ও বিরূপ অনিষ্টশঙ্কা উদ্ভূত হইতে লাগিল তাহা

বর্ণনা করিলেন। যাহা হউক তাঁহার কিয়দূর গমন করিয়া
 শুনিলেন যে, সেনাপতি এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইয়া
 আছেন। রঞ্জন তাঁহার সমীপে গিয়া আপনাদের
 যুক্তি প্রার্থনা করিবার অভিলাষে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া
 দেখেন যে, তাঁহার চিরন্তন হস্তে মাধবই সেনাপতি-
 পদে বৃত্ত হইয়া করতলে কপোলবিন্যাস পূর্বক দুর্কি-
 গাহ চিন্তায় মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। রঞ্জন তাঁহাকে
 দেখিবাশ্রয় 'সখে! জীবিত আছ?' বলিয়া উচ্চৈঃ
 স্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। তিনিও আবাল্যপরিচিত
 কণ্ঠস্বর শ্রবণে উন্মুখ হইয়া রঞ্জনকে অবলোকন করত
 লক্ষ প্রদান পূর্বক তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন।
 অনন্তর উভয়ে উভয়ের কণ্ঠ ধারণ পূর্বক রোদন আরম্ভ
 করিলেন। আনুষ্ঠানিকগণ দেখিয়া তত্পরিজ্ঞানাভাবে
 বিস্ময়াপন্ন হইল এবং বহু যত্নে তাঁহাদিগকে সান্ত্বিত
 করিয়া আসনে উপবেশন করাইল। অনন্তর রঞ্জন বহু-
 ক্ষণে আত্মাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া প্রিয়স্বহৃদের সমক্ষে
 আপনার নৌকা হইতে পলায়ন অবধি রোমাঞ্চ প্রাপ্তি
 ও ময়ূরাজী যাত্রাপর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।
 মাধব সমুদয় শ্রবণ করিয়া গদগদস্বরে কহিলেন সখে!
 তবে আর শোক কি? তবেত অপার আনন্দের সময়

উপস্থিত । ক্রেশকর কার্যের কল জন্মিলে তাহাকে
 আর ক্রেশ বলিয়া বোধ হয় না । আমরা যে রক্তের
 নিদ্রিত এত যত্ন ও এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছি, মথল
 তাহাকেই লাভ করিলান তখন সে সমুদায় ক্রেশ দূরগত
 হইয়াছে ! বন্ধো ! তোমার হৃদয়হারিণী রাজবালা
 স্বভবন হইতে কোথায় পলায়ন করিয়াছেন আমি
 ময়ূরাজী গমন পূর্বক মহারাজ পুরঞ্জয়ের নিকট এই
 সংবাদ প্রবণ করিয়া সাতিশয় কাতর হইলাম এবং
 কিরূপে ও কোথায় বা তাঁহার অনুসন্ধান পাই এই
 বিষয়ে অনবরত চিন্তা করিতে লাগিলাম । অনন্তর
 রাজার আদেশক্রমে এই সকল আনুষঙ্গিকগণ সমভি-
 দ্যাভারে প্রথমতঃ তোমার অন্বেষণে গমন করিলাম
 কিন্তু তথায় গমন করিয়া শুনিলাম যে তুমি সকলের
 অজ্ঞাতসারে কোথায় পলায়ন করিয়াছ । তখন মনে
 হইল যে তুমি একাকী অন্য কোন স্থানে গমন করিবে না,
 অসহিষ্ণু হইয়া ময়ূরাজীর দিকেই ধাবমান হইয়া থাকিবে,
 আমি ময়ূরাজী গমনের সময়ে এই দীর্ঘারণের ভয়ঙ্করতা
 সমুদয় অবগত ছিলাম হুতরাং ইহার অভ্যন্তর দিয়া
 গমন সময়ে তোমার বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে
 এই ভাবিয়া ব্যাকুলচিত্তে তোমার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই-

লার। মহারাজ রোমাবতীর অন্বেষণের নিমিত্ত সর্ব-
প্রথমেই যে সকল চর দেশে দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন
তাহারাও অকৃতকার্য হইয়া এই সময়ে ক্রমে ক্রমে
আমাদিগের সহিত মিলিত হইতে লাগিল, আমি
তাহাদের সমুদয়কেই সমভিব্যাহারে গ্রহণপূর্বক সেই
অবধি অন্য পর্য্যন্ত আহার নিদ্রা রহিত হইয়া এই
অরণ্য মধ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু কোথাও
তোমাদের অনুসন্ধান পাই নাই। অন্য বিধাতা প্রসন্ন
হইয়াছেন, অন্য তোমাদের দুইজনকেই একেবারে
প্রাপ্ত হইলাম। আমি মহারাজের নিকট প্রতিজ্ঞা
করিয়া আদিয়াছিলাম যে তোমাদের দুইজনকে সম-
ভিব্যাহারে না পাইয়া ময়ূরাক্ষী প্রবেশ করিব না, অন্য
আমার সে প্রতিজ্ঞা সকল হইল, অন্য সমুদয় মনোবাঞ্ছা
পূর্ণ হইল!!

দুই হুহুৎ একত্র সমাগত হইলে তাঁহাদের স্বকীয়
ও পরকীয় নানা কথা হইয়া থাকে। রঞ্জন ও মাধব
বহুদিনের পর একত্র সমাগত হইয়াছিলেন অতএব
তাঁহাদের পরস্পরের নিকট পরস্পরের হৃদয়কবাট
উন্মোচিত হওয়াতে কতই যে আন্তরিক কথা সকল
প্রকাশিত হইতে লাগিল তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

এই সকল প্রশংসাপাণ্ডায় রঞ্জন মাধবকে সন্মোহন করিয়া কহিলেন : প্রিয়হৃৎ ! বিত্রকে আপনার তুল্য স্থখী করিতে না পারিলে মিত্রের স্থখই স্থখা । তুমি উদাসীনবৎ সংসারহুখে অব্যাপৃত থাকিতে আমার যোমাবতী লাভ করিয়া স্থখভোগেনিরত হওয়া কিরূপে মুক্তিযুক্ত হইতে পারে ? অতএব আমার ইচ্ছা যে, তুমিও আমার ন্যায় এক অনুরূপ পত্নীর প্রণয়ধার হও । এই যে তেজস্বী ও দ্বিতীয় তাপসকুমারটী দেখিতেছ উনিই যোমাবতীর প্রিয়সখী মাধবিকা । উহার ন্যায় স্থলীলা মুক্তিযতী নারী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না, অতএব আমার অভিলাষ এই যে, তুমি উহার পানি গ্রহণ করিয়া আমাদের পরম্পরের নৌদ্যুতাবকে সর্কাতোমুখে দৃঢ়ীকৃত কর । সখে ! আমি কখন কোন বিষয়ের নিরীকৃত তোমার নিকট এরূপ নির্বন্ধ সহকারে অনুরোধ করি নাই অতএব আমার এই অনুরোধ তোমাকে অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে, এই বলিয়া তিনি হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, যে তিনি মানুষাগরণে এক দৃষ্টিতে মাধবিকার প্রতিই নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছেন এবং অদূরবর্তিনী মাধবিকাও অপাক-প্রসারিত নরনাশলি দ্বারা উহার রূপোদ্ভি পান করিতেছে, এই

ব্যাপার করিয়া কহিয়াই প্রথমে হাফা করিয়া কহিলেন
 লক্ষ্য : তৎকালে আমি বড় ক্ষুব্ধরোধই করিতেছি। তুমি
 মনুষ্যবিকার প্রোতচক্ৰ হইয়া আমার সকল কথাই ত
 কহিলে। তুমি চিন্তা কর হইবে কিনা? আমার তখি-
 যার অনুরোধ বুঝিতে পারিয়াই তদনুসারেই কার্য
 করিতেছি। বাহা হউক দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলাম।
 মাধব ইহা লজ্জাস্থিত হইয়া স্মিতমুখে উত্তর করিলেন
 যিহো! অগ্রে তোমার ত সাপের মুখে বাঘের মুখে
 পতিত হইবার কল লাভ হউক, পরে আমার বাহা হয়
 হইবে, তজ্জন্য তোমার এত অনুরোধের প্রয়োজন
 নাই। এই রূপে উত্তরের নানাবিধ পরিহাস আরম্ভ
 হইলে মাধব রোমাবতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন
 সখে! এখন পর্য্যন্তও আর প্রিয়সখীকে তপস্বিবশ
 স্বীকাররূপ ক্লেণ ভোগ করিতে দেওয়া আমাদের উচিত
 হইতেছে না। এই বলিয়া বহুমূল্য আভরণ ও অপূর্ব
 কোষের বসন আনয়ন পূর্বক তাঁহাদিককে উত্তম রূপে
 সজ্জিত করিয়া দিলেন। এই সকল ব্যাপারেই দিব-
 সের অধিক ভাগ অগত হইল। অনন্তর তাঁহারা
 হিনমধ্যাধ্যাপার সমস্ত সমাপন করিয়া সমুদয় আনু-
 কাঙ্গিক সমস্তি ব্যাহারে মহানন্দ সহকারে ময় বাজীর

আত্মপূর্ণ হইয়া করিলেন। সত্যসত্যি ও আত্মপূর্ণ
নিবন্ধেরা হইল। সেই জিনিসের অধ্যয়নে গমন করিতে
লাগিলেন।

কিন্তু রূপ গঠন করিতে পর কতিপয় আনুষ্ঠানিক
পদ্ধতিতে আগমনপূর্বক রক্তন ও মাংসকে নিবেদন
করিল মহাশয়। মলিনবেশী চীরবসনা পরমহংসরূপী
এক যুবতী স্ত্রী এই দুঃখবস্ত্রী তরুণকে উপবেশন করিয়া
জলধারা কুললোচনে রোদন করিতেছে। শুনিয়া
তাঁহার কোতুকাক্ষান্ত হইয়া তাহাকে সমীপে আন-
য়ন করিবার আদেশ করিলেন, কিন্তু আনুষ্ঠানিকেরা
কোন প্রকারেই তাহাকে সন্নিহিত হইতে উঠাইয়া আনিতে
পারিল না। অনন্তর রক্তন মাংসকে যাত্র সমাপ্তিবা-
হারে লইয়া তথায় গমনপূর্বক সেই কামিনীকে জিজ্ঞাসা
করিলেন ভগ্নে! তুমি কে? কি নিমিত্ত এক্ষণে স্থানে
বসিয়া রোদন করিতেছ? কি জন্য তোমার এক্ষণে
দুঃখবস্ত্রা ঘটিয়াছে? তোমার আকার প্রকার দেখিয়া
বোধ হইতেছে যে, তুমি সত্যসত্যি কুলজা নহ! যাঁরা
হটক এখানে আর অপর কেহ নাই তুমি আবার কেন
কিছু অবিশেষে পরিচয় দাও, যদি জানাৎকের দ্বারা
তোমার কোনরূপ উপকার হইবার সম্ভাবনা থাকে

তবে তাহা অবশ্য করিব সন্দেহ নাই। "নীমন্তিনী" এই সকল কথা শ্রবণে রক্তনের প্রতি বিরংকণ দৃষ্টিপাত করিয়া কয়যুগলে বদনাবরণ করত উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়া কহিল বৎস রক্তন! তুমি এ দুর্ভাগ্যিনী! মুখ আর অবলোন করিও না, হা কৃতান্ত! তুমি কি পাপীন্দ্রনী বলিয়া আমাকে স্পর্শ করিতে ঘৃণা করিতেছে? হা নিলজ্জভে! এখন কি তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হয় নাই? হা বৎস! বাহার জুগুপসিত নিষ্ঠুরাচরণে তুমি কারণবাসক্লেণ্ড সহ্য করিয়াছ সেই পাপাচারিণীর প্রতি তোমার কি সদয়তা প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত হয়? রক্তন কুবতীর এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ ও তাহার আকার প্রকার দর্শন করিয়া অচিরে চিনিতে পারিলেন যে, তিনি পাটলিপুত্রাধিপ মহারাজ অবসার রাজমহবী সেই অনলবস্ত্রী! তখন তিনি তাঁহার এরূপ দুর্ব্যসার কারণ স্বয়ংই বুঝিতে পারিয়া প্রণতিপূর্বক কৃতাজ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন দেবি! আর অতীত বিষয়ের অনুশোচনা করিয়া খিদামাম হইবার প্রয়োজন নাই, আমার আপনকার আশীর্বাদে মানব বিপাক্যাল হইতে উদ্ধার হইয়া একদে হৃথাম্বেরাধিনীতে পদার্পণ করি-
 য়াহি। কিন্তু এমত সময়ে আপনাকে এরূপ বিপদাপন্ন

দেখিয়া আমাদের অত্যন্ত মনোবেদনা উপস্থিত হই-
তেছে। আপনি না বলিলেও বিলক্ষণ বোধ হইতেছে
যে, মহারাজ তিন্ন অন্য কাহারও কর্তৃক আপনার এ
বিপৎপাত উপস্থিত হয় নাই। বাহা হউক সে কথা
আর প্রয়োজন নাই; মহারাজকে আমি পিতার
ন্যায় অবলোকন করিতাম তৎসময়ে আপনি আমার
জননীষরূপা; সুতরাং আপনি ঈদৃশাবস্থাতে কাহারও
নয়নগোচর হয়েন তাহা আমি কোন মতেই অতিক্রম
করি না। আমার ইচ্ছা যে, কতিপয় বিশ্বস্ত লোক
সমভিব্যাহারে অনুরোধপত্র লিখে আপনাকে মহা-
রাজের নিকট পাঠাইয়া দিই। মহিষী লজ্জা ও দুঃখ
মৃতপ্রায় হইয়া অধোবননে উত্তর করিলেন বৎস! তুমি
কথার্থই অনুমান করিয়াছ। কারাবাসাবস্থায় আমি
তোমার নিকট যে দাসীকে প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহা-
রই দ্বারা ক্রমে ক্রমে সকল কথা ব্যক্ত হইয়া গড়ে।
পরিশেষে উহা বখন মহারাজের কর্ণগোচর হইল
তখন তিনি প্রথমতঃ তোমাদিগকে আশ্বেষণ করিলেন
কিন্তু তোমরা কখন হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়াছ
তুমি বৎসরোন্মত্তি কাতর হইলেন; এমন কি সেই
অবধি তাঁহার আমার নিদ্রা প্রায় বন্ধ হইবার উপক্রম

হইল বঃ তিনি সর্বদা নিজের বসিয়া ঘমে ঘমে চিন্তা
 করিতে লাগিলেনঃ কিন্তু জগৎব্যাপ্ত আঘাতকে কিছুতে
 ধরেন নাই। অনন্তর এক দিবস মৃগয়া করিবাম
 উদ্দেশ্যে জগৎব্যাপ্ত সমস্তব্যবহারে লইয়া ভাগীরথীর
 পরশুরে আগমন করিলেন এবং এ দেশ ও দেশ
 নামা দেশ অতিক্রম করিয়া পরিশেষে সকলের অজ্ঞাত-
 স্থানে এই বিজনে আঘাতকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া
 রাইলেন। হইল বঃ তৎক্ষণাৎ ও বসন্ত সাক্ষীঃ আমি
 কখন পাংগুলার পক্ষপাতি করি নাই, তখন কি
 জন্য যে আমার ভাবনীঃ কুমতিঃ জন্মিয়াছিল তাহা
 বলিতে পারি না চিরদিন ইতিমধ্যে আর আমি পাটলি-
 পুত্রে গমন করিয়া এ মুখ দেখাইবার অভিলাষ করি
 না, আর আমার এ মৃগাকার জীবন রক্ষার প্রয়োজন
 নাই, তাৎক্ষণিক করিয়া বাহাতে আমার প্রাণ বিয়োগ হয়
 তাহার উপায় করিয়া কৃতজ্ঞ করঃ রজন তাঁহার
 দুঃখের সাক্ষীর হুঃখিত হইলেন এবং কহিলেন মাতঃ !
 আপনি কখন পাংগুল পক্ষে পক্ষপাতি করেন নাই
 এই জন্যই ভাগীরথীর এতদূর বিপৎকাল হইয়া আপনাকে
 আমার সমক্ষে উপস্থিত করিয়া দিয়াছেন। বাহা হউক
 আর ও সকল দুঃখের কথা আরোহণে প্রয়োজন

নাই, আগনি রাজধানী গহর করিয়া একান্ত স্থান
 কাকি-সুজবার নিরুত্তর হইলেই সকল ছুটিত দূরগত
 হইবে। আমি পাঠাইয়া দিলে মহারাজ অবশ্যই আপ-
 নাকে গ্রহণ করিবেন এক লোকেও প্রকৃত বিষয়
 অবগত হইতে পারিবে না অতএব আমি সেই স্থানেই
 আপনাকে পাঠাইয়া দিই। আগনি আর অন্যত করি-
 যেন না। এই বলিয়া মাধবের সহিত পরামর্শ করিয়া
 প্রথমতঃ বস্ত্রান্তরণাদি অননয়নপূর্বক তাঁহাকে লাজ-
 ইয়া দিলেন পরে শিবিকারোহিত করিয়া কতিপয় বিদগ্ধ
 আনুষ্ঠানিক নমস্কারাদির পাটলিপুত্রে প্রেরণ করি-
 লেন। তাঁহাকে পুনঃগ্রহণ করিবার নিমিত্ত ভূরোগ্য
 আনুষ্ঠান করিয়া মহারাজ পুরস্কৃতকে এক পত্রও
 লিখিয়া দিলেন। কিন্তু আনুষ্ঠানিকেরা প্রায় নতলেই
 আনিয়া যে, 'পাটলি পূজের নৃপায় আগমন করিয়া
 অধ্যমধ্যে রাজমহিষীকে হারাইয়া গিয়াছিলেন
 তাঁহার ধর্মপুত্রেরা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া তত্ত্বপূর্বক
 রা আর নিকট প্রেরণ করিলেন।' যাহা হউক জিন্নাক-
 নাগকে দ্রৌলোকবিশয়িনী ওস্তা কথা বলা কর। বড় কঠিন
 কর্ম। রঞ্জন ও মাধব প্রকৃত বিষয় যে এক গোপনে
 রাখিয়াছিলেন তথাপি রোমারতী ও মাধবিকা প্রমোদিত

অনুরাগান করিয়া সমুদয় অবগত হইলেন। কিন্তু সে অবগতিও তাঁহাদের প্রিয়তমের প্রতি অনুরাগের উদ্দীপিকা হইল।

অনন্তর গমন আরম্ভ করিয়া বাইতে বাইতে বেলার অবসান হইয়াছে এমনত সময়ে নগরী দৃষ্টি গোচর হইল। মহারাজ পুরস্কার তাঁহাদের আগমনের পূর্বেই দূতদ্বারা সমস্ত সমাচার অবগত হইয়া আনন্দনীরখিতে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি অমাত্য পুরোচিত সভাসং প্রভৃতি সকলকে সম্মতি-বাহারে লইয়া কোশিকীর তীর পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রভাসন করিতে আগমন করিলেন। অনন্তর উত্তরদল সম্মুখীন হইলে নরপাল সকলকে সমুদয় সন্তোষ ও গাঢ়ালিঙ্গন করিয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন। তাঁহারাও যথাযোগ্য বন্দনাদি দ্বারা মহারাজের সম্বন্ধনা করিলেন! রোমাবতী সাক্ষাৎ পিতার অকস্মেৎ উপস্থিতি হইয়া কেবল নেত্রবারি বিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার অজ্ঞাতসারে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যে অবাধ্যতাচরণ করিয়াছিলেন তন্নিমিত্ত লজ্জা ও ভয়ে লড়প্রায় হইলেন কিন্তু মহারাজ তাঁহার আচরিত কার্য্যের যথোপচিত অনুমোদন করিয়া সে লজ্জা অপ-

শীত কবিতা দিলেন। অনন্তর সকলে একত্রিত হইয়া পুরমধ্যে প্রবেশ করিলে সমুদয় নগরী যেন আছাদে নৃত্য করিতে লাগিল; চারিদিক্ হইতেই জনগণের আনন্দধ্বনি উপিত হইল এবং সকল লোকেই তাঁহার দর্শনাভিলাষে রাজপুরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। অবিক কি এই ব্যাপারের নিমিত্ত কয়েক দিন পর্য্যন্ত নগরী যেন মহোৎসবময়ী হইল।

এই রূপে কয়েক দিন অতীত হইলে একদা প্রত্যাত সময়ে রাজা পুরঞ্জম সভাসমুপে উপবেশন পূর্বক অমাত্য ও পুরোহিতের সচিব মন্ত্রণা কবিতা রঞ্জনকে প্রোষাবতী প্রদানের শুভদিন নির্দ্ধারিত করিতে বসিয়াছেন এমন সময়ে এক যুগ্মত-যুগ্ম নিকৃপবীত রক্তবাসা কমণ্ডলুধারী পরমহংস আনিয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সভাসমুদয় লোকে দণ্ডায়মান হইয়া প্রণিপাত করিলেন। পরমহংস “নারায়ণ! নারায়ণ!” বলিয়া রাজদত্ত বিচিত্র কমলা-ননে উপবেশন পূর্বক রঞ্জন ও মাধবকে দেখিবার অভিলাষ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, সে যোগী অপর কেহ নহে, রঞ্জনের পিতা বিশ্বদেবই তাদৃশ অপূর্ব বেশ ধারণ করি-

রাজেন্দ্র ! রঞ্জন যোগিবেশ পিতাকে দেখিবারাত্র ভূমিতে
 পতিত হইয়া উঠেঃবরে রোদন করিতে লাগিলেন ।
 বিশ্বদেব সত্ত্বর পদে সহীপে গমনপূর্বক তাঁহাকে অশ্রু
 স্থাপন করিয়া অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন,
 কিয়ৎকণ কাহারও বাড়ি, স্পত্তি হইল না । সত্যস্থ সমস্ত
 লোকে দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল । অনন্তর রাজ্য
 স্বয়ং স্বকীয় উত্তরীয়াফল দ্বারা তাঁহাদের অশ্রুজল
 বিমোচন করিয়া দিয়া সান্ত্বাদ সহকারে স্ব স্ব আননে
 উপবেশন করাইলে বিশ্বদেব গম্ভীর প্রকৃতি বশতঃ
 শোকাগেগ সংবরণ করিয়া নরপতিকে সম্বোধন পূর্বক
 কহিলেন মহারাজ ! ভার্য্যার মরণ হইলে পুত্রনষ্টে
 ভার্য্যাস্তর পরিগ্রহ করায় যে কি ফল হইতে পারে তাহা
 আমি বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছি ; বৎস রঞ্জন ! তুমি
 সেই রূপে চম্পানগরী হইতে পলায়ন করিয়া আসিলে
 পর আমি ভবনে প্রত্যাগমন করিয়া সমস্ত ব্যাপার
 অবগত হইলাম । তৎকালে পুত্রলোকে আমার মনঃ
 একাদৃশ বিজ্ঞল হইয়াছিল যে, গৃহিণী যাহা বাহা বুঝা-
 ইয়া দিলেন তাহাতেই বিশ্বাস জাগিল । তোমার
 চরিত্রসম্বিশেষ অবগত থাকিলেও, তুমি যে বিমাতৃজ
 বিনাশের অনুমাত্র কারণ নহ, তাহা কোন প্রকারেই

কিন্তু পারিলাম না। হুতরাং তখন নিষ্ঠুর অধারিক
 বলিয়া তোমার প্রতি যে ঘেঘতাব উৎপন্ন হইবে
 তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কলতঃ সেই ঘেঘবশতই তুমি
 পলায়ন করিয়া আসিলেও তোমার অন্তরেণে বহুবান
 হইলাম না। লোকে কোন উৎকট পাপ করিলে
 অন্যের নিকট তাহা গোপন করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু
 আপনার অন্তরাঙ্গার নিকট তাহা করিতে না পারাতে
 নিরন্তর তৎকৃত তিরস্কার-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় এবং
 সেই যন্ত্রণা ক্রমশঃ অনহ্য হইয়া উঠিলে কোন বি-
 চিকিৎস্য ব্যাপার ঘটিয়া উঠে। এ স্থলেও তাহাই
 হইল—গৃহিণী প্রথম দুই এক দিন আনাকে বুখাইবার
 নিমিত্ত মথ্যে মথ্যে তোমার নানা রূপ দোষোদ্‌ঘাষণ
 করিত, কিন্তু ক্রমশঃ তাহা পরিত্যাগ করিল—তখন
 তাহাকে কখন উদ্ভৈঃস্বরে রোদন করিতে, কখন তুষী-
 ক্ষুত হইয়া থাকিতে, কখন খুনা গৃহের সহিত পরামর্শ
 করিতে, কখন তোমার দোষোদ্‌ঘাটন করিতে, কখন
 তোমার গুণকীর্তনে মগ্ন হইতে, কখন যে পাত্রে সেই
 হতভাগ্য বিষমিশ্রিত দুগ্ধ পান করিয়া মরিয়াছিল, সেই
 পাত্র নিরীক্ষণ করিতে, কখন বা অকারণে বাটীর অভ্য-
 ন্তরে সবেগে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে দেখিতে লাগি-

লাগা। কলতঃ এই সকল ব্যাপার অবলোকন করিয়া তাহার চিত্তভ্রংশ হইয়াছে, বিলক্ষণ বোধ হইল।

অনন্তর এক দিন আমি গৃহমধ্যে লয়ান আছি, এমনত সময়ে সে উন্মাদিনী বেশে আমার নিকট আগমন করিয়া কহিল “নাথ ! এ ছুরাচারিণী একবার জন্মের মত তোমার চরণ দর্শন করিয়া লউক । তুমি রঞ্জনের কোন দোষ সম্ভাবনা করিও না, সে যথার্থই আমার প্রতি জননীভাব প্রকাশ করিত, আমি কেবল সপত্নী-মৃত বলিয়া তাহার যথেষ্ট অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াছি ; আমিই তাহাকে বিষ মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিতে দিই কিন্তু দৈব তাহা সহ্য করিবেন কেন ! সৌন্দর্য্য স্মরণ হইয়া উহা পান কবে। যাহা হউক, আর আমি এ পাপের ভরা বহন করিতে পারি না। আর আমার এ আত্মদাহ সহ্য হয় না। ইহকালে যাহা হইবার হইল, আশীর্ব্বাদ করিও যেন পরকালে নিরয় সম্বন্ধার কিছু নিবৃত্তি হয়” এই বলিয়া অঞ্চল মধ্য হইতে এক খরধার অস্ত্র বাহির করত সবেগে কণ্ঠোপরি নিক্ষেপ করিল, আমি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া পলায়ন হইতে লক্ষ প্রদানপূর্ব্বক ধরিয়া দেখি যে, তাহার কণ্ঠের অর্দ্ধ ভাগ ছিন্ন হইয়াছে, যন্ত্রোপ্তিত জলের ন্যায় ক্রধিরধারা-নিগত

হইতেছে, এবং হস্তপদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল আশ্রয়-
 লিত হইতেছে। এই ব্যাপার দেখিষামাত্র কিম্বৎকণ
 আমি চেতনাশূন্য হইলাম। পরে মুক্ত। ভদ্র হইলে
 দেখিলাম যে, গৃহিণী একবারে গতাল হইয়াছেন।
 তখন আমার মনঃ যে, কিরূপ হইয়া গেল তাহার কিছুই
 বাক্য করিয়া বলিতে পারি না। ভাবিলাম বৃদ্ধাসম্মান
 বিবাহ করিয়া সুখ লাভ ত বিলক্ষণই হইল। বিমাতা
 ও সপত্নীহত্যের বিবাদ নিবন্ধন চিরকালই অস্থির
 গেল। প্রাণ-সম কৃতবিদ্য পুত্রকে কোথায় বিদর্জন
 দিলাম! স্ত্রী ও পুত্র দুই মহা প্রাণীর অপমৃত্যুর কারণ
 হইলাম। সংসার সুখ একবারে উদয়াপিত হইল।
 অতঃপর আর আমার এখানে থাকিবার প্রয়োজন কি?
 এক্ষণে মাহাতে পরকালে নিস্তার পাট তাহার উপায়
 করি, এইরূপ চিন্তা করিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া
 তদগোষ্ঠে গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম এবং পুনর্ধাম
 বারানসী গমন পূর্বক সংসারাপরিত্যক্ত জনের আশ্রমে
 এই পবিত্র ভিক্ষু আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া কিয়ৎকাল
 অবস্থান করিতে লাগিলাম।

তৎকালে আমি যে পথে পদার্পণ করিলাম তাহাতে
 পুত্র কলত্রাদি সংসার চিন্তা কোন প্রকারেই আমার

পক্ষ্য নহে। কিন্তু তাহা হইলেও রংস! তোমার চিত্ত।
 আমাকে সর্বক্ষণ ব্যাকুল করিতে লাগিল। তুমি
 কোথায় গেলো? কি করিলে? জীবিত আছ কি অকা-
 রণে আমার কিঞ্চিৎ আনন্দ দেখিয়া দেহ বিসজ্জন করি-
 য়াছ, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতেই আমার কালাতিপাত
 হইতে লাগিল। তখন স্থির করিলাম একবার তোমাকে
 দেখিয়া বা তোমার সংবাদ লইয়া না আনিলে আমার
 মনের এই পারিপ্লবতা কোন রূপেই অপগত হইবে
 না। এত দিন তুমি চম্পায় আগমন করিয়া থাকিবে
 অথবা তথায় বাইলেই তোমার কোনরূপ সংবাদ পাইব
 এই সম্ভাবনা করিয়া তদতিমুখেই হাত্যা করিলাম কিন্তু
 পশ্চিমধ্যে পাটলিপুত্র নগরে ইতস্ততঃ তোমার গুণকীর্জন
 জ্ঞাপন করিয়া এবং তথাকার রাজসংসারে তুমি কিয়ৎকাল
 অবস্থান করিয়াছিলে এই সংবাদ অবগত হইয়া রাজার
 সহিত সাক্ষাৎকার করিলাম। মহারাজ প্রথমে তোমার
 আদর্শনে যে কি পর্য্যন্ত কাতর আছেন তাহা বলিয়া
 উঠিতে পারি না। তাঁহার মুখেই শুনিলাম তুমি ময়ূ-
 রাজী রাজের জামাতা হইবে এরূপ সম্ভাবনা হইয়াছে।
 অনন্তর তথা হইতে আমার এখানে আসিবার সময়ে
 রাজা বলিয়া দিলেন মহাশয়! রক্তনকে কহিবেন যে

“আমি তাঁহার কথা কোন রূপে অম্যথা করিতে পারি না। তিনি যাহা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন আমি তাঁহার কথা প্রামাণ্যে তাঁহাকে ভবন মধ্যে স্থান দান করিয়াছি। যদি অতঃপরও আর কোনরূপ বিষ উপস্থিত না হয় তাহা হইলে তাঁহার অনুরোধ সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিব।” অনন্তর আমি তথা হইতে বহির্গত হইয়া নানা নগরদী উত্তরণপূর্বক এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি, এই বলিয়া তিনি মাধবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন বৎস মাধব! তোমার জনক বা জননী যদি বিন্যাসন থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহারাও আমার ন্যায় উদ্ভাস্ত-চিত্ত হইয়া এই স্থানে উপস্থিত হইতেন কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তোমার আগমনের পূর্বেই তাঁহারা পরলোক প্রস্থান করিয়া পুত্রবিরহযন্ত্রণা ভোগ করিতে পারি নাই। যাহা হউক বৎস! স্ত্রীদের প্রতি স্ত্রীদের কিরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য তাহা তুমি বিলক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছ, এক্ষণে আশীর্বাদ করি তোমরা যাবজ্জীবন এইরূপ অবিযুক্ত থাকিয়া পরম সুখে কাল যাপন কর, অধিক কাল তোমাদের সংসর্গে থাকিলে পুনর্বার আমাকে মাযাক্ষত্ব হইতে হইবে, অতএব আর বিলম্বের প্রয়ো-

কিন্তু তাহা এক্ষণে আশি নিকট মনে তাঁহা স্বাক্ষর
করিলেন।

ই বলিয়া বিশ্বদেব গাত্রোথান করিবার উপক্রম
করিলে রঞ্জন ও মাধব কান্দিয়া অস্থির হইলেন। তখন
নরপাল প্রভৃতি সভাস্থ সমস্ত লোক সতিনয় বাগ্মতী
প্রকাশ পূর্বক, অন্ততঃ রঞ্জনের বিবাহ ক্রিয়া নিব্বাহ
পর্যন্ত তাঁহাকে তথায় অবস্থান করিতে অনুরোধ করিতে
লাগিলেন। তিনি কোন রূপেই সেই নিব্বাহ উল্লঙ্ঘন
করিতে অসমর্থ হইয়া অগত্যা সন্মত হইলেন। অনন্তর
নির্ধারিত দিবস উপস্থিত হইলে নরনাথ স্বকীয় বিভবা-
নুসঙ্গ সমারোহ সজ্জারে রঞ্জনকে বোনাবতী প্রদান
করিলেন। তাঁহাদিগের অনুরোধে মাধবিকাও মাধবে
প্রবৃত্ত হইল। বরকন্যা পরিণীত হইয়া পরমানন্দ সহ-
কারে বহু-দিবস-সঞ্চিত মনোরথ সকল সকল করিতে
লাগিলেন। নগরী বিবাহ মহোৎসবে আনন্দময়ী
হইল।

কতক দিন অতীত হইলে বিশ্বদেব সকল বন্ধন
মোক্ষ পূর্বক অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। রাজা পুরঞ্জয়ও
অপমান্য কবিরতা সারণ করিয়া জামাতাকে রাজ্যেশ্বর
কর্তব্যকে রাজমহিনী করিলেন এবং পূর্ব প্রতিজ্ঞানু-

মারে আধবকে প্রধানমাত্র পদে নিযুক্ত করিয়া চিরক
 ভূত বিষয়বাসনা বিনর্জনপূর্বক বৈবাহিকের অনুগামী
 হইলেন। তাঁহার গমন করিলে পর কিয়দিন পশ্চিম
 রাজপুরী শোকে অতিশুভ হইল। অনন্তর নব নবপতি
 বর্জন শোকাবরণ সধরণপূর্বক প্রিয় সচিব মাধবের
 সহিত বায়নগ বক্রিব ন্যায় প্রতাপশালী হইয়া ন্যায়
 ও বশ্য অনুসারে রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন আরম্ভ
 করিলেন। রোগানতী ও মাপসিগা অশেষ জনক
 জনসমাজে কদম্ববল্লভ হইয়া পরমহুখে কান
 করিতে লাগিলেন।

